পরিচয়

সাংবাদিকতায় সততা ও সাহসের প্রতীক ৩৪ বছর ধরে প্রকাশিত

New York Vol. 34, Issue 1686, Saturday, June 20, 2026 FREE www.parichoy.com

তোমাদের বন্ধু বলতে শুধু আমরাই আছি -ইসরায়েলকে জেডি ভ্যান্স

বিস্তারিত ০৬ পৃষ্ঠায়

আরো আছে...

- যুদ্ধের ধাক্কায় উধাও ১১৫ কোটি ব্যারেল তেল, হরমুজ খুললে সংকট কাটবে নাকি বাড়বে দাম? - ৫ম পাতায়
- হরমুজ প্রণালি বন্ধ রাখলে 'ইরানকে ধ্বংস' করার হুমকি ট্রাম্পের- ৫ম পাতায়
- ইরান যুদ্ধের খরচ মেটাতে ৮০ বিলিয়ন ডলার চাইল পেন্টাগন - ৬ষ্ঠ পাতায়
- ইরানের জন্য ৩০০ বিলিয়ন ডলারের পুনর্গঠন তহবিল নিয়ে মার্কিন রাজনীতিতে বিতর্কের ঝড় - ৬ষ্ঠ পাতায়
- যুক্তরাষ্ট্রে এইচ-১বি ভিসায় এক লাখ ডলারের ফি বহাল রাখতে আদালতে ট্রাম্প প্রশাসন -৭ম পাতায়
- শ্রমবাজার খুলতে মালয়েশিয়ার প্রতি আহ্বান বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর-৯ম পাতায়
- সংসদে নিজের বক্তব্য এক্সপাঞ্জ করলেন স্পিকার হাফিজ উদ্দিন আহমদ -৮ম পাতায়
- মা এসে গেছেন! অবশেষে কেপ ভার্দের গোলরক্ষক ভোজিনহার বিশ্বকাপ স্বপ্ন পূরণ হলো -৯ম পাতায়

ট্রাম্প কি ইসরায়েলের 'স্বপ্ন' ভেঙে দিলেন?

বিস্তারিত ০৭ পৃষ্ঠায়

বাংলাদেশে একদলীয় শাসন কায়েমের চেষ্টা হচ্ছে

বললেন জামায়াত আমির

বিস্তারিত ০৯ পৃষ্ঠায়

আমরা PCA, HHA সার্ভিস দিয়ে থাকি
Aasha Home Care LHCSA
(718) 776-2717
(646) 744-5934

PEOPLE N TECH
A Global Leader in IT Training, Consulting, and Job Placement Since 2005
EARN 100K TO 200K PER YEAR
• Selenium Automation Testing
• SQL Server Database Administration
• Business Analyst
PROVIDED JOBS TO 7000+ STUDENTS. 100% JOB PLACEMENT RECORD FOR THE LAST 17 YEARS.
Opportunity to get up to 50% scholarship for Bachelor's and Master's Degree as PeopleNTech Alumni from Partner University: www.wust.edu
WUST
Washington University of Science and Technology
Authorized Employment Agency by:
NYC
Consumer and Worker Protection
Certified Training Institute by:
SCHEV
NYS Education Department Licensed Supervision Proprietary School
If you are making less than 80k/yr, contact now for two weeks free sessions:
info@piit.us
1-855-JOB-PIIT(1-855-562-7448)
www.piit.us

GOLDEN AGE HOME CARE

সর্বাধিক জনপ্রিয় হোম হেল্‌থ কেয়ার এজেন্সী

আমরা শীর্ষস্থানীয় PCA HOME CARE সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান

PCA HOME CARE সেবা নিতে চান?
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

আমরা HHA/PCA সার্টিফিকেট প্রদান করে আপনাকে HOME CARE সার্ভিস -এ এনরোল করে নেব এবং সব সধরনের সেবা প্রদান করবো

Please Contact

Shah Nawaz MBA
President & CEO
GOLDEN AGE HOME CARE INC.

Tel: 718-775-7852
Cell: 646-591-8396 Text: 646-591-8396
Email: shah@goldenagehomecare.com

JACKSON HTS OFFICE
71-24 35th Avenue
Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-775-7852, Fax: 917-396-4115

BRONX OFFICE
3789 East Tremont Avenue
Bronx, NY 10465
Ph: 347-449-5983, Fax: 347-275-9834

HILLSIDE AVE. OFFICE
170-18A Hillside Ave Jamaica, NY 11432
Ph: 718-530-1820, Fax: 917-396-4115

BROOKLYN OFFICE
516 McDonald Ave Brooklyn, NY 11218
Ph: 718-540-8870, Fax: 917-396-4115

Email: info@goldenagehomecare.com | www.goldenagehomecare.com

কে কি বললেন

● ন্যাটো-র পেছনে ট্রিলিয়ন ট্রিলিয়ন ডলার খরচ করার পরও, ইতালি এবং এর প্রধানমন্ত্রী যে ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরান ও তাদের অত্যন্ত গুরুতর পারমাণবিক হুমকির সাথে কোনো ধরনের সম্পর্ক স্থাপনের কথা ভাবতে পারেন-তা ভাবাই যায় না, - নিজের ট্রুথ সোশ্যাল-এ লিখেছেন প্রেসিডেন্ট **ট্রাম্প**

● গত কয়েক বছরে প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার সাথে কাজ করার সময় আমি দেখেছি, অন্যের সেবায় এবং আমাদের দেশকে তার শ্রেষ্ঠ রূপে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে তিনি কতটা নিবেদিতপ্রাণ ছিলেন। নতুন 'ওবামা প্রেসিডেন্সিয়াল সেন্টার'-এর প্রতিটি অংশে সেই মূল্যবোধের প্রতিফলন দেখা যায়; স্থানীয় সম্প্রদায়ের উপকারে আসা এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের নেতাদের বড় স্বপ্ন দেখতে অনুপ্রাণিত করার লক্ষ্যেই এর নকশা করা হয়েছে। - নিউ ইয়র্ক সিটির সাবেক মেয়র বিলিওনার **মাইকেল ব্লুমবার্গ**

● রোহিঙ্গা শরণার্থীদের সংকট নিরসনে বাংলাদেশ ও মালয়েশিয়া একত্রে কাজ করবে। এর মধ্যে আসিয়ানের মাধ্যমে মিয়ানমারের সঙ্গে আলোচনা প্রক্রিয়াও অন্তর্ভুক্ত থাকবে মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী **আনোয়ার ইব্রাহিম**

● ২০২৮ সালের আগে বাংলাদেশ বিমানের নিউইয়র্ক ফ্লাইট চালুর সম্ভাবনা কম - বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের (বেবিচক) চেয়ারম্যান এয়ার ভাইস মার্শাল **মো. মোস্তফা মাহমুদ সিদ্দিক**

● ৬৪ জেলা গোপালগঞ্জ বানাতে পারলে হাসিনাকে পালাতে হতো না - বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে নরসিংদী-৫ আসন থেকে নির্বাচিত **আশরাফ উদ্দিন**

● মেসিকে ব্রাজিলের হয়ে খেলার জন্য সই করানোর কথা ভাবছি - ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট **লুনার রসিকতা**

● বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা জাহেদ উর রহমান একটি সার্ক ভিসাসহ ব্যক্তিগত পাসপোর্টে নয়া দিল্লি এসেছিলেন এবং নিজ ইচ্ছায় ঢাকায় ফেরেন - ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র **রণধীর জয়সওয়াল**

৯২ শতাংশ ইসরায়েলির মতে ‘যুদ্ধে বিজয়ী হয়েছে ইরান’

পরিচয় ডেস্ক: ইরানের সঙ্গে সাম্প্রতিক যুদ্ধ এবং পরবর্তী যুক্তরাষ্ট্র-ইরান চুক্তির ফলাফল নিয়ে ইসরায়েলিদের মধ্যে ব্যাপক হতাশা দেখা দিয়েছে।

নতুন এক জনমত জরিপে দেখা গেছে, বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ ইসরায়েলি মনে করেন, সংঘাত থেকে ইসরায়েলের চেয়ে ইরানই বেশি লাভবান হয়েছে।

আল জাজিরা ও দ্য টাইমস অব ইসরায়েলের প্রতিবেদনে এসব তথ্য জানানো হয়েছে।

জেরুজালেমের হিব্রু বিশ্ববিদ্যালয় এবং আগাম ইনস্টিটিউটের যৌথ উদ্যোগে পরিচালিত জরিপে অংশগ্রহণকারীদের ৯২ দশমিক ১ শতাংশ বলেছেন, যুদ্ধে ইরানই বিজয়ী হয়েছে বা সবচেয়ে বেশি সুবিধা পেয়েছে। একইসঙ্গে ৮২ দশমিক ৯ শতাংশের মতে, এই সংঘাত ইসরায়েলের দীর্ঘমেয়াদি নিরাপত্তাকে দুর্বল করেছে।

জরিপে আরও দেখা গেছে, ডানপন্থি রাজনৈতিক জোটের সমর্থকদের মধ্যেও একই ধরনের মনোভাব রয়েছে। প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর রাজনৈতিক ঘাঁটি হিসেবে পরিচিত এই ভোটারদের ৯৩ দশমিক ১ শতাংশও মনে করেন, ইরানই এই সংঘাত থেকে বেশি লাভবান হয়েছে।

বাকি অংশ ২৮ পৃষ্ঠায়

পাল্টাপাল্টি হুমকি

শেষ হলো যুক্তরাষ্ট্র-ইরান আলোচনা, অগ্রগতির দাবি মধ্যস্থতাকারীদের

পরিচয় ডেস্ক: মধ্যস্থতাকারী পাকিস্তান ও কাতার এক যৌথ বিবৃতিতে জানিয়েছে, এ সেলে লেবানন সরকারও থাকবে- এর মাধ্যমে ‘লেবাননে সামরিক অভিযান বন্ধের শর্তগুলো মেনে চলা নিশ্চিত হবে’। তবে এটি ইরান-সমর্থিত সশস্ত্র গোষ্ঠী হিজবুল্লাহ ও ইসরায়েলের মধ্যে চলমান লড়াই থামাতে যথেষ্ট হবে কিনা, তা এখনো স্পষ্ট নয়

ইরান যুদ্ধের স্থায়ী অবসানের সমাধান খুঁজতে সুইজারল্যান্ডে অনুষ্ঠিত উচ্চপর্যায়ের যুক্তরাষ্ট্র-ইরান আলোচনা আজ ভোরে শেষ হয়েছে। তবে চলতি সপ্তাহের বাকি

বাকি অংশ ২৮ পৃষ্ঠায়

ইরানের তেলের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার

কিছু আটকে থাকা সম্পদ ছাড় হয়েছে: আরাগচি

পরিচয় ডেস্ক: সুইজারল্যান্ডে প্রথম দফার বৈঠকের শেষে ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্বাস আরাগচি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এক পোস্টে বলেছেন, ইরানের তেলের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি বিদেশে আটকে থাকা তেহরানের বিপুল বাজেয়াপ্ত সম্পদের একাংশও ছাড় করা হয়েছে। লেবানন যুদ্ধ অবসানে বড় অগ্রগতি হয়েছে বলেও উল্লেখ করেছেন তিনি।

এক্সে দেওয়া ওই পোস্টে আরাগচি আরও বলেন, ইরানের জন্য একটি বড় পুনর্গঠন ও উন্নয়ন পরিকল্পনা হাতে নেওয়া হয়েছে। তবে এই বাজেয়াপ্ত সম্পদের পরিমাণ ও পুনর্গঠন পরিকল্পনার বিস্তারিত কিছুই বলা হয়নি ওই পোস্টে। এই আলোচনার বিষয়ে হোয়াইট হাউসের মন্তব্য জানতে যোগাযোগ করেছে সিএনএন।

এর আগে ইরানের আধা-সরকারি সংবাদমাধ্যম ফারস নিউজ এজেন্সির প্রতিবেদনে বলা হয়, ইরানি প্রতিনিধি দলের অর্থনীতিবিষয়ক বিশেষজ্ঞ হোসেইন গোরবানজাদেহ জানিয়েছেন, ইরানের তেল ও তেলজাত পণ্যের ওপর মার্কিন নিষেধাজ্ঞায় সাময়িক ছাড় দেওয়ার খসড়া চুক্তি ইতিমধ্যেই চূড়ান্ত হয়েছে।

ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্বাস আরাগচি তার এক্স হ্যান্ডেলে

বাকি অংশ ২৬ পৃষ্ঠায়

যুদ্ধের ধাক্কায় উধাও ১১৫ কোটি ব্যারেল তেল, হরমুজ খুললে সংকট কাটবে নাকি বাড়বে দাম?

‘আপনি যদি কোনো তেল ব্যবসায়ী হন এবং ইরান যুদ্ধের সময় একটি তেলের চালান জোগাড় করতে আপনাকে ১০টি ফোন করতে হতো, এখন করতে হচ্ছে ৫ থেকে ৬টি। কয়েক সপ্তাহ পর পরিস্থিতি এমনও হতে পারে যে বিক্রেতারাই উল্টো আপনার কাছে এসে বলবে-“ভাই, আমার কাছে তেল আছে, কিনবেন নাকি?”’-

অস্ট্রেলিয়াভিত্তিক আর্থিক গবেষণা সংস্থা ম্যাককুয়ারি গ্রুপের জ্বালানি বিশ্লেষক বিকাশ দ্বিবেদীর এমন বক্তব্য আসলে কতটা বাস্তব হতে পারে কিংবা ঠিক তার উল্টোটাও ঘটতে পারে, আমরা সেটা এখনো জানি না।

তবে জ্বালানি বিশ্লেষক সংস্থা কেপলারের তথ্য অনুযায়ী, ইরান যুদ্ধ

বাকি অংশ ২৬ পৃষ্ঠায়

বঙ্গোপসাগরে জ্বালানি আছে নিশ্চিত’

উত্তোলনের সিদ্ধান্ত বাংলাদেশের

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশের সমুদ্রসীমায় জ্বালানি থাকলেও বিগত সরকারের নীতির কারণে দেশের মানুষ সেই সুফল ভোগ করতে পারেনি বলে মন্তব্য করেছেন নৌ পরিবহনমন্ত্রী শেখ রবিউল আলম।

তিনি জানান, ‘এই

বাকি অংশ ২৬ পৃষ্ঠায়

হরমুজ প্রণালি বন্ধ রাখলে ‘ইরানকে ধ্বংস’ করার হুমকি ট্রাম্পের

তেলের ওপর ২০ শতাংশ টোলের ইঙ্গিত

পরিচয় ডেস্ক: হরমুজ প্রণালি বন্ধ রাখলে ইরানের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প।

একই সঙ্গে তিনি ইঙ্গিত দিয়েছেন, প্রয়োজন হলে যুক্তরাষ্ট্র ওই গুরুত্বপূর্ণ জলপথের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে সেখানে চলাচলকারী তেলবাহী জাহাজের ওপর ২০ শতাংশ পর্যন্ত টোল আরোপ

বাকি অংশ ২৬ পৃষ্ঠায়

পরিচয়
BANGLA WEEKLY THE PARICHOY

সম্পাদক: নাজমুল আহসান
Editor & Publisher: M. Najmul Ahsan
37-12, 75th Street, Suite 204, Jackson Heights, NY 11372, USA
Tel: 718.607.7014 | Fax: 718.559.4835
Email: parichoyny@gmail.com | web: www.parichoy.com

যুক্তরাষ্ট্র-ইরান যুদ্ধটি আসলে কেন হয়েছিল?

পরিচয় ডেস্ক: ইরান এখন বুঝতে পেরেছে যে বৈশ্বিক অর্থনীতির এই সংকীর্ণ প্রবেশপথ নিয়ন্ত্রণ কতটা শক্তিশালী অস্ত্র। মধ্যপ্রাচ্যে বহু বছর ধরে বিপুল অর্থ ব্যয়ে গড়ে তোলা মিত্র ও প্রতিনিধির নেটওয়ার্কের তুলনায় এটি ব্যবহারে সহজ এবং অনেক সস্তা।

সিরিয়ার আসাদ শাসনব্যবস্থা, ২০২৪ সালের শেষ দিকে যেটির পতন হয়েছে, সেটি ছাড়া ইরানের তথাকথিত প্রতিরোধ অক্ষ বা সমর্থনকারী শক্তিগুলো কোনোভাবে এখনো টিকে আছে। তবে ইসরায়েলের আঘাতে তা এতটাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে যে তারা আদৌ কতটা প্রতিরোধ করতে পারবে, তা এখন অনিশ্চিত।

ইরান একটি পারমাণবিক কর্মসূচিতে বিপুল অর্থ বিনিয়োগ করেছে, যা তারা অস্ত্র নির্মাণের উদ্দেশ্যে নয় বলে দাবি করলেও বাস্তবে তা তেহরানের জন্য হুমকি হওয়ার পাশাপাশি একটি বিকল্প হিসেবেও আবির্ভূত হয়েছে।

কিন্তু এটি এমন একটি যুদ্ধ উসকে দিয়েছে, যার ফলে শাসনব্যবস্থা টিকে থাকলেও ইরানের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে।

অন্যদিকে, হরমুজ প্রণালি বন্ধ করা সহজ ছিল এবং এর দ্রুত ও বিধ্বংসী প্রভাব আরবের তেল উৎপাদনকারী রাষ্ট্রগুলোসহ বিশ্বের বড় অংশকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে।

যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের বিমান বাহিনী কিছু কৌশলগত জয় অর্জন করেছিল। কিন্তু তা কৌশলগত পরাজয় এড়াতে যথেষ্ট ছিল না।

কারণ শাসন পরিবর্তনের ওপর ভিত্তি করে তাদের কৌশলটি ছিল ভুল ও অলস অনুমানের ওপর দাঁড়িয়ে। তারা মনে করেছিল সর্বোচ্চ নেতাকে হত্যা করলে শাসনব্যবস্থা ভেঙে পড়বে।

কিন্তু প্রায় অর্ধশতাব্দী ধরে ইরানের ইসলামী প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠানগুলো এই ধরনের আঘাত প্রতিরোধ করার জন্য গড়ে তোলা

হয়েছে। এটি ভেনেজুয়েলার মতো নয়, যেখানে একজন নেতা অপহৃত হয়ে যুক্তরাষ্ট্রে বিচারের মুখে পড়ার পর ভেঙে পড়েছিল দুর্নীতিগ্রস্ত শাসনব্যবস্থা।

ইরানের শাসনব্যবস্থা নিঃসন্দেহে দুর্নীতিগ্রস্ত ও কঠোর দমনমূলক। জানুয়ারিতে তাদের বাহিনী রাস্তায় হাজারো বিক্ষোভকারীকে হত্যা করেছে। তবে এটি একটি আদর্শবাদ, ধর্মীয় বিশ্বাস এবং জাতীয় নিরাপত্তা, আত্মত্যাগ ও টিকে থাকার ধারণার ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে, যা ১৯৮০-এর দশকে সাদ্দাম হোসেনের ইরাকের সঙ্গে বিধ্বংসী যুদ্ধ থেকে জন্ম নিয়েছে।

যুদ্ধ শুরু হয়, প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প বলেছিলেন তেহরানের শাসনব্যবস্থা পতন হবে। তিনি ইরানি জনগণকে তাদের দেশ পুনরুদ্ধারের "প্রজন্মে একবার আসা সুযোগেরচ জন্য প্রস্তুত হতে বলেন।

অল্প সময় পরই তিনি নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের আহ্বান জানান।

নেতানিয়াহু, যিনি এর আগে বহুবার হোয়াইট হাউসে বসা ট্রাম্পের পূর্বসূরিদের ইরানের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য রাজি করাতে ব্যর্থ হয়েছিলেন, তাদের প্রত্যাশিত ঘটনার ব্যাপ্তি বোঝাতে বাইবেলের ভাষা ব্যবহার করেন, "এই জোট আমাদের ৪০ বছর ধরে যার আকাঙ্ক্ষা করেছি তা করতে দেবে- সেটা হলো সন্ত্রাসী শাসনব্যবস্থাকে সম্পূর্ণভাবে পরাস্ত করাচ।

কিন্তু দুজনের কেউই তা বাস্তবায়ন করতে পারেননি।

এই সমঝোতা স্মারক কোনো চূড়ান্ত চুক্তি নয়। এটি তাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় ইস্যু- ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচি নিয়ে আলোচনা শুরুর একটি চুক্তি। তবে এতে ইরানের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ছাড় আগে থেকেই যুক্ত করা হয়েছে। আলোচনা এগোলে যুক্তরাষ্ট্র নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়ার কথা বলেছে।

ইরান যুদ্ধের খরচ মেটাতে ৮০ বিলিয়ন ডলার চাইল পেন্টাগন

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা বিভাগ ইরান যুদ্ধের ব্যয় এবং যুদ্ধ-সংশ্লিষ্ট নয় এমন অন্যান্য বিল পরিশোধের জন্য ৮০ বিলিয়ন ডলার প্রয়োজন বলে উপ-প্রতিরক্ষামন্ত্রী স্টিফেন ফাইনবার্গ এ সপ্তাহে আইনপ্রণেতাদের সঙ্গে টেলিফোনে আলাপের সময় জানিয়েছেন। বিষয়টি সম্পর্কে অবগত ব্যক্তিদের উদ্ধৃত করে বৃহস্পতিবার এ তথ্য প্রকাশ করেছে ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল। পত্রিকাটি আরও *বাকি অংশ ৩৪ পৃষ্ঠায়*

ইরানের ওপর থেকে নৌ-অবরোধ তুলে নিল যুক্তরাষ্ট্র; ট্রাম্প 'মরিয়া হয়ে' চুক্তি করেছেন: দাবি খামেনির

পরিচয় ডেস্ক: মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধ অবসানে দুই দেশ একটি চুক্তিতে সই করার পর ইরানের ওপর থেকে নৌ-অবরোধ তুলে নিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। প্রেসিডেন্টের নির্দেশনা অনুযায়ী এই অবরোধের সমাপ্তি ঘটেছে বলে মার্কিন সেন্ট্রাল কমান্ড (সেন্টকম) সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে নিশ্চিত করেছে। তবে তারা জানিয়েছে, কিছু মার্কিন জাহাজ ওই এলাকায় অবস্থান করবে।

এর পরপরই ইরানের সর্বোচ্চ নেতা মোজতবা খামেনি জানান, কিছু বিষয়ে তার ভিন্ন মত থাকলেও তিনি যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে এই চুক্তিটি অনুমোদন করেছেন। যদিও তিনি এ বিষয়ে বিস্তারিত কোনো ব্যাখ্যা দেননি। তিনি বলেন, ইরানের প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ান ইরানি জাতির অধিকার রক্ষায় আশ্বাস দেওয়ার পরই তিনি চুক্তিটি এগিয়ে নেওয়ার অনুমতি দিয়েছেন।

খামেনি দাবি করেন, প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প *বাকি অংশ ৩০ পৃষ্ঠায়*

তোমাদের বন্ধু বলতে শুধু আমরাই আছি

ইসরায়েলকে জেডি ভ্যান্স

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্স ইসরায়েলকে সতর্ক করে বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্রই দেশটির একমাত্র অবশিষ্ট বন্ধু এবং কেবল হত্যাযজ্ঞের মাধ্যমে সব সমস্যার সমাধান করতে পারবে না তারা। তিনি বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর মন্ত্রিসভার কট্টরপন্থীদের বাস্তবতায় ফিরে আসার এবং ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রস্তাবিত ইরান শান্তি চুক্তির সমালোচনা থেকে বিরত থাকার আহ্বান জানান। জেডি ভ্যান্সের মধ্যস্থতায় তেহরানের *বাকি অংশ ২৮ পৃষ্ঠায়*

ইরানের জন্য ৩০০ বিলিয়ন ডলারের পুনর্গঠন তহবিল নিয়ে মার্কিন রাজনীতিতে বিতর্কের ঝড়

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েলের সঙ্গে ইরানের যুদ্ধের অবসান ঘটাতে স্বাক্ষরিত একটি সমঝোতা স্মারকের একটি ধারা ওয়াশিংটনে সর্বশেষ রাজনৈতিক বিতর্কের বিষয় হয়ে উঠেছে। প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ইরানের জন্য ৩০০ বিলিয়ন ডলারের পুনর্গঠন পরিকল্পনা তৈরির অঙ্গীকারকে সমর্থন করেছেন।

ট্রাম্প এবং ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্স উভয়ই গত বৃহস্পতিবার এই বলে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করেছিলেন যে, এই প্রতিশ্রুতির অর্থায়ন মার্কিন

করদাতাদের দ্বারা করা হবে না। তবুও, যখন জীবনযাত্রার ব্যয় ও অর্থনৈতিক পপুলিজম দেশটির নির্বাচনী রাজনীতিতে প্রধান বিষয় হয়ে উঠেছে, তখন বেশ কয়েকজন ডেমোক্র্যাট এবং অল্পসংখ্যক রিপাবলিকান এই পরিকল্পিত তহবিলের সমালোচনা করেছেন।

বুধবার ট্রাম্প এবং ইরানের প্রেসিডেন্ট মাসউদ পেজেশকিয়ান স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারকে শুধু বলা হয়েছে, যুক্তরাষ্ট্র আঞ্চলিক অংশীদারদের সঙ্গে মিলে ইসলামি *বাকি অংশ ৩৫ পৃষ্ঠায়*

ট্রাম্প কি ইসরায়েলের ‘স্বপ্ন’ ভেঙে দিলেন?

পরিচয় ডেস্ক: ইরানকে করায়ত্ত করার ইসরায়েলি প্রচেষ্টা আপাতদৃষ্টিতে ব্যর্থ হয়েছে। এর মাধ্যমে ইসরায়েলের ‘স্বপ্ন’ ভেঙে গেল কি?

খনিজসমৃদ্ধ ইরানের সঙ্গে মহাশক্তিধর যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের তিন মাসের বেশি সময় ধরে চলা যুদ্ধের শেষ পরিণতি বিশ্ববাসী দেখছে। এর মধ্য দিয়ে কি তেল আবিবেরই ‘স্বপ্নভঙ্গ’ বাস্তব রূপ পাচ্ছে?

মিশরের নীল নদ থেকে ইরাকের ফোরাত নদী পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলে পুরাকালের ‘বৃহত্তর ইসরায়েল’ গড়ার স্বপ্ন নিয়ে তেল আবিব গত কয়েক বছর ধরে মধ্যপ্রাচ্যে বেশ বেপরোয়া আচরণ করে আসছে।

২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর দক্ষিণ ইসরায়েলে ফিলিস্তিনের সশস্ত্র সংগঠন হামাসের রক্তক্ষয়ী হামলার পর ইসরায়েল সমস্ত আন্তর্জাতিক আইনের প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে অবরুদ্ধ গাজায় গণহত্যা চালায়। অধিকৃত পশ্চিমতীরে জাতিগত নির্মূল অভিযান আরও জোরদার করে।

শুধু তাই নয়-প্রতিবেশী লেবানন, সিরিয়া ও সর্বোপরি ইরানে সর্বশক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে ইসরায়েলি বাহিনী। উদ্দেশ্য-তেল আবিবকে নিরাপদ রাখা।

তবে গত ২৫ বছর ধরে যুক্তরাষ্ট্র মধ্যপ্রাচ্যে সামরিক সাফল্য না পাওয়ায় দেশটির প্রধান মিত্র ইসরায়েলকেও যেন পরাজয় মেনে নিয়ে আপাতত চুপ থাকতে হচ্ছে। কেননা, জেনেভায় শান্তি আলোচনার পটভূমিতে যুক্তরাষ্ট্রকে সঙ্গে নিয়ে ইসরায়েল গত ২৮ ফেব্রুয়ারি আচমকা ইরানে হামলা চালিয়েছিল।

সব আন্তর্জাতিক আইন অমান্য করে বিশ্বের সবচেয়ে উন্নত দেশ যুক্তরাষ্ট্র ও মধ্যপ্রাচ্যে একমাত্র গণতান্ত্রিক দেশের তকমাধারী ইসরায়েল পারস্য উপসাগরীয় দেশ ইরানের ওপর কোনো উসকানি ছাড়াই যেভাবে হামলা চালিয়েছিল তাতে অনেকেই তেহরানের শাসকদের পতন অবশ্যম্ভাবীই ভেবেছিলেন। কিন্তু, বিধি যেন বাম!

দেখা গেল-তিন মাসের মধ্যেই ইরান প্রসঙ্গে উল্টো পথে হাঁটতে শুরু করেছে ওয়াশিংটন ডিসি। আর একটু একটু করে দূরে সরিয়ে দিচ্ছে প্রধান মিত্র তেল আবিবকে।

গতকাল ১৭ জুন লন্ডনভিত্তিক সংবাদমাধ্যম মিডল ইস্ট আই-এ ইরান যুদ্ধ নিয়ে ট্রাম্পের ‘ইউ টার্ন’ ও মধ্যপ্রাচ্যে ইসরায়েলের ‘স্বপ্ন’ নিয়ে এক বিশ্লেষণ প্রকাশ করা হয়। সংবাদমাধ্যমটির প্রধান সম্পাদক ও সহ-প্রতিষ্ঠাতা ডেভিড হার্স্ট বিশ্লেষণটিতে বলেন-আফগানিস্তান, ইরাক, ইয়েমেন, লিবিয়া ও সিরিয়ায় হামলা চালিয়ে যুক্তরাষ্ট্র সেসব দেশের শাসক বদলাতে পারলেও, এ যাত্রায় ইরানের ক্ষমতাসীনরা টিকে গেছে।

যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের ইরান হামলা শুধু দেশটির শাসক বদলানোর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না বলেও এতে মন্তব্য করা হয়।

তার মতে-‘বৃহত্তর ইসরায়েল’ গড়ার স্বপ্ন নিয়ে মধ্যপ্রাচ্যকে নিজেদের মতো করে সাজানোর পরিকল্পনা ছিল ওয়াশিংটন ও তেল আবিবের। ইরান যুদ্ধের মাধ্যমে মার্কিন রাষ্ট্রপতি ট্রাম্প মধ্যপ্রাচ্য ও অন্যান্য মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশগুলোকে তার বহুল আলোচিত ‘অ্যাব্রাহাম অ্যাকর্ডস’-এর আওতায় নিয়ে আসার চেষ্টা করেন।

খোলা চোখে দেখলে দেখা যায়, তার সব প্রচেষ্টা যেন ভেস্তে গেছে।

কেননা, ইরানের সঙ্গে এমন ঐতিহাসিক শান্তি চুক্তি সইয়ের সময় হোয়াইট হাউস বা ওভাল অফিসের পাদপ্রদীপের নিচে রাষ্ট্রপতি ট্রাম্পের সঙ্গে ‘বিশ্বস্ত বন্ধু’ ও ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুকে *বাকি অংশ ৩০ পৃষ্ঠায়*

যুক্তরাষ্ট্রে এইচ-১বি ভিসায় এক লাখ ডলারের ফি বহাল রাখতে আদালতে ট্রাম্প প্রশাসন

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রে কাজ করার জন্য উচ্চতর শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ডিগ্রি সম্পন্ন অভিবাসীদের জন্য নির্ধারিত এইচ-১বি ভিসার জন্য ট্রাম্প প্রশাসন কতৃক আরোপিত ১ লাখ ডলারের ফি বহাল রাখতে নতুন আইনি লড়াই শুরু করেছে ট্রাম্প প্রশাসন। ফেডারেল আদালত সম্প্রতি এই ফিকে ‘অননুমোদিত কর’ আখ্যা দিয়ে বাতিল করার রায় দিলেও *বাকি অংশ ৩২ পৃষ্ঠায়*

ট্রাম্পের ইরান চুক্তি ভেস্তে দিতে পারেন নেতানিয়াহু

মার্কিন গোয়েন্দাদের হুঁশিয়ারি

পরিচয় ডেস্ক: ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু এমন কিছু পদক্ষেপ নিতে পারেন, যা প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড

ট্রাম্পের ইরান শান্তি চুক্তির প্রচেষ্টাকে নস্যাৎ করে দিতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রের গোয়েন্দা সংস্থাগুলো ট্রাম্প প্রশাসনকে এই সতর্কবার্তা দিয়েছে। বর্তমান ও সাবেক মার্কিন কর্মকর্তারা *বাকি অংশ ৩২ পৃষ্ঠায়*

বন্ধু যখন চক্ষুশূল!

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যে যুদ্ধবিরতি এবং পরবর্তী সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) সইয়ের মধ্য দিয়ে মধ্যপ্রাচ্যের চার মাসব্যাপী সংঘাত আপাতত থামার পথে। ওয়াশিংটনের ভাষ্য-এটি কূটনীতির বিজয়। তেহরানের দাবি-এটি তাদের প্রতিরোধের স্বীকৃতি। কিন্তু এই চুক্তির সবচেয়ে অস্বস্তিকর প্রভাব পড়েছে এমন একটি সম্পর্কে, যেটিকে বহু বছর ধরে ‘অটুট মিত্রতা’ বলে মনে করা হতো। বলা হচ্ছে-মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ও ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর সম্পর্ক এখন তলানিতে। একসময় যারা একে অপরের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য *বাকি অংশ ৩০ পৃষ্ঠায়*

টেক্সাসে সবচেয়ে বেশি পুনর্বাসিত হচ্ছেন দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গ শরণার্থীরা, বিতর্কে ট্রাম্প প্রশাসনের নীতি

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রে শরণার্থী পুনর্বাসন নীতিতে বড় ধরনের পরিবর্তনের প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে নতুন সরকারি পরিসংখ্যানে। মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের সাম্প্রতিক তথ্য অনুযায়ী, চলতি অর্থবছরে টেক্সাসে পুনর্বাসনের জন্য অনুমোদিত ৮১৭ জন শরণার্থীর সবাই দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে আসা। জাতীয় পর্যায়ে এ বছর যেসব শরণার্থীকে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হয়েছে, তাদের মধ্যে ১২ শতাংশেরও বেশি টেক্সাসে পুনর্বাসিত হওয়ার কথা রয়েছে।

টেক্সাস এর সংবাদমাধ্যম দ্য টেক্সাস ট্রিবিউন প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের দ্বিতীয় মেয়াদের অভিবাসন ও শরণার্থী নীতির ফলে যুক্তরাষ্ট্রে শরণার্থী গ্রহণের ধরণ উল্লেখযোগ্যভাবে বদলে গেছে। বর্তমানে দক্ষিণ আফ্রিকা কার্যত একমাত্র দেশ, যেখান থেকে উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় শরণার্থী গ্রহণ করছে যুক্তরাষ্ট্র।

সরকারি তথ্য অনুযায়ী, টেক্সাসের পর সবচেয়ে বেশি শরণার্থী পুনর্বাসন পেয়েছে ফ্লোরিডা ও ক্যালিফোর্নিয়া। তবে চলতি অর্থবছরে দক্ষিণ আফ্রিকার বাইরে থেকে মাত্র তিনজন শরণার্থীকে অনুমোদন দেওয়া হয়েছে, যাদের আফগানিস্তান থেকে *বাকি অংশ ৩০ পৃষ্ঠায়*

মধ্যবর্তী নির্বাচনের পর ইরানের সঙ্গে নতুন চুক্তি চাইতে পারেন ট্রাম্প

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যবর্তী নির্বাচনের পর ইরানের সঙ্গে একটি নতুন শান্তি চুক্তি দাবি করতে পারেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম দ্য টেলিগ্রাফ এই তথ্য জানতে পেরেছে। ট্রাম্পের ঘনিষ্ঠজনদের একজন জানিয়েছেন, আগামী ৩ নভেম্বরের নির্বাচন রিপাবলিকান পার্টির ঝুঁকিপূর্ণ আসনগুলো রক্ষা করা এবং দেশের লাগামহীন মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের স্বার্থে মার্কিন প্রেসিডেন্টের এই মুহূর্তে একটি চুক্তিতে পৌঁছানো অত্যন্ত জরুরি ছিল। *বাকি অংশ ৩৪ পৃষ্ঠায়*

রূপসী চাঁদপুর ফাউন্ডেশন ইন্‌ক
Ruposhi Chandpur Foundation Inc.

স্থাপিত: ১৯৯৯ ইং, নিউইয়র্ক, ইউএসএ।

বার্ষিক বনভোজন ২০২৬

DATE:
27 JUNE, SATURDAY

VENUE:
MERCER COUNTY PARK (EAST)
Address: 1346 Edinburg Rd
West Windsor Township, NJ 08550

সম্মানিত সুধীবৃন্দ,
আগামী ২৭ জুন ২০২৬, শনিবার, রূপসী চাঁদপুর ফাউন্ডেশন ইন্‌ক,:এর বার্ষিক বনভোজন নিউ জার্সির Mercer County Park (East) এ অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। এই আনন্দঘন মিলনমেলায় আপনাদেরকে সপরিবারে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।
আপনাদের উপস্থিতি এই আয়োজনকে আরো সুন্দর ও প্রাণবন্ত করে তুলবে।

বাস ছাড়ার স্থান ও সময়

জ্যাকসন হাইটস: সকাল ৮:৩০মি
জেরা রেস্টুরেন্টের সামনে (72-06 Broadway, Jackson Height)
যোগাযোগ: মোঃ আব্দুর রহীম ভূঁইয়া: 646-717-7871, মোর্শেদ আলম: 929-463-8053, মোঃ মোস্তাক আহমেদ: 929-604-2137, ফয়সাল আহমেদ পাটোয়ারী: 917-528-3625

জ্যামাইকা: সকাল ৮:৩০মি
মাক্সান সুপার মার্কেট সামনে (166-11 Hillside Ave. 1st FL, Jamaica)
যোগাযোগ: লুৎফুর রহমান চুন্নু : 347-529-8787, গোলাম আজম রকি : 347-656-4763 শাহাদাত হোসেন : 917-924-8291

ব্রঙ্কস: সকাল ৮:৩০মি
টি ডি ব্যাংকের সামনে(1866 Westchester Ave, Bronx)
যোগাযোগ: নুরুল ইসলাম মিলন : 212-365-8453, ইব্রাহিম খলিল (খোকন) : 561-618-7336

প্রধান অতিথি
মোঃ কবির পাটোয়ারী
পারভিন পাটোয়ারী

উদ্বোধন করেবেন
এম আজিজ
প্রেসিডেন্ট ও সিইও
এন ওয়াই হোম কেয়ার

গ্রান্ড স্পন্সর
NY HOME CARE SERVICES
এন ওয়াই হোম কেয়ার
GOLDEN AGE HOME CARE
গোল্ডেন এইজ হোম কেয়ার

আমন্ত্রণে

আহবায়ক:
মোহাম্মদ আজাদ
917-346-8207

প্রধান পৃষ্ঠপোষক:
মোঃ হারুন ভূঁইয়া

সদস্য সচিব:
মোঃ আবু তাহের
646-338-1856

পৃষ্ঠপোষকবৃন্দ:
মোস্তফা হোসেন মুকুল, মোঃ ফারুক হোসেন মজুমদার ও বাবুল চৌধুরী

সার্বিক তত্ত্বাবধানে: মামুন মিয়াজী 917-853-0043

বাস পরিবহন চাঁদা

স্বামী-স্ত্রী	বাবা-মা	একক	৫-১২ বছর
$১২০	$১০০	$৭০	$৩৫

নিজস্ব পরিবহন চাঁদা

স্বামী-স্ত্রী	বাবা-মা	একক	৫-১২ বছর
$৮০	$১০০	$৫০	$৩০

সার্বিক সহযোগিতায়: সাইফুল ইসলাম: সিনিয়র সহ-সভাপতি, এবি সিদ্দিক পাটোয়ারী: সহ-সভাপতি, লুৎফুর রহমান চুন্নু: সহ-সভাপতি, নুরুল আলম মজুমদার: সহ-সভাপতি, মোহাম্মদ নুরুল আমিন: সহ-সভাপতি, মোহাম্মদ জসিম উদ্দিন: সহ-সভাপতি, সাকিল মিয়া: সহ-সভাপতি, এড. নুবায়রা ইবনাত: সহ-সভাপতি, সাইফুল ইসলাম লিটন: সহ-সভাপতি, মোহাম্মদ আজাদ: সহ-সভাপতি, আহ্‌নাফ আলম: সহ-সভাপতি, মোঃ আব্দুর রহীম ভূঁইয়া: যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক, নুরুল ইসলাম মিলন: সহ-সাধারণ সম্পাদক, ফয়সাল আহমেদ (রিপন): সহ-সাধারণ সম্পাদক, গোলাম আজম রকি: সহ-সাধারণ সম্পাদক, মামুন মজুমদার: সহ-সাধারণ সম্পাদক, মাহবুবুল রহমান পাটোয়ারী: কোষাধ্যক্ষ, ফজলুল হক:সহ-কোষাধ্যক্ষ, ফয়সাল আহমেদ পাটোয়ারী: সাংগঠনিক সম্পাদক, আনিসুজ্জামান রাসেল: সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক, ফয়েজ আহমেদ: প্রচার সম্পাদক, মোঃ ইকবাল হোসেন মানিক:শিক্ষা বিষয়ক সম্পাদক, শাহাদাত হোসেন:আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক, হুমায়ূন কবীর ঢালী:সাহিত্য বিষয়ক সম্পাদক, ফারহানা আক্তার শিমু: মহিলা সম্পাদক, শেখ সায়েম উল্লাহ: সাংস্কৃতিক সম্পাদক, মোঃ আবু তাহের গাজী: সমাজকল্যাণ সম্পাদক, ওসমান ওমর ফারুক: দপ্তর সম্পাদক, মাহমুদুল হাসান: তথ্য ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক, মোঃ নিয়াজ মোরশেদ: ক্রীড়া সম্পাদক, আবু বকর: স্বাস্থ্য বিষয়ক সম্পাদক, মোঃ মোস্তাক আহমেদ: আপ্যায়ন সম্পাদক, এস এম মাহবুবুর রহমান টিটু: নির্বাহী সদস্য, আলমগীর হোসেন: নির্বাহী সদস্য, গিয়াস উদ্দিন মাতাব্বর: নির্বাহী সদস্য, মোঃ সাখাওয়াত হোসেন ফরহাদ: নির্বাহী সদস্য, মোর্শেদ আলম: নির্বাহী সদস্য, মোঃ বোরহান উদ্দিন: নির্বাহী সদস্য, মোঃ আবু ইউসুফ: নির্বাহী সদস্য, মোঃ মোফাজ্জল হোসেন রিয়াদ: নির্বাহী সদস্য, ইমাম সোহেল: নির্বাহী সদস্য, মোঃ ইকবাল হোসেন: নির্বাহী সদস্য, আবু বি সিদ্দিক (মশিউর): নির্বাহী সদস্য, মোমিন হোসেন মিন্টু: নির্বাহী সদস্য, ইব্রাহিম খলিল (খোকন): নির্বাহী সদস্য, মোঃ সামসুল আলম: নির্বাহী সদস্য, পীরজাদা মেহদী হাসান: নির্বাহী সদস্য, মোঃ মাহাবুবুর রহমান রিয়াদ: নির্বাহী সদস্য, মোঃ সোহরাব খান (টিটু): নির্বাহী সদস্য, মোঃ তানভীর হোসেন রনি: নির্বাহী সদস্য, মানিক রাজা: নির্বাহী সদস্য, স্বপন দত্ত: নির্বাহী সদস্য, শাহাদাত হোসেন: নির্বাহী সদস্য ও মোঃ ফারুক আহমেদ: নির্বাহী সদস্য।

শুভেচ্ছান্তে

সভাপতি
রাজু সাহা বিপ্লব
347-738-7196

সাধারণ সম্পাদক
সোহেল গাজী
646-461-0919

প্রচারে: প্রচার সম্পাদক ফয়েজ আহমেদ - 551-999-2520

শ্রমবাজার খুলতে মালয়েশিয়ার প্রতি আহ্বান বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর

পরিচয় ডেস্ক: মালয়েশিয়ার শ্রমবাজার যত দ্রুত সম্ভব বাংলাদেশি কর্মীদের জন্য খুলে দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। তিনি একই সঙ্গে দেশটিতে আরও বেশিসংখ্যক বাংলাদেশি কর্মী নিয়োগের অনুরোধ জানিয়েছেন।
গত সোমবার ২২ জুন মালয়েশিয়ার প্রশাসনিক রাজধানী পুত্রজায়ায় দেশটির প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় পেরদানা পুত্রায় দ্বিপক্ষীয় বৈঠক শেষে আয়োজিত যৌথ সংবাদ সম্মেলনে এসব কথা বলেন তারেক রহমান।
তিনি বলেন, 'মালয়েশিয়ায় থাকা বাংলাদেশি কর্মী, শিক্ষার্থী, পেশাজীবী ও উদ্যোক্তারা দুই দেশের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ সেতুবন্ধ হিসেবে কাজ করছেন। তাদের এই অবদান আমাদের উভয় দেশের অর্থনীতি ও সমাজকে সমৃদ্ধ করছে। আমি মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহিমকে আরও বেশিসংখ্যক বাংলাদেশি কর্মী নিয়োগের বিষয়টি বিবেচনা করতে এবং যত দ্রুত সম্ভব শ্রমবাজার খুলে দেওয়ার অনুরোধ জানিয়েছি।' প্রধানমন্ত্রী জানান, তিনি মালয়েশিয়ায় অনিয়মিত কর্মীদের নিয়মিত (বৈধ) করা এবং আটক বাংলাদেশিদের সম্ভব হলে দেশে ফেরত পাঠানোর বিষয়টিও তুলে ধরেছেন। তিনি বলেন, কর্মী নিয়োগপ্রক্রিয়া যেন স্বচ্ছ, সুষ্ঠু ও সাশ্রয়ী হয় এবং মধ্যস্বত্বভোগীদের দৌরাত্ম্য কমিয়ে খরচ কমানো যায় সে বিষয়ে দুপক্ষ একমত হয়েছে।
মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহিমের সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হওয়ার কথা জানিয়ে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'আমরা দ্বিপক্ষীয় সহযোগিতার বিষয়ে আলোচনা করেছি এবং আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক নানা ইস্যুতে মতবিনিময় করেছি। আমরা বাংলাদেশ-মালয়েশিয়া সম্পর্ক আরও জোরদার করার প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করছি। যৌথ কমিশন বৈঠক এবং আমাদের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়গুলোর মধ্যে দ্বিপক্ষীয় আলোচনাসহ বিদ্যমান কাঠামোগুলোর মাধ্যমে যোগাযোগ বাড়াতে আমরা একমত হয়েছি।'
দুই দেশের মধ্যে দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য বৃদ্ধিতে বাংলাদেশ-মালয়েশিয়া মুক্ত বাণিজ্য চুক্তির (এফটিএ) বিষয়ে আলোচনা এগিয়ে *বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়*

সংসদে নিজের বক্তব্য এক্সপাঞ্জ করলেন স্পিকার হাফিজ উদ্দিন আহমদ

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের আমির মামুনুল হককে নিয়ে গত বৃহস্পতিবার নিজের করা বক্তব্য এক্সপাঞ্জ (কার্যবিবরণী থেকে বাদ দেওয়া) করেছেন স্পিকার হাফিজ উদ্দিন আহমদ।
একইসঙ্গে মামুনুল হকের কথিত পরকীয়া সম্পর্ক নিয়ে বিএনপির সংসদ সদস্য খোন্দকার আবু আশফাকের করা মন্তব্যও এক্সপাঞ্জ করেছেন তিনি।
রোববার বিকেল ৩টায় সংসদ অধিবেশন শুরু হলে স্পিকার এ কথা বলেন।
হাফিজ উদ্দিন বলেন, গত বৃহস্পতিবার ঢাকা থেকে নির্বাচিত সংসদ সদস্য আবু আশফাক হেফাজতে ইসলামের নেতা মাওলানা মামুনুল হকের কথিত পরকীয়া সম্পর্কে দু-একটি মন্তব্য করেছেন, যা অনভিপ্রেত।
তিনি বলেন, যে ব্যক্তির সংসদে এসে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ নেই, তাকে নিয়ে বিরূপ মন্তব্য করা অনুচিত। সে কারণেই আবু আশফাকের মন্তব্য আমি এক্সপাঞ্জ করেছি।
স্পিকার আরও বলেন, 'সঙ্গে সঙ্গে আমারও একটি বক্তব্য, সেখানে উল্লেখ করেছিলাম, কোনো ব্যক্তির "জীবনের অন্ধকার অধ্যায়" সম্পর্কে, সেটাও এক্সপাঞ্জ করা হলো।'
তিনি আরও বলেন, ভবিষ্যতে বাজেট বক্তৃতা বা অন্য কোনো বিতর্কে অংশ নেওয়ার সময় সবাই সতর্ক থাকবেন। যে ব্যক্তি উপস্থিত নেই এবং আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ পাচ্ছেন না, তাকে নিয়ে বিরূপ মন্তব্য করবেন না।
বৃহস্পতিবার বাজেট আলোচনায় অংশ নিয়ে আশফাক বলেন, মাওলানা মামুনুল হক অনেক বড় বড় কথা বলছেন। বাজেট নিয়ে তিনি সরকারের পতন ঘটাবেন, অনেক কিছু ঘটাবেন। *বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়*

বাংলাদেশে একদলীয় শাসন কায়েমের চেষ্টা হচ্ছে বললেন জামায়াত আমির

পরিচয় ডেস্ক: বিএনপি দেশে একদলীয় শাসন কায়েম করার চেষ্টা করছে বলে অভিযোগ তুলেছেন বিরোধীদলীয় নেতা ও বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমির শফিকুর রহমান।
শুক্রবার সকাল সাড়ে ১১টার দিকে নগরীর মাসদাইরে কেন্দ্রীয় ঈদগাহ ময়দানে আয়োজিত কর্মী সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ অভিযোগ করেন।
সরকার ইতোমধ্যে অনেক অঘটন ঘটিয়ে ফেলেছে মন্তব্য করে জামায়াত আমির বলেন, 'কেন্দ্রীয় *বাকি অংশ ৪৪ পৃষ্ঠায়*

চাঁদাবাজির অভিযোগে পুলিশ হেফাজতে বিএনপির এমপির ছেলে

পরিচয় ডেস্ক: চাঁদাবাজির অভিযোগে নারায়ণগঞ্জ-৩ (সোনারগাঁ-সিদ্ধিরগঞ্জ) আসনে বিএনপির সংসদ সদস্য আজহারুল ইসলাম মান্নানের ছেলে ও জেলা যুবদলের জ্যেষ্ঠ যুগ্ম আহ্বায়ক খাইরুল ইসলাম সজীবকে আটক করেছে পুলিশ।
নারায়ণগঞ্জের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (অপরাধ) তারেক আল মেহেদী জানান, আজ শনিবার দুপুরে রাজধানীর বসুন্ধরা আবাসিক এলাকার নিজ বাসা থেকে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশের সহযোগিতায় তাকে হেফাজতে নেয় নারায়ণগঞ্জ জেলা পুলিশ। পরে বিকেল ৫টার দিকে নারায়ণগঞ্জ জেলা পুলিশ সুপারের কার্যালয়ে নেওয়া হয় সজীবকে।
এই পুলিশ কর্মকর্তা জানান, যুবদল নেতা সজীবের বিরুদ্ধে চাঁদাবাজির বেশ কয়েকটি অভিযোগ পাওয়া গেছে। এ বিষয়ে তাকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য জেলা পুলিশ সুপারের কার্যালয়ে নেওয়া হয়েছে।
তিনি বলেন, 'তার বিরুদ্ধে চাঁদাবাজির অভিযোগ পেয়েছি আমরা। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে তাকে বসুন্ধরা আবাসিক এলাকার *বাকি অংশ ৪৪ পৃষ্ঠায়*

জালিয়াতির মামলায় সময় টিভির সাবেক এমডি আহমেদ জোবায়েরকে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ

পরিচয় ডেস্ক: প্রতারণা ও জালিয়াতির অভিযোগে করা মামলায় সময় টেলিভিশনের সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) আহমেদ জোবায়েরের জামিন আবেদন নামঞ্জুর করে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দিয়েছেন আদালত।
একই সঙ্গে এই মামলায় আত্মসমর্পণ করা বাকি তিন আসামি আহমেদ রাফিদ কাদের ঋভু, শেখ মাহমুদ ইয়াসিন ও সানি চৌধুরীর জামিন মঞ্জুর করা হয়েছে।
বৃহস্পতিবার (১৮ জুন) শুনানি শেষে ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট (সিএমএম) মোহাম্মদ মোস্তাফিজুর রহমানের আদালত এসব আদেশ দেন।
এর আগে, গত ১৭ জুন আহমেদ জোবায়েরসহ ৬ আসামির বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করা হয়েছিল। আজ চার আসামি আদালতে আত্মসমর্পণ করে জামিন চাইলে আদালত এই নির্দেশ দেন।
মামলার অভিযোগ অনুযায়ী, প্রতারণা, বিশ্বাসভঙ্গ এবং *বাকি অংশ ৪০ পৃষ্ঠায়*

বিশ্বকাপে অন্যরকম জাপানি দর্শক

নজরুল ইসলাম মিন্টু

খেলা শেষ হয়ে গেছে। মাঠের আলো তখনও জ্বলছে। স্কোরবোর্ডে জমে আছে শেষ ফলাফলের সংখ্যা। গ্যালারি থেকে দর্শকদের ঢল নামছে ধীরে ধীরে। কেউ মোবাইলে শেষ ছবি তুলছে, কেউ জার্সি গুটিয়ে ব্যাগে রাখছে, কেউ আবার ম্যাচের উত্তেজনা নিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে তর্কে মেতে উঠেছে। ঠিক সেই সময় চোখে পড়ে এক অন্যরকম দৃশ্য। জাপানি দর্শকদের একটি দল স্টেডিয়াম ছাড়ছে না। তারা ব্যাগ হাতে আসনের নিচে, সারির ফাঁকে ফাঁকে, গ্যালারির সিঁড়িতে পড়ে থাকা কাগজ, কাপ, খাবারের প্যাকেট কুড়িয়ে নিতে শুরু করেছে। প্রথম দেখায় দৃশ্যটি বিস্ময় জাগায়। বিশ্বকাপের মতো মহা-আয়োজনে দর্শকরা সাধারণত খেলা দেখে চলে যায়। পরিষ্কারের দায়িত্ব থাকে স্টেডিয়াম কর্মীদের। কিন্তু জাপানি দর্শকদের কাছে বিষয়টি যেন অন্যরকম। তারা মাঠে আসে দলকে সমর্থন করতে, আবার মাঠ ছাড়ার আগে জায়গাটিকে সম্মান জানাতেও ভুলে না। তাদের কাছে ব্যবহৃত আসন শুধু একটি টিকিটের জায়গা নয়, এটি সবার ব্যবহারের একটি জায়গা। সেই জায়গা নোংরা রেখে চলে যাওয়া তাদের সংস্কৃতির সঙ্গে যায় না।

২০২৬ বিশ্বকাপে জাপান ও নেদারল্যান্ডসের ম্যাচের পরও এমন দৃশ্য ধরা পড়ে বিশ্বমাধ্যমের ক্যামেরায়। টেক্সাসের আরলিংটনে অনুষ্ঠিত গ্রুপ পর্বের সেই ম্যাচ ২-২ গোলে ড্র হয়। শেষ দিকে দাইচি কামাদার গোলে *বাকি অংশ ৪০ পৃষ্ঠায়*

মা এসে গেছেন! অবশেষে কেপ ভার্দের গোলরক্ষক ভোজিনহার বিশ্বকাপ স্বপ্ন পূরণ হলো

পরিচয় ডেস্ক: বিশ্বকাপ ছেলের খেলা দেখতে যুক্তরাষ্ট্রে পৌঁছেছেন কেপ ভার্দের গোলরক্ষক ভোজিনহার মা আনা ক্যান্ডিডা ইভোরা। যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা পাওয়ার পর শুক্রবার তিনি মিয়ামিতে এসে পৌঁছেছেন। এর ফলে রোববার উরুগুয়ের বিপক্ষে ছেলের ম্যাচটি গ্যালারিতে বসেই দেখতে পারবেন তিনি।

বিশ্বকাপের প্রথম ম্যাচেই স্পেনের মতো শক্তিশালী দলের সঙ্গে গোলশূন্য ড্র করে চমকে দিয়েছিল কেপ ভার্দে। ওই ম্যাচে দুর্দান্ত পারফরম্যান্সের জন্য ম্যাচসেরা হয়েছিলেন ৪০ বছর বয়সী গোলরক্ষক ভোজিনহা। কিন্তু *বাকি অংশ ৩৬ পৃষ্ঠায়*

বিশ্বকাপ থেকে তুরস্কের বিদায়: জাতির কাছে আরদা গুলেরের ক্ষমা

পরিচয় ডেস্ক: বেশ কিছু প্রতিভাবান তরুণ ফুটবলার ও অনেক স্বপ্ন নিয়ে ২৪ বছর পর ফুটবলের বিশ্বমঞ্চে ফিরেছিল তুরস্ক। কিন্তু প্রথম দুই ম্যাচ হেরে গ্রুপ পর্ব থেকেই বিদায় নিশ্চিত হয়ে গেছে দেশটির। দুই ম্যাচে একটিও গোল করতে না পারার ব্যর্থতা মানতে পারছেন না দলের অন্যতম সেরা তারকা আরদা গুলের। ম্যাচ শেষে তাই জাতির কাছে ক্ষমা চেয়েছেন তিনি।

প্রায় পুরো দ্বিতীয়ার্ধটাই একজন কম নিয়ে খেলেছে প্যারাগুয়ে, তাও কোনো গোল বের করতে পারেনি তুরস্ক। করুণ এই বিদায়ে লজ্জিত তুরস্কের গোটা দল, এমনটাই বলছেন গুলের, 'আমরা সবাই বিমর্ষ, ভীষণভাবে লজ্জিত। *বাকি অংশ ৪৬ পৃষ্ঠায়*

এবারের বিশ্বকাপে যেন লাল কার্ডের ছড়াছড়ি!

পরিচয় ডেস্ক: প্যারাগুয়ের বিপক্ষে ১-০ গোলে হেরে তুরস্কের বিশ্বকাপ থেকে বিদায় নিশ্চিত হওয়া ম্যাচে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছিল একটি লাল কার্ড। প্রতিপক্ষ খেলোয়াড়ের সাথে মুখ ঢেকে কথা বলায় ফিফার নতুন নিয়মে প্রথম লাল কার্ড দেখেছেন প্যারাগুয়ে অধিনায়ক মিগুয়েল আলমিরন। এটি তো কেবল একটি ম্যাচের চিত্র। এবারের পুরো টুর্নামেন্টেই যেন রেফারিরা লাল কার্ডের সমারোহ মেলে ধরেছেন!

জাপান-তিউনিসিয়া ম্যাচ পর্যন্ত এরই মধ্যে রেফারিরা ৭ বার সরাসরি লাল কার্ড দেখিয়েছেন। অথচ ২০১৮ এর রাশিয়া বিশ্বকাপ *বাকি অংশ ৩৬ পৃষ্ঠায়*

বিশ্বকাপে যাচ্ছে 'বিশ্বের সবচেয়ে প্রাচীন ফুটবল', দেখা যাবে স্কটল্যান্ড-ব্রাজিল ম্যাচে

পরিচয় ডেস্ক: গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডস এই বলটিকে বিশ্বের সবচেয়ে পুরোনো ফুটবল হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। এটিকে স্কটল্যান্ডের ইতিহাসের ২৫টি অমূল্য নিদর্শনের (হিস্টোরি অব স্কটল্যান্ড ইন ২৫ অবজেক্টস) একটি হিসেবে উদযাপন করা হয়।

বিশ্বের সবচেয়ে পুরোনো ফুটবলটি এবার যাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রে। আগামী ২৪ জুন বিশ্বকাপ ফুটবলে স্কটল্যান্ড ও ব্রাজিলের মধ্যকার ম্যাচে এটি প্রদর্শন করা হবে। প্রায় ৫০০ বছরের পুরোনো এই বলটি স্কটল্যান্ডের অন্যতম মূল্যবান এক ঐতিহাসিক নিদর্শন।

ফিফা বিশ্বকাপের কোনো ম্যাচে এই প্রথমবার প্রাচীনতম এই ফুটবল প্রদর্শিত হতে যাচ্ছে।

১৯৭০-এর দশকে স্কটল্যান্ডের স্টার্লিং দুর্গের রানির চেম্বারে সংস্কারকাজ চলার সময় ওক কাঠের প্যানেলের পেছনের কড়িকাঠে আটকে থাকা অবস্থায় বলটি উদ্ধার করা হয়।

বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় জানা যায়, বলটি আনুমানিক ১৫৪০ থেকে ১৫৭০ সালের মধ্যে তৈরি। এটি ছিল রাজা পঞ্চম জেমস এবং তার সন্তান, স্কটল্যান্ডের রানি মেরির সময়কাল। রানি মেরি তার শৈশবে ঠিক ওই কক্ষগুলোতেই থাকতেন।

ছোট আকারের একটি তরমুজের সমান এই বলটি মূলত চামড়ার তৈরি। বাইরের দিকটা মসৃণ করতে এবং বাতাসে এর গতিবিধি ঠিক রাখতে পুরু চামড়ার প্যানেলগুলো সেলাই করে উল্টে দেওয়া হয়েছিল। আর বলের ভেতরের অংশটি তৈরি হয়েছিল শুকরের ব্লাডার বা মূত্রাশয় দিয়ে।

গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডস এই বলটিকে বিশ্বের সবচেয়ে পুরোনো ফুটবল হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। এটিকে স্কটল্যান্ডের ইতিহাসের ২৫টি অমূল্য নিদর্শনের (হিস্টোরি অব স্কটল্যান্ড ইন ২৫ অবজেক্টস) একটি হিসেবে উদযাপন করা হয়।

বলটি বর্তমানে রাখা আছে স্টার্লিং স্মিথ আর্ট গ্যালারি অ্যান্ড মিউজিয়ামে। জাদুঘরটির পরিচালক ক্যারোলিন ম্যাথারস বলেন, 'স্মিথ জাদুঘরের সাম্প্রতিক ইতিহাসে এটি অন্যতম রোমাঞ্চকর এক মুহূর্ত।'

ইরানের ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা শিথিলের কথা ভাবছে হোয়াইট হাউজ

পরিচয় ডেস্ক: চলতি বিশ্বকাপে শুরু থেকে সবচেয়ে আলোচিত বিষয় বোধ হয় ইরান ফুটবল দলের ওপর আরোপিত ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা। ম্যাচের আগের দিন মেক্সিকো থেকে যুক্তরাষ্ট্রে এসে ম্যাচ খেলে আবার সেদিনই মেক্সিকোতে ফিরে যেতে হবে, এমন নিয়মের বেড়াজালে ইরানকে বেঁধে রেখেছে যুক্তরাষ্ট্র। এটি নিয়ে প্রচুর আলোচনা-সমালোচনার পর এবার জানা গেলো, ইরানের ওপর কার্যকর এই নিষেধাজ্ঞা শিথিল করা যায় কি না সেটি *বাকি অংশ ৪০ পৃষ্ঠায়*

ফুটবল বিশ্বকাপে প্রথম জয়ে গ্রুপ পর্বেও শীর্ষে মিসর

পরিচয় ডেস্ক: কানাডার ভ্যাঙ্কুভারের বিসি প্লেসে নিউজিল্যান্ডকে ৩-১ গোলে হারিয়ে দিয়ে ইতিহাস রচনা করল মিসর। ফুটবল বিশ্বকাপের প্রথম ম্যাচে শক্তিশালী বেলজিয়ামকে ১-১ গোলে রুখে দিয়েছিল তারা। তারই ধারাবাহিকতায় এবার বিশ্বকাপের নিজেদের প্রথম জয় পেল মিসর।

এর আগে ১৯৩৪, ১৯৯০ ও ২০১৮ বিশ্বকাপে অংশ নিয়েছিল মিসর। কিন্তু কোনো ম্যাচেই জয় পায়নি তারা।

নিউজিল্যান্ডের সঙ্গে ম্যাচের প্রথমার্ধে পিছিয়ে পড়লেও দ্বিতীয়ার্ধে মোহাম্মদ সালাহর নেতৃত্বে দুর্দান্তভাবে ঘুরে দাঁড়ায় মিসরীয়রা। এই জয়ের ফলে ৪ পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপ-জির শীর্ষস্থানেও উঠে এসেছে মিসর।

গ্রুপের অন্য ম্যাচে ইরান ও বেলজিয়াম ড্র করায় এই ম্যাচের জয়ী দলের সামনে টেবিলের শীর্ষে ওঠার সুযোগ ছিল। এমন গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে শুরুতেই এগিয়ে যায় নিউজিল্যান্ড। ১৫ মিনিটে কর্নার থেকে উড়ে আসা বলে দারুণ এক হেডে লিড এনে দেন ডিফেন্ডার ফিন সারম্যা।

পিছিয়ে পড়ার পর বল দখলে এগিয়ে থাকলেও প্রথমার্ধে নিউজিল্যান্ডের রক্ষণভাগ ভাঙতে *বাকি অংশ ৩৬ পৃষ্ঠায়*

সেই সুইডেনের জালে এবার ৫ গোল দিল নেদারল্যান্ডস

পরিচয় ডেস্ক: নিজেদের প্রথম ম্যাচে তিউনিসিয়ার বিপক্ষে ৫-১ গোলে জিতে বিশ্বকাপে উড়ন্ত শুরু পেয়েছিল সুইডেন। পরের ম্যাচে সেই দলটিকে রীতিমতো টেনে মাটিতে নামাল নেদারল্যান্ডস। বিরতির আগে ব্রায়ান ববি ও বিরতির পর কোডি গাকপোর নৈপুণ্যে গোল উৎসব করল রোনাল্ড কুমানের শিষ্যরা।

শনিবার রাতে হিউস্টনে এফ গ্রুপের ম্যাচে সুইডিশদের ৫-১ গোলে গুঁড়িয়ে দিয়েছে ডাচরা। যদিও ম্যাচের পরিসংখ্যান দেখলে এই ফল চোখ কপালে তুলে দেওয়ার মতো। নেদারল্যান্ডসের ৫১ শতাংশ সময় বল দখলে রাখার বিপরীতে সুইডেনের পায়ে বল ছিল ৪৯ শতাংশ সময়। ডাচরা গোলমুখে ১০টি শট নিয়ে লক্ষ্যে রাখে সাতটি, আর সুইডিশদের ১৬টি শটের আটটি ছিল লক্ষ্যে।

এতে বুঝে নেওয়া যায়, বড় সুযোগ তৈরি ও ফিনিশিংয়ে নেদারল্যান্ডস যতটা ক্ষুরধার ছিল, গ্রাহাম পটারের শিষ্যরা সেই তুলনায় কার্যকর ছিল না। তাই আক্রমণ ও পাল্টা আক্রমণ চললেও স্কোরলাইনে বিস্তর ব্যবধান তৈরি হয়।

প্রথমার্ধের শুরুতে ববির জোড়া গোলের পর দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে গাকপোর জোড়া লক্ষ্যভেদে চালকের আসনে বসে পড়ে ডাচরা। বদলি নামা অ্যান্থনি এলাঙ্গা সুইডিশদের হয়ে ব্যবধান কমালেও শেষদিকে ফের তাদের জালে বল পাঠান আরেক বদলি ক্রিসেনসিও সমারভিল।

এই জয়ে এফ গ্রুপের পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে উঠল বিশ্বকাপের তিনবারের রানার্সআপ নেদারল্যান্ডস। নিজেদের প্রথম ম্যাচে জাপানের সঙ্গে ২-২ গোলে ড্র করা দলটির অর্জন ২ ম্যাচে ৪ পয়েন্ট। সমান ম্যাচে ৩ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে আছে ১৯৫৮ সালের আসরের ফাইনালিস্ট সুইডেন।

জাপানের বিপক্ষে গোল করা সত্ত্বেও উইঙ্গার সমারভিলের জায়গায় মূল একাদশে সুযোগ পাওয়া ব্রবি প্রথম গোলের আক্রমণ শুরু করে নিজেই ফিনিশিং টানেন। পঞ্চম মিনিটে গাকপোর সঙ্গে বল দেওয়া-নেওয়া করে ডি-বক্সে ঢুকে পড়েন তিনি। এরপর বাঁ প্রান্ত থেকে সতীর্থের নিচু ক্রস পেয়ে খুব কাছ থেকে জাল কাঁপান।

১২ মিনিট পর ব্যবধান দ্বিগুণ করেন ব্রবি। ডান প্রান্ত থেকে ডেনজেল ডামফ্রিসের নেওয়া ক্রস একজনের গায়ে লেগে ঠিক তার পায়েই এসে পড়ে। সুযোগ পেয়ে পায়ের ডগার টোকায় সুইডেনের গোলরক্ষক ক্রিস্টোফার *বাকি অংশ ৩৬ পৃষ্ঠায়*

এক যুগ পর নকআউটে জার্মানি, ছুঁয়ে ফেলল ব্রাজিলের রেকর্ড

পরিচয় ডেস্ক: শনিবার আইভরি কোস্টকে ২-১ গোলে হারিয়ে ২০১৪ সালের পর প্রথমবার বিশ্বকাপের নকআউট পর্বে উঠেছে জার্মানি। এই জয়ের মাধ্যমে তারা শুধু পরের পর্বেই পা দেয়নি, বরং বিশ্বকাপে সবচেয়ে বেশি গোলের রেকর্ডে আবার

ব্রাজিলকে ছুঁয়ে ফেলেছে। আগের দিনই জার্মানিকে ছাড়িয়ে ২৪১ গোল নিয়ে এককভাবে শীর্ষে উঠেছিল ব্রাজিল। তবে আইভরি কোস্টের বিরুদ্ধে দুই গোল দিয়ে নিজেদের মোট গোল সংখ্যা ২৪১-এ নিয়ে গেল জার্মানরা।

ম্যাচে প্রথমে পিছিয়ে পড়েও দারুণভাবে ঘুরে দাঁড়ায় জার্মানি। বদলি খেলোয়াড় হিসেবে মাঠে নেমে দেনিজ উন্দাভ দুটি গোল করেন। এর মধ্যে ইনজুরি সময়ের চার মিনিটে করা তার জয়সূচক গোলটি টরন্টোর স্টেডিয়ামে উপস্থিত ৪৩ হাজার জার্মান সমর্থককে উল্লাসে ভাসিয়ে দেয়।

২০১৪ সালে ব্রাজিলে গিয়ে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর জার্মানি আর কখনোই বিশ্বকাপের গ্রুপ *বাকি অংশ ৩৬ পৃষ্ঠায়*

বিশ্বকাপে বাংলাদেশিদের সমর্থন চাইলেন ঢাকায় নিযুক্ত যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত

পরিচয় ডেস্ক: ঢাকায় নিযুক্ত যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত ব্রেন্ট ক্রিস্টেনসেন বলেছেন, বিশ্বকাপে যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে বাজি ধরলে বাংলাদেশিদের পস্তাতে হবে না।

২০ জুন শনিবার বিকেলে ঢাকায় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে পররাষ্ট্রমন্ত্রী খলিলুর রহমানের সঙ্গে বৈঠকের পর সাংবাদিকদের এ কথা বলেন তিনি।

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান রাষ্ট্রীয় সফরে ২২ জুন রোববার দুপুরে ঢাকা থেকে মালয়েশিয়ার উদ্দেশে রওনা দেবেন। পরে ২২ জুন রাতে কুয়ালালামপুর থেকে চীনের বন্দরনগর দালিয়ানে যাবেন তিনি।

এর আগে ঢাকায় নিযুক্ত যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত, ব্রিটিশ *বাকি অংশ ৩৬ পৃষ্ঠায়*

আবারও কেপ ভার্দের চমক: স্পেনের পর রুখে দিল উরুগুয়েকে, পরের রাউন্ডে যাওয়ার সম্ভাবনা উজ্জ্বল

পরিচয় ডেস্ক: টুর্নামেন্ট শুরুর আগে অন্যতম ফেবারিট স্পেনের বিপক্ষে অবিশ্বাস্য ০-০ ড্র করার ছয় দিন পর আবারও চমক দেখিয়েছে কেপ ভার্দে। এবার তারা মিয়ামিতে উরুগুয়ের সঙ্গে ২-২ গোলে ড্র করেছে।

বিশ্বকাপের ইতিহাসে প্রথমবার অংশ নেওয়া কেপ ভার্দে ইতোমধ্যে এমন দুটি দলের বিপক্ষে পয়েন্ট আদায় করেছে, যারা সব মিলিয়ে তিনবার বিশ্বকাপ জিতেছে। স্পেন শিরোপা জিতেছিল ২০১০ সালে, আর উরুগুয়ে ১৯৩০ ও ১৯৫০ সালে।

হার্ড রক স্টেডিয়ামে ম্যাচে প্রথমবারের মতো বিশ্বকাপে গোল করে এগিয়ে যায় কেপ ভার্দে। উরুগুয়ের রক্ষণভাগের ভয়াবহ ভুলের সুযোগ নিয়ে ৩৫ গজ দূর থেকে নেওয়া ফ্রি-কিকে জালে বল জড়ান কেভিন পিনা। সেট পিসের সময় উরুগুয়ের দুই খেলোয়াড়ের মানবপ্রাচীরে তৈরি হওয়া ফাঁক *বাকি অংশ ৩৬ পৃষ্ঠায়*

বাংলাদেশে ব্যাংক খাতে গত বছর ১ লাখ ৩৬ হাজার কোটি টাকা লোকসান

পরিচয় ডেস্ক:খেলাপি ঋণ ব্যাপক হারে বেড়ে যাওয়ায় কমেছে ব্যাংক খাতের আয়। ফলে প্রথমবারের মতো নিট লোকসানের মুখে পড়েছে এই খাত। বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০২৫ সালে দেশের ব্যাংকিং খাতে নিট লোকসান হয়েছে ১ লাখ ৩৬ হাজার কোটি টাকা। খাত সংশ্লিষ্টরা বলছেন, এক দশকেরও বেশি সময়ের মধ্যে এই প্রথম ব্যাংক খাত সামগ্রিকভাবে নিট লোকসানের মুখে পড়লো। এর আগে ২০২৪ সালে ব্যাংকগুলো ১২ হাজার ১৫৮ কোটি টাকার নিট মুনাফা করেছিল। ব্যাংক কর্মকর্তা মনে করছেন, এর জন্য দায়ী দীর্ঘদিনের ঋণ অনিয়ম, আর্থিক জালিয়াতি ও এই খাতে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের কারণে খেলাপি ঋণ বৃদ্ধি।

তারা আরও বলছেন, কয়েকটি ভালো অবস্থানে থাকা ব্যাংক উল্লেখযোগ্য মুনাফা করেছে। তবে রাষ্ট্রায়ত্ত ও শরিয়াহভিত্তিক ব্যাংকসহ অনেক ব্যাংক বিপুল পরিমাণ ঋণ অবলোপন করে, এবং খেলাপি ঋণ বৃদ্ধির চাপে পুরো খাত নিট লোকসানে ডুবে যায়। ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক ২০২৫ সালে সবচেয়ে বেশি লোকসান গুনেছে। ব্যাংকটির নিট লোকসান হয়েছে ৬৬ হাজার ৩৮৬ কোটি টাকা, যেখানে আগের বছর তাদের নিট মুনাফা ছিল ১৩৫ কোটি টাকা।

বিতর্কিত এস আলম গ্রুপ-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের প্রভাব থাকাকালে শরিয়াহভিত্তিক এই ব্যাংকটি বড় ধরনের অনিয়ম ও কেলেঙ্কারির শিকার হয়েছিল। গ্রুপটির চেয়ারম্যান মোহাম্মদ সাইফুল আলম একইসঙ্গে ব্যাংকটির চেয়ারম্যানের দায়িত্বও পালন করেছিলেন। জুলাই অভ্যুত্থানে আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর অন্তর্বর্তী সরকার ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংকসহ আরও চারটি সংকটাপন্ন ব্যাংককে এখন একটি বড় ইসলামী ব্যাংকের সঙ্গে একীভূত করার প্রক্রিয়া শুরু করে। সরকারি তথ্য অনুযায়ী, একীভূতকরণ প্রক্রিয়ায় থাকা অন্য ব্যাংকগুলো হলো-সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংক, যার নিট লোকসান ৩১ হাজার কোটি টাকা; এক্সিম ব্যাংকের ২৮ হাজার ৯০৮ কোটি টাকা; গ্লোবাল ইসলামী ব্যাংকের ১৩ হাজার ১৪৪ কোটি টাকা, ও *বাকি অংশ ৪৬ পৃষ্ঠায়*

১০০ কোটি ব্যারেলের বেশি তেলের সরবরাহ থেকে বঞ্চিত হয়েছে বিশ্ববাজার

ঘাটতি পূরণে ১ বছরও লেগে যেতে পারে

পরিচয় ডেস্ক: সুখবর: চলতি সপ্তাহে ইরান ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের পর অবশেষে খুলেছে হরমুজ প্রণালি।

দুঃসংবাদ: খুব সম্ভব বড্ড দেরি হয়ে গেছে। প্রায় চার মাস ধরে মধ্যপ্রাচ্য থেকে তেলও বেরোয়নি। বিশ্লেষক সংস্থা কেপলার-এর তথ্যমতে, যুদ্ধের সময় বিশ্বজুড়ে সব মিলিয়ে ১১৫ কোটি ব্যারেল তেল সরবরাহ হয়নি। ফলে খাদের কিনারায় দাঁড়িয়ে থাকা তেলের বাজার এখন দ্রুতগতিতে চূড়ান্ত বিপর্যয়ের দিকে এগোচ্ছে। ইন্টারন্যাশনাল এনার্জি অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের কৌশলগত তেলের মজুদ ১৯৯০ সালের পর এখন সর্বনিম্ন পর্যায়ে। যুক্তরাষ্ট্রের জরুরি মজুত গত ৪৩ বছরের সর্বনিম্নে পর্যায়ে নেমে গেছে। আর বাণিজ্যিক ইনভেন্টরিগুলোও চাপে আছে।

বুধবার ভার্সাইয়ে জি-৭ সম্মেলনে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেন, ওআপনারা কি হাহাকার দেখতে চান? আর মাত্র চার সপ্তাহের মধ্যেই আমাদের মজুত ফুরিয়ে যাবে। ট্রাম্পের কথা সত্যি। এ সপ্তাহে হরমুজ প্রণালি খুলে দেওয়া হলেও পারস্য উপসাগর থেকে খুব দ্রুত তেল বের করা সম্ভব না-ও *বাকি অংশ ৪৬ পৃষ্ঠায়*

যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে চুক্তি

বিশ্ব অর্থনীতির সঙ্গে যেভাবে পুনরায় যুক্ত হতে পারে ইরান

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের সঙ্গে ১৬ সপ্তাহের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর ইরানজুড়ে এক ধ্বংসের ছাপ স্পষ্ট। তবে ধ্বংসস্তূপের মাঝেও দীর্ঘমেয়াদে দেশটির অর্থনৈতিক ও কৌশলগত সম্ভাবনা গত কয়েক বছরের মধ্যে এখন সবচেয়ে উজ্জ্বল দেখাচ্ছে।

গত কয়েক দশকের মধ্যে এই প্রথম ওএকঘরে অবস্থার অবসান ঘটতে চলেছে। এর ফলে বিশ্বের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় এই তেল উৎপাদনকারী দেশ বাকি বিশ্বের সাথে পুনরায় তাদের বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপন করার সুবর্ণ সুযোগ পেতে যাচ্ছে।

তবে মার্কিন *বাকি অংশ ৪৮ পৃষ্ঠায়*

মে মাসে ঘুরে দাঁড়ালেও চলতি অর্থবছরে ইইউতে বাংলাদেশের পোশাক রপ্তানি কমেছে ৬৪০ মিলিয়ন ডলার

পরিচয় ডেস্ক: ২০২৫-২৬ অর্থবছরের প্রথম ১১ মাসে ইউরোপীয় ইউনিয়নে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক রপ্তানি কমেছে। মে মাসে শক্তিশালী পুনরুদ্ধার হলেও মোটের ওপর হিসেব করলে এ বাজারে চাহিদা কমে যাওয়ার ইঙ্গিত মিলছে।

রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর তথ্য অনুযায়ী, চলতি অর্থবছরের জুলাই-মে সময়ে ইউরোপীয় ইউনিয়নে পোশাক রপ্তানি হয়েছে ১৭ দশমিক ৩৬ বিলিয়ন ডলার, যা আগের অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ৬৪০ মিলিয়ন ডলার কম।

এর আগে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ইইউতে বাংলাদেশের রপ্তানি ভালো ছিল। ওই বছর রপ্তানি ৯ দশমিক ১ শতাংশ বেড়ে ১৯ দশমিক ৭১ বিলিয়ন *বাকি অংশ ৪৬ পৃষ্ঠায়*

বাংলাদেশে মাথাপিছু আয় প্রথমবারের মতো ৩ হাজার ডলার ছাড়াল

পরিচয় ডেস্ক: দেশের মাথাপিছু জাতীয় আয় প্রথমবারের মতো ৩ হাজার ডলারের মাইলফলক অতিক্রম করেছে। ২০২৫-২৬ অর্থবছরে মাথাপিছু আয় ৩ হাজার ২০ ডলারে পৌঁছেছে।

বুধবার বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে এ তথ্য জানা গেছে।

নতুন এই হিসাব *বাকি অংশ ৪৬ পৃষ্ঠায়*

বৈশ্বিক বিনিয়োগ আকর্ষণে কনটেইনার ডিপো খাত উন্মুক্ত করল বাংলাদেশ

পরিচয় ডেস্ক: দেশের ক্রমবর্ধমান লজিস্টিকস ও বন্দর খাতে আরও বেশি প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ (এফডিআই) আকর্ষণের লক্ষ্যে ইনল্যান্ড কনটেইনার ডিপো (আইসিডি) ও অফ-ডক সুবিধায় বিদেশি মালিকানার দীর্ঘদিনের সীমা তুলে দিয়েছে বাংলাদেশ।

গত ১১ জুন জাতীয় বাজেট উপস্থাপনের সময় অর্থমন্ত্রী আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী এই সিদ্ধান্তের ঘোষণা দেন। আগামী ১ জুলাই *বাকি অংশ ৪৮ পৃষ্ঠায়*

bongo
FACECARD
USA DISTRIBUTION
BIOSKOPE FILMS LLC
“হাওয়া” র পরিচালক
মেজবাউর রহমান সুমন এর ২য় ছবি -
TIGER COMPETITION
মহাসমারোহে নিউ ইয়র্ক শুভমুক্তি
শুক্রবার ২৬শে জুন
KEW GARDENS CINEMAS
8105 LEFFERTS BLVD. KEW GARDENS, NY 11415
FRI JUNE 26TH @ 2:00 PM, 5:00 PM, 8:00 PM
SAT JUNE 27TH @ 2:00 PM, 5:00 PM, 8:00 PM
SUN JUNE 28TH @ 2:00 PM, 5:00 PM, 8:00 PM
MON JUNE 29TH @ 2:00 PM, 5:00 PM, 8:00 PM
TUE JUNE 30TH @ 2:00 PM, 5:00 PM, 8:00 PM
WED JULY 01ST @ 2:00 PM, 5:00 PM, 8:00 PM
THU JULY 02ND @ 2:00 PM, 5:00 PM, 8:00 PM
ADVANCE TICKETS ON THEATER WEBSITE & BOX OFFICE

মধ্যপ্রাচ্যকে বদলে দিচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র-ইরান চুক্তি: লাভবান হচ্ছে তেহরান, শঙ্কিত প্রতিদ্বন্দ্বীরা

পরিচয় ডেস্ক: ১৯৭৯ সালের ইসলামি বিপ্লবের পর এই প্রথম কোনো মার্কিন ও ইরানি প্রেসিডেন্ট একটি চুক্তিতে সই করলেন। এই যুক্তরাষ্ট্র-ইরান চুক্তিকে এর সমর্থকরা শতাব্দীর সেরা চুক্তি হিসেবে অভিহিত করছেন।

তবে ইসরায়েল থেকে শুরু করে উপসাগরীয় দেশ এবং লেবাননের বিভিন্ন রাজনৈতিক গোষ্ঠী, অর্থাৎ মধ্যপ্রাচ্যজুড়ে তেহরানের প্রতিদ্বন্দ্বীদের কাছে এই চুক্তিকে শতাব্দীর অভিশাপ বলে মনে হচ্ছে। এই সমঝোতার ফলে ইরান আগের চেয়ে অনেক বেশি নিরাপদ হবে, আরও বৈধতা পাবে এবং শেষ পর্যন্ত এই অঞ্চলে তাদের প্রভাব আরও বাড়বে বলে আশঙ্কা তাদের।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং ইরানের প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ান বুধবার এই অন্তর্বর্তীকালীন চুক্তিতে সই করেন। এর মধ্য দিয়ে তিন মাস ধরে চলা একটি যুদ্ধের অবসান ঘটল।

ট্রাম্প জি-৭ শীর্ষ সম্মেলনের ফাঁকে ফ্রান্সের ভার্সাই প্রাসাদে এই চুক্তিকে

আনুষ্ঠানিক রূপ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। সংঘাতের পর আন্তর্জাতিক শৃঙ্খলা পুনর্গঠনের প্রতীক হিসেবে এই স্থানটিকে দেখা হচ্ছে।

১৪ দফার এই চুক্তির আওতায় লেবাননসহ সব জায়গায় যুদ্ধবিরতির মেয়াদ ৬০ দিন বাড়ানো হয়েছে। এর লক্ষ্য, একটি স্থায়ী সমাধানের জন্য আলোচনার সুযোগ তৈরি করা এবং ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচির মতো গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুগুলোর সমাধান খোঁজা।

লেবানিজ রাজনৈতিক ভাষ্যকার সারকিস নাউম বলেন, ওয়াশিংটন এবং তেহরানের জন্য এটি একটি বিশাল লেনদেন-শতাব্দীর সেরা চুক্তি, যেখান থেকে আর ফেরার পথ নেই।

তিনি আরও বলেন, এই চুক্তির ব্যর্থ হওয়ার ঝুঁকির চেয়ে সফল হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। ইরান নিষেধাজ্ঞার কারণে আর কোনো অর্থনৈতিক ধকল সহ্য করার অবস্থায় নেই এবং ট্রাম্পেরও নতুন কোনো যুদ্ধ শুরু করার কোনো তাড়না নেই। ইসরায়েলের জন্য বড় এক ধাক্কা এই চুক্তি ইসরায়েলি বিশ্লেষক ড্যানি সিট্রিনোভিজ এই *বাকি অংশ ৫২ পৃষ্ঠায়*

চুক্তির অধীনে ৬০ দিনের জন্য হরমুজ প্রণালির ট্রানজিট ফি মওকুফ করল ইরান

পরিচয় ডেস্ক: ইরান ঘোষণা করেছে, হরমুজ প্রণালি দিয়ে চলাচলকারী বাণিজ্যিক জাহাজগুলোকে আগামী ৬০ দিনের জন্য কোনো ধরনের ট্রানজিট ফি দিতে হবে না। যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সদ্য স্বাক্ষরিত একটি সমঝোতা স্মারক (এমওইউ)-এর অধীনে আঞ্চলিক উত্তেজনা কমানো এবং সামুদ্রিক বাণিজ্য পুনরুদ্ধারের প্রথম বড় পদক্ষেপগুলো বাস্তবায়নের একটি হিসেবে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বৃহস্পতিবার রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যমে প্রচারিত এক বিবৃতিতে ইরানের সুপ্রিম ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিল (এসএনএসসি) জানিয়েছে, এই সাময়িক ফি মওকুফটি সেই সব বাণিজ্যিক জাহাজের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে,

যেগুলো এই কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ জলপথ দিয়ে চলাচলের অনুমতি চাইবে।

কাউন্সিল আরও জানিয়েছে, এই দুই মাসের সময়কালে ট্রানজিট প্রক্রিয়ার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সব খরচ ইরান সরকার বহন করবে।

এই সিদ্ধান্তটি এসেছে যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যে ১৪ দফা সমঝোতা স্বাক্ষরের পর, যেখানে আঞ্চলিক নিরাপত্তা, সামুদ্রিক চলাচল, নিষেধাজ্ঞা শিথিলকরণ এবং ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচিসহ বিস্তৃত বিষয় নিয়ে ৬০ দিনের একটি আলোচনার কাঠামো নির্ধারণ করা হয়েছে। জাহাজের জন্য দ্রুত অনুমোদন: এসএনএসসি অনুযায়ী, হরমুজ প্রণালি দিয়ে চলাচল করতে *বাকি অংশ ৫২ পৃষ্ঠায়*

ট্রাম্পের ইরান চুক্তির কারণে কেন রাজনৈতিক সংকটে নেতানিয়াহু

পরিচয় ডেস্ক: ইসরায়েলের ইতিহাসে সবচেয়ে দীর্ঘ সময় ধরে দায়িত্ব পালন করা প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু বর্তমানে তার রাজনৈতিক জীবনের অন্যতম কঠিন ও নজিরবিহীন এক সংকটের মুখোমুখি হয়েছেন।

তিনি রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ এবং ক্যারিয়ার বাজি রেখেছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে তার অত্যন্ত দৃঢ় ও লৌহকঠিন সম্পর্কের ওপর। কিন্তু সময়ের পরিক্রমায় এই অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ *বাকি অংশ ৫২ পৃষ্ঠায়*

নজিরবিহীন পদক্ষেপে অর্থনীতি উন্মুক্ত করার অনুমোদন দিল কিউবার কমিউনিস্ট পার্টি

পরিচয় ডেস্ক: জরুরি অর্থনৈতিক প্যাকেজের অংশ হিসেবে নজিরবিহীন একগুচ্ছ মুক্তবাজার নীতির অনুমোদন দিয়েছে কিউবার কমিউনিস্ট পার্টি।

বৃহস্পতিবার এই প্যাকেজটি দেশটির ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলিতে জমা দেওয়া হয়েছে এবং সেখানে এটি পাস হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে।

এই পরিকল্পনার অধীনে ব্যক্তি খাতের ব্যবসার সুযোগ বাড়ানো হবে এবং প্রবাসী কিউবানসহ বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণের জন্য নতুন ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

এর ফলে দেশটিতে বেসরকারি আবাসন ব্যবসার দুয়ারও খুলে যেতে পারে। এ ছাড়া রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ব্যবসাগুলোকে শেয়ার ও ইকুইটির মাধ্যমে বেসরকারি বাণিজ্যিক উদ্যোগে রূপান্তরের সুযোগ তৈরি হবে। একসময় পুরোপুরি রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত থাকা কিউবার আর্থিক খাতে বেসরকারি ব্যাংকগুলোরও প্রবেশাধিকার মিলবে।

কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বাধীন কিউবার জন্য এই সংস্কার প্যাকেজটিকে একটি বিশাল ও নাটকীয় পরিবর্তন হিসেবে দেখা হচ্ছে।

কী বলছেন প্রেসিডেন্ট দিয়াজ-ক্যানেল?

বৃহস্পতিবার এক সম্প্রচারে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির উদ্দেশে ভাষণ দেন কিউবার প্রেসিডেন্ট মিগুয়েল দিয়াজ-ক্যানেল। তিনি বলেন, দেশের এই ভয়াবহ অর্থনৈতিক পরিস্থিতির জন্য শুধু বাইরের চাপকে দায়ী করা চলে না।

কয়েক দশক ধরে কিউবার ওপর বাণিজ্য নিষেধাজ্ঞা চাপিয়ে রেখেছে যুক্তরাষ্ট্র, যা দেশটির অর্থনীতিকে দুর্বল করে দিয়েছে। গত জানুয়ারি থেকে কিউবার ওপর এই মার্কিন চাপ আরও বেড়েছে। প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসন দেশটিতে জ্বালানি সরবরাহ বন্ধ করে দিয়েছে। *বাকি অংশ ৪৮ পৃষ্ঠায়*

কেন ট্রাম্পের প্রকাশ্য সমালোচনায় ইউরোপীয় মিত্ররা

পরিচয় ডেস্ক: মাত্র দুই দিন আগেও ফ্রান্সে জি-৭ সম্মেলনের ফাঁকে সোফায় পাশাপাশি বসে আলোচনা করতে দেখা গেছে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ও ইতালির প্রধানমন্ত্রী জর্জিয়া মেলোনিকে। গত বুধবার বিভিন্ন গণমাধ্যমসহ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রকাশিত হয় তাদের দুজনের এমন ছবি।

ইতালির টেলিভিশন চ্যানেল 'লা-সেভেন' কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ট্রাম্প দাবি করেছেন, মেলোনি নাকি তার সঙ্গে একটি ছবি তোলার জন্য অনুনয়-বিনয় করেছিলেন।

এমনকি ট্রাম্প ইঙ্গিত করেন যে, তিনি কেবল মেলোনিকে একটু 'প্রশ্রয়' দিচ্ছিলেন।

ইতালির প্রধানমন্ত্রী মেলোনি চাইলে এক বাক্যে ট্রাম্পের দাবি অস্বীকার করে বিষয়টি শেষ করতে *বাকি অংশ ৫৭ পৃষ্ঠায়*

NYSADC
NEW YORK SENIOR ADULT DAY CARE
NEW YORK SENIOR
ADULT DAYCARE
নিউইয়র্ক সিনিয়র এডাল্ট ডে কেয়ার
WE HAVE MOST PROMINENT MLTC CONTACT
healthfirst
elderplan.
Anthem.
Hamaspik
RiverSpring Living
MetroPlus Health
S W H
SHAH NAWAZ MBA
PRESIDENT & CEO
FUHAD HUSSAIN
CCO
MOHAMMAD ZAHID ALAM
CFO
• We Provide Transportation for Pick-Up and Drop Off
• Both Halal and Vegetarian Food Option
সর্বোচ্চ সেবার
নিশ্চয়তা
CALL US NOW:
718-516-3425
A SISTER CONCERN OF
SHAH NAWAZ GROUP
SNG
SHAH NAWAZ
CONTACT US:
Off: 718-516-3424
FAX: 646-568-6474
newyorksadc.com
intake@ny-sadc.com
116-33 Queens Blvd
Forest Hills, NY 11375
86-11 101 Avenue,
Ozone Park, NY 11416

যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েল সম্পর্ক কি নতুন দিকে মোড় নিচ্ছে

সাইদ এরাকাত

মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্স গত সপ্তাহে ইসরায়েলকে যে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন, তা ভবিষ্যতে দুই দেশের সম্পর্কের ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। বিষয়টি শুধু মতবিরোধের নয়; এমন মতবিরোধ অতীতেও হয়েছে। কিন্তু এবার তিনি এমন এক মৌলিক ধারণাকেই প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়েছেন, যা বহু দশক ধরে এই সম্পর্কের ভিত্তি হিসেবে কাজ করেছে।

সেই ধারণা হলো, ইসরায়েল প্রকাশ্যে মার্কিন কূটনৈতিক উদ্যোগের বিরোধিতা করলেও শেষ পর্যন্ত ওয়াশিংটন তার অবস্থান বদলাতে বাধ্য হবে।

ভ্যান্স সরাসরি বলেছেন, যদি তিনি ইসরায়েল সরকারের মন্ত্রিসভায় থাকতেন, তাহলে পৃথিবীতে অবশিষ্ট একমাত্র শক্তিশালী মিত্রের বিরোধিতা করতেন না। প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ইরানের সঙ্গে সদ্য স্বাক্ষরিত একটি স্মারক চুক্তিকে সমর্থন করতে গিয়ে তিনি এ মন্তব্য করেন।

এ বক্তব্যের গুরুত্ব শুধু কথার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; এর অন্তর্নিহিত বার্তাই আসল। দীর্ঘদিন ধরে মার্কিন প্রশাসন যে বিষয়টি প্রকাশ্যে বলেনি, ভ্যান্স তা সরাসরি স্বীকার করেছেন। তিনি কার্যত জানিয়ে দিয়েছেন, আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ইসরায়েলের অবস্থান দুর্বল হয়েছে, তার কূটনৈতিক বিচ্ছিন্নতা বেড়েছে এবং যুক্তরাষ্ট্রের ওপর তার নির্ভরতা আগের চেয়ে অনেক বেশি হয়ে উঠেছে। সবচেয়ে বড় কথা, ট্রাম্প প্রশাসন আর ইসরায়েলের আপত্তিকে নিজেদের নীতির ওপর ভেটো হিসেবে মানতে রাজি নয়। এ পরিবর্তন ঐতিহাসিক বিষয় হয়ে উঠতে পারে।

বর্তমান বিরোধের কেন্দ্রে রয়েছে ট্রাম্পের ইরানচুক্তি। এ চুক্তির মাধ্যমে ৬০ দিনের একটি আলোচনাপ্রক্রিয়া শুরু হয়েছে, যার লক্ষ্য একটি ভঙ্গুর যুদ্ধবিরতিকে বৃহত্তর আঞ্চলিক শান্তি কাঠামোয় রূপ দেওয়া। এতে নিষেধাজ্ঞা শিথিল করা, অর্থনৈতিক পুনর্গঠন, হরমুজ প্রণালিতে অবাধ নৌচলাচল এবং ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচির ওপর নিয়ন্ত্রণের কথা বলা হয়েছে। ট্রাম্প প্রশাসনের মতে, সংঘাতের চক্রে না গিয়ে কূটনীতিই স্থিতিশীলতার পথ খুলতে পারে।

কিন্তু ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণ ভিন্ন। বহু বছর ধরে তিনি ওয়াশিংটনকে বোঝানোর চেষ্টা করেছেন, ইরানকে বিচ্ছিন্ন ও দুর্বল রাখতে হলে কঠোর অর্থনৈতিক ও সামরিক চাপ বজায় রাখা জরুরি। ফলে তেহরানের সঙ্গে কূটনৈতিক যোগাযোগের এই নতুন উদ্যোগ তার দীর্ঘদিনের কৌশলের সঙ্গে সরাসরি সাংঘর্ষিক।

ইসরায়েলি মহল এই চুক্তি নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। নেতানিয়াহুর ঘনিষ্ঠ সংবাদমাধ্যমে ট্রাম্পের উপদেষ্টা স্টিভ উইটকফ এবং জ্যারেড কুশনারকে কড়া সমালোচনার মুখে পড়তে হয়েছে। একই সঙ্গে মার্কিন কংগ্রেসে ইসরায়েলপন্থী নেতারা এবং রক্ষণশীল সংবাদমাধ্যম এই আলোচনার বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তোলার চেষ্টা শুরু করেছে।

এ কৌশল নতুন নয়। অতীতেও নেতানিয়াহু মার্কিন অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে চাপ সৃষ্টি করে ওয়াশিংটনের অবস্থান প্রভাবিত করার চেষ্টা করেছেন। ২০১৫ সালে তিনি কংগ্রেসে ভাষণ দিয়ে তৎকালীন পারমাণবিক চুক্তির বিরোধিতা করেছিলেন।

সব মিলিয়ে ভ্যান্সের মন্তব্য একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের ইঙ্গিত বহন করছে। এত দিন মার্কিন নেতারা প্রকাশ্যে ইসরায়েলের ওপর নির্ভরতার কথা বলতে এড়িয়ে গেছেন। ভ্যান্স তা স্পষ্ট করে বলেছেন। এত দিন ইসরায়েল ধরে নিয়েছিল, চাপ সৃষ্টি করে ওয়াশিংটনের সিদ্ধান্ত বদলানো সম্ভব। ভ্যান্স সেই ধারণাকে প্রশ্নের মুখে তুলেছেন।

তবে এবার পরিস্থিতি ভিন্ন। মার্কিন প্রশাসন নরম না হয়ে উল্টে প্রকাশ্যেই প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে। ভ্যান্স উল্লেখ করেছেন, ইসরায়েলের প্রতিরক্ষার জন্য ব্যবহৃত অস্ত্রের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশই আমেরিকার তৈরি ও অর্থায়নে আসে। এ বক্তব্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ বাস্তবতা উঠে এসেছে। সেটি হলো, ইসরায়েলের সামরিক ও কৌশলগত স্বাধীনতা অনেকটাই মার্কিন সহায়তার ওপর নির্ভরশীল।

বিশেষ করে একজন রিপাবলিকান ভাইস প্রেসিডেন্টের মুখে এ মন্তব্য অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ, ট্রাম্পকে দীর্ঘদিন ধরে *বাকি অংশ ৪২ পৃষ্ঠায়*

দুই হাঁস শিকারের এক কাহিনি: ইউএস ফেডের জন্মের উৎস ও বাংলাদেশের গণহত্যা

শাখাওয়াত লিটন

দ্য বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড (টিবিএস)-এর সাম্প্রতিক একটি খবরের শিরোনাম- “Saving City Group: 36 banks move to restructure its Tk26,600cr loans” (সিটি গ্রুপকে রক্ষা: ২৬,৬০০ কোটি টাকা ঋণ পুনর্গঠনের উদ্যোগ ৩৬ ব্যাংকের)-আমাকে সেভিং প্রাইভেট রায়ান নামের বিখ্যাত মার্কিন যুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্রের কথা মনে করিয়ে দেয়।

সিনেমাটির প্লট বা কাহিনীই এর নামকরণকে পুরোপুরি সার্থক করে তুলেছে। এতে দেখানো হয়েছে, একদল সেনার এক লোমহর্ষক ও ঝুঁকিপূর্ণ অভিযানের গল্প, যাদের পাঠানো হয়েছিল রায়ান পরিবারের একমাত্র জীবিত সন্তানকে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে উদ্ধার করতে, যার বাকি তিন ভাই ইতোপূর্বে যুদ্ধে নিহত হয়েছেন।

টিবিএস-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, “সেভিং সিটি গ্রুপচ (সিটি গ্রুপকে রক্ষা) শিরোনামটি দেশের অন্যতম বৃহৎ শিল্পগোষ্ঠী সিটি গ্রুপকে উদ্ধারে দুটি বিদেশি ব্যাংকসহ ৩৬টি ব্যাংকের যৌথ উদ্যোগের কাহিনি বলে, যেখানে গ্রুপটি ২৬,৬০০ কোটি টাকারও বেশি বকেয়া ঋণ নিয়ে টিকে থাকার লড়াই করছে।

প্রতিবেদনটিতে বলা হয়েছে, গত ১৯ জুন ঢাকার হোটেল সোনারগাঁওয়ে এক ডজনেরও বেশি ব্যাংকের শীর্ষ ব্যাংকাররা বৈঠকে বসেন এবং আনুষ্ঠানিকভাবে এই মিশনে নামেন: “সেভিং সিটি গ্রুপচ। সিটি গ্রুপের ঋণ পুনর্গঠনের প্রক্রিয়া এগিয়ে নেওয়ার আগে তারা একজন স্বতন্ত্র নিরীক্ষক বা অডিটর নিয়োগের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এছাড়া শীর্ষস্থানীয় ব্যাংকগুলোর প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে একটি পর্যালোচনা কমিটিও (রিভিউ কমিটি) গঠন করা হয়েছে।

এই মিশন কি সফল হতে পারে? প্রয়োজন ও সংকটের সময়ে ব্যাংকাররা কি কোনো ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে পারেন? ইতিহাস বলছে, তারা পারেন।

যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় ব্যাংক বা ফেডারেল রিজার্ভ সৃষ্টির সেই অদ্ভুত ও আকর্ষণীয় ইতিহাসটি এখানে পুনরুল্লেখ করা যায়। দীর্ঘ ইতিহাস সংক্ষেপে বললে-১৯০৭ সালে যখন একটি বড় ধরনের ব্যাংকিং ধস মার্কিন আর্থিক ব্যবস্থাকে হুমকির মুখে ফেলেছিল, তখন তৎকালীন শীর্ষ অর্থায়নকারী জে পি মরগান নিজে এগিয়ে আসেন এবং তার ম্যাডিসন অ্যাভিনিউর ম্যানশনে সহকর্মীদের ডেকে এনে রুদ্ধদ্বার আলোচনায় বসেন।

অস্ট্রেলিয়ান ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির অর্থনীতির সাবেক অধ্যাপক অ্যান্ড্রু লেই তার “হাউ ইকোনমিকস এক্সপ্লেইনস দ্য ওয়ার্ল্ড’চ বইয়ে লিখেছেন, মরগান তখন সহকর্মীদের বলেছিলেন, “সমস্যা থামানোর জায়গা এটাই।চ মরগান সংকটে পড়া ব্যাংকগুলোর জন্য কোটি কোটি ডলার দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন এবং তার সহকর্মী ব্যাংকারদেরও একই কাজ করতে রাজি করান। এর ফলে আতঙ্ক কেটে যায় এবং ব্যবসা-বাণিজ্য আবার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে। কিন্তু শীর্ষ ব্যাংকাররা সেখানেই থেমে যাননি। ভবিষ্যতে এই ধরনের সংকট এড়ানোর উপায় তারা খুঁজতে থাকেন।

এর তিন বছর পর, যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর প্রতিনিধিরা আবারও এ উদ্যোগ নেন। কোনো কার্যকর স্থায়ী ব্যবস্থা গড়ে তোলা যায় কি না, তা নিয়ে আলোচনা ও বৈঠকের পরিকল্পনা করেন তারা। সেই উদ্দেশ্যে তারা জর্জিয়ার জেকিল আইল্যান্ডে ১০ দিনব্যাপী একটি অত্যন্ত গোপন বৈঠকের ডাক দেন।

তবে তারা এই বৈঠকটিকে সংবাদমাধ্যমের আড়ালে রাখতে চেয়েছিলেন। এজন্য তারা একটি পরিকল্পনা করেন। ব্যাংকাররা ভান করলেন যে, তারা সবাই মিলে একটি হাঁস শিকারে যাচ্ছেন। তারা একে একে ট্রেনে চড়লেন যাতে কাউকে একসঙ্গে দেখা না যায়। এমনকি সফরটিকে পুরোপুরি বাস্তবসম্মত রূপ দিতে একজন ব্যাংকার সঙ্গে করে একটি শটগানও নিয়েছিলেন।

সেই গোপন বৈঠক থেকেই তারা একটি প্রতিবেদন তৈরি করেন, যা আজকের মার্কিন ফেডারেল রিজার্ভের মূল কাঠামোর প্রস্তাব করেছিল। এর আওতায় মুদ্রা জারি করার ক্ষমতাসহ ১২টি আঞ্চলিক ব্যাংক প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়। পরবর্তীতে মার্কিন প্রতিনিধি পরিষদ বা কংগ্রেসে বেশ কিছু উত্তেজনাকর ও দীর্ঘ আলোচনার পর- ১৯১৩ *বাকি অংশ ৪২ পৃষ্ঠায়*

LAW OFFICES

Toll Free: 1-866-MOIN-LAW
Cell: 917-282-9256

(To schedule appointment only)

Moin & Michael

এক্সিডেন্ট কেইসেস-মেডিক্যাল ম্যালপ্রেক্টিস

বিনামূল্যে পরামর্শ

প্রয়োজনে এটর্নী বাসায় বা হাসপাতালে আসবেন

- গাড়ী এক্সিডেন্ট
- কনস্ট্রাকশন কাজে দূর্ঘটনা
- বিল্ডিং এ দূর্ঘটনা
- স্লিপ এন্ড ফল
- ট্রিপ এন্ড ফল
- হাসপাতালে ভুল চিকিৎসা
- বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম
- লেড পয়জনিং
- **IMMIGRATION**

(Consultation fee applies)

ক্লায়েন্টেদের জন্য আমরা মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার আদায় করে দিয়েছি

Attorney
Michigan Only.

Attorney
Michigan Only.

Attorney
New Jersey Only

Attorney, Buffalo
New York Only

Attorney
Connecticut Only

Attorney
Pennsylvania Only

WWW.MOINLAW.COM

Prior Result Does Not Guarantee future outcome of any cases
Moin Choudhury is admitted in the United States Supreme Court and Michigan State Supreme Court only.
Michael Taub is admitted in New York State Only.

শূন্যরেখায় আটকে থাকা মানুষঃ মানবিকতা বনাম রাষ্ট্রের নিরাপত্তা

শাহানা হুদা রঞ্জনা

শূন্যরেখায় আটকে থাকা এই মানুষগুলো রোদ, বৃষ্টি, গরমে খোলা আকাশের নিচে বেঁচে আছেন। এরমধ্যে আছে শিশু, নারী, পুরুষ, বয়স্ক মানুষ সবাই। একদিন এই মানুষগুলোর সব ছিল, আজ কিছুই নেই, এমনকি নিজ ভূমিতে ফেরার বা ফিরে যাওয়ার অধিকারও নেই। এদের পরিচয়, আহার, বাসস্থান, আশ্রয় এবং স্বপ্ন সব হারিয়ে গেছে দুই দেশের সীমান্ত রাজনীতির কাছে। তারা না পারছেন বাংলাদেশে প্রবেশ করতে, না ফিরতে পারছেন ভারতে। দুইদেশের সীমান্তরক্ষীদের টানাহেঁচড়া ও ধাক্কাধাক্কির কবলে পড়ে ক্ষুণ্ন হচ্ছে মানবতা ও মানুষের মৌলিক অধিকার।

কাঁটাতারের দুইপাশে যে অসহায় মানুষগুলো দাঁড়িয়ে আছেন, তাদের পরিচয় এখন আটকে আছে সীমান্ত সেনাদের হাতে। দুই দেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর মধ্যে এই মানুষগুলোর পরিচয় যাচাই ও গ্রহণ নিয়ে যে অচলাবস্থা তৈরি হয়েছে, তা কাটবে কবে বা কীভাবে তা কেউ বলতে পারছেন না।

এদিকে, বিভিন্ন সীমান্ত এলাকায় খোলা আকাশের নিচে বেশ কিছু মানুষ কয়েক দিন ধরে আটকে আছেন মানবেতর অবস্থায়। যেটুকু সময়ের জন্যই হোক না কেন, নারী ও শিশুসহ মানুষকে শূন্যরেখায় অনিশ্চিত অবস্থায় আটকে রাখা একটি গুরুতর মানবিক উদ্বেগের বিষয়। বুঝতে পারছি না বিশ্বের অন্যান্য দেশ কেন উদ্বেগ দেখাচ্ছে না বা সমঝোতার কথা বলছে না? রোহিঙ্গা ইস্যুতে আমরা দেখেছি বিশ্ব কীভাবে বাংলাদেশ সরকারের ওপর চাপ প্রয়োগ করেছিল এবং এখনো কোনো কোনো ক্ষেত্রে করছে।

শূন্যরেখায় অবস্থান করা মানুষগুলো যে কতটা কষ্টের মধ্যে আছেন, তা বোঝা যায় সুমি আক্তারের আকুতিতে। খোলা আকাশের নিচে অনিশ্চয়তার মধ্যে দিন কাটানো সুমি বলেন, "ভাই, আমগোর জীবন গেলে যাক, আমগোর বাচ্চা দুইডারে বাঁচাইন। এভাবে আর দুইডা দিন ফালায় রাখলে বাচ্চাগুলো মরে যাবে। তিন দিন হইল সীমান্তে বইসা আছি। কোনো দেশেই নিচ্ছে না। প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেওয়ারও উপায় নাই। চারদিকে দুই দেশের বাহিনী ও মানুষ ঘিরে আছে। না খাইতে পেরে বুকের দুধ শুকায় গেছে। বাচ্চাডা ঠিকমতো দুধ পায় না।চ (সূত্র: প্রথম আলো)।

কুড়িগ্রামের রৌমারী সীমান্তে পুশ ইনের চেষ্টার শিকার সুমি আক্তারের সাথে আছেন ছয় ব্যক্তি। তাদের মধ্যে দুই শিশুও আছে। এরকম বিভিন্ন সীমান্তে মানবেতরভাবে আটকে আছেন অনেক মানুষ। তাদের চারপাশে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) ও ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর (বিএসএফ) সদস্যরা সতর্ক অবস্থানে আছেন, শুধু নেই এই মানুষগুলোর কোনো আশ্রয়।

আটকে থাকা শিশুরা দেশ, রাজনীতি, সীমান্ত পিলার, কাঁটাতার, পতাকা বৈঠক কিছু বুঝে না। তারা বোঝে ক্ষুধা, পানি, ছায়া, মায়ের কোল ও ঘুমানোর জন্য ছোট একটা ঘর, একটা শয্যা। ওরা জানে না কেন এই কাদাপানির মধ্যে খোলা মাঠে ওরা আটকা পড়ে আছে দিনের পর দিন। কোথায় ওদের ঘর, কোনটা ওদের দেশ। এক দেশ ওদের ধাক্কা দিয়ে বের করে দিচ্ছে, আরেক দেশ তাদের ঢুকতে দিচ্ছে না।

শিশুর প্রতি এই অমানবিক আচরণের বিরুদ্ধে কেউ কথাও বলছে না। শিশুগুলোর ট্রমা নিয়েও কেউ ভাবছে। শিশু হলেও ওরা অনুভব করতে পারছে, ওদের কোনো নাম বা পরিচয় নেই, ওরা কারো নয়, কেউ ওদের নয়। এই শূন্যস্থানে ওদের পরিচয় ওরা উদ্বাস্তু।

যখনই দেখি কিছু মানুষ তাদের সামান্য কিছু পোঁটলাপুঁটলি ও ঘটিবাটি নিয়ে যাত্রা করেছেন অজানার উদ্দেশ্যে, তখনই মনে পড়ে অচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্ত এরউদ্বাস্তু কবিতাটির কথা। পুরোনো সবকিছু ফেলে ভূষণ পাল তার পরিবার নিয়ে পথে বেরিয়েছিলেন নিজের দেশে যাবেন বলে, কিন্তু তাদের কি সেখানে পৌঁছানো হয়েছিল? পেয়েছিলেন নতুন দেশে, নতুন সংসার? তাদের একটা পরিচয় হয়েছিল উদ্বাস্তু নামে। কবি লিখেছেন-

ওআমাদের নিজের দেশে, নতুন দেশে,
নতুন দেশের নতুন জিনিষ-মানুষ নয়, জিনিস-
সে জিনিসের নাম কী?
নতুন জিনিসের নতুন নাম-উদ্বাস্তু।
ওরা কারা চলেছে আমাদের আগে-আগে-ওরা কারা?
ওরাও উদ্বাস্তু২

বাকি অংশ ৪২ পৃষ্ঠায়

ডিগ্রি আছে, চাকরি নেইঃ বাংলাদেশে কেন বাড়ছে শিক্ষিত বেকার

কাজী সাঈদ মাহমুদ

বাংলাদেশে স্নাতক পাস করা বেকারের সংখ্যা প্রায় ৮ লাখ ৮৫ হাজার। ২০২৪ সালে লেবার ফোর্স সার্ভে প্রকাশিত প্রতিবেদনে এই সংখ্যার উল্লেখ রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সনদধারীদের মধ্যে বেকারত্বের হার ১৩ দশমিক ৫৪ শতাংশ, যেখানে কোনো পড়াশোনাই করেনি নেই এমন মানুষদের বেকারত্বের হার মাত্র ১ দশমিক ২৫ শতাংশ।

অর্থাৎ যত বেশি পড়াশোনা, বেকারত্বের হার তত বেশি। অন্তত ১৬ বছরের হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম আর লাখো টাকা খরচের পরেও যদি এমন পরিস্থিতি দাঁড়ায়, তাহলে কি পড়ালেখা না করলেই ভালো হয়?

বিষয়টা ঠিক তেমন হওয়ার তো কথা না! আমাদের নিশ্চয়ই কোথাও একটা ভুল হচ্ছে এবং সেটাই আমাদের বোঝা দরকার।

বাংলাদেশ একটা তরুণ দেশ। জনসংখ্যার বড় একটা অংশ এখন পড়াশোনা শেষ করে কাজে ঢুকতে চাইছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা বেড়েছে, ভর্তির সুযোগ বেড়েছে, স্নাতকের সংখ্যাও বাড়ছে প্রতি বছর। এটা ভালো খবর। কিন্তু তারপরও ২০২৪ ও ২০২৫ সালের শুরুটা চাকরিপ্রার্থীদের জন্য বিশেষভাবে হতাশাজনক ছিল। এমনকি ২০২৬ সালও। সরকারি ও বেসরকারি উভয়খাতেই চাকরির বিজ্ঞপ্তি উল্লেখযোগ্যভাবে কমে গেছে। বেসরকারিখাতে বিনিয়োগেও ধীরগতি।

এখন আমাদের আছে লাখো গ্র্যাজুয়েট, আর সংকুচিত চাকরির বাজার। মাঝখানে আটকে আছি আমরা।

যেসব কারণে পিছিয়ে পড়ছে যুবসমাজ

এই করুণ পরিস্থিতির জন্য যেসব বিষয়কে দায়ী করা যায় তার মধ্যে রয়েছে:

১. সনদ আছে, নেই দক্ষতা

বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থা মূলত সনদকে প্রাধান্য দেয়, দক্ষতাকে না। মুখস্থ করাকে গুরুত্ব দেয়, দক্ষতা তৈরিকে না। যার ফল বেশ অদ্ভুত।

নামকরা পাবলিক ও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় থেকে চমৎকার সিজিপিএ পাওয়া গ্র্যাজুয়েটরা নিয়োগ প্রক্রিয়ার প্রাথমিক বাছাই পরীক্ষা থেকেই ঝরে পড়ছে। একটু ভাবুন। ৪ বছর পড়াশোনা, দারুণ ফলাফল। তারপরও প্রথম রাউন্ড থেকেই বাদ। স্বপ্ন এখানেই চুরমার অনেকের।

২. বেড়েছে বিশ্ববিদ্যালয়, বাড়েনি মান

গত ১৫ বছরে দেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ৮২ থেকে বেড়ে ১৭৮ হয়েছে। কিন্তু এই সম্প্রসারণ বেশিরভাগ ক্ষেত্রে মানের বিনিময়ে হয়েছে। সংখ্যা দিয়ে সমস্যার সমাধান হয় না। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে সংখ্যা দিয়ে বরং সমস্যার সংখ্যা আরও বেড়েছে।

৩. বাজারে যা দরকার, তা পড়ানো হচ্ছে না

প্রতি বছর বিশ্ববিদ্যালয়গুলো প্রায় ১২ হাজার সিএসই গ্র্যাজুয়েট তৈরি করছে। অথচ বাজারে কাজ আছে মাত্র ৫ হাজার। এর ওপর নিয়োগকর্তারা বলছেন, আইটি বা সিএসই গ্র্যাজুয়েটদের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ কোডিং, গণিত ও ইংরেজিতে বেসিক দক্ষতা পরীক্ষাতেও উত্তীর্ণ হতে পারছেন না। ফলে যেসব বিষয়ে পড়ানো হচ্ছে, তার কর্মক্ষেত্র কম। আর যেসবে কর্মক্ষেত্র আছে, তা পড়ানোই হচ্ছে না।

৪. জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ফাঁদ

বিআইডিএস এর এক গবেষণা অনুযায়ী, জাতীয় বিশইবদ্যালয়ের অধিভুক্ত কলেজগুলো থেকে পাস করা ৬৬ শতাংশ গ্র্যাজুয়েট বেকার। বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি শিক্ষার্থী পড়ে এই প্রতিষ্ঠানগুলোতেই।

৫. সমাজের চাপ: 'ভালো চাকরি না হলে মানুষ কী বলবে?'

বাংলাদেশে শিক্ষা ক্রমশ বুদ্ধিবৃত্তিক বা পেশাদার বিকাশের উপায় হওয়ার বদলে সামাজিক মর্যাদার প্রতীক হয়ে উঠছে। পরিবারগুলো সন্তানদের ব্যাচেলর ও মাস্টার্স ডিগ্রির দিকে ঠেলে দিচ্ছে। এমনকি চাকরির বাজারে সেই ডিগ্রির কোনো প্রাসঙ্গিকতা না থাকলেও ডিগ্রি নিচ্ছে।

কর্মমুখী ভোকেশনাল শিক্ষাকে সমাজ এখনও 'নিচু মানের' বলে ধরে নেয়। ফলে একজন দক্ষ ইলেকট্রিশিয়ান হওয়ার চেয়ে একজন বেকার গ্র্যাজুয়েট হওয়া 'সম্মানজনক' মনে করে সমাজ।

যুবসমাজের ওপর প্রভাব

২০২৫ সালের ৬ এপ্রিল ইউএনবিতে প্রকাশিত এক

বাকি অংশ ৪২ পৃষ্ঠায়

মর্টগেজ
এর মাধ্যমে বাড়ি কিনুন

SMG FUNDING

স্বল্প আয়?
কোনো সমস্যা নেই

ডিরেক্ট লেন্ডার

কোনো আয় দেখানোর প্রয়োজন নেই,
ব্যাংক স্টেটমেন্টও লাগবে না

এক বছর ট্যাক্স ফাইল (৯০৯৯) এবং মাত্র ৫%
ডাউন পেমেন্ট দিয়ে বাড়ি কিনতে পারবেন

ট্যাক্সি ক্যাব ও ব্যবসার মালিকদের
জন্য রয়েছে বিশেষ প্রোগ্রাম

হোমকেয়ারে যারা কাজ করেন
তাদের জন্যও থাকছে বিশেষ সুবিধা

যাদের ওয়ার্ক পারমিট আছে,
তারাও বাড়ি কিনতে পারবেন

MEADOWBROOK
FINANCIAL MORTGAGE BANKERS CORP.

139-27 QUEENS BLVD, SUITE2,
JAMAICA, NY 11435

AKIB HUSSAIN
BRANCH MANAGER
(646) 920-4799

Empire Care Agency

LHCSA Licensed Home Health Care

PCA / HHA SERVICE

WHY CHOOSE US?
We Pay The Highest Rate
Our Experienced Nurse Will Advocate for your more Hours

হোম কেয়ার সেবা দিয়ে
অর্থ উপার্জন করুন

আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট দিয়ে থাকি

OUR SERVICES
- Skilled Nursing
- Home Health Aides
- Medicaiton Remindrs
- Meal Preparation
- Personal Care
- Light Housekeeping

$23 Per Hour Giver to PCA & HHA Care Giver

NURUL AZIM
CEO
516-451-3748

WE SPEAK BANGLA, HINDI, URDU, PUNJABI, SPANISH

119-40 Metropolitan Ave
Suite 101C, Kew Gardens
NY 11415

516-900-7860
Fax: 212-381-0649
Empirehcam@gmail.com

প্লাস্টিক, কাচ নাকি তামা, কোন বোতলে পানি খাওয়া ভালো

পরিচয় ডেস্ক: খাবার পানি রাখার জন্য আমরা প্লাস্টিক, কাচ বা তামার বোতল ব্যবহার করে থাকি। কোন ধরনের বোতল ব্যবহার করা সবচেয়ে উপযোগী এবং স্বাস্থ্যকর? প্লাস্টিক, কাচ ও তামা, এই তিনটি বোতলের প্রত্যেকটিরই নিজস্ব সুবিধা ও অসুবিধা রয়েছে।

প্লাস্টিকের বোতল : এটি হালকা, বহনযোগ্য ও কম দামি। বাজারে বিভিন্ন রং ও আকারের প্লাস্টিকের বোতল পাওয়া যায়।

টি ভাঙার আশঙ্কাও কম।

তবে, প্লাস্টিকের বোতল থেকে বিসফেনলের মতো ক্ষতিকর রাসায়নিক পানিতে মিশে যেতে পারে। ফলে হতে পারে বিষক্রিয়া। দীর্ঘ দিন এই বিষাক্ত পদার্থ শরীরে গেলে ক্ষতিকর প্রভাব পড়তে পারে।

প্লাস্টিকের বোতল শুধু শরীরের জন্যই নয় পরিবেশের জন্যও ক্ষতিকর।

কাচের বোতল : কাচের বোতলে কোনো রাসায়নিক বিক্রিয়া হয় না। তাই এটি নিরাপদ, পুনর্ব্যবহারযোগ্য ও পরিবেশবান্ধব।

কিন্তু সমস্যা হল, কাচের বোতল ভারী এবং বহন করা অসুবিধাজনক। এ ছাড়া একটু অসাবধান হলেই ভেঙে যেতে পারে। কাচের বোতল প্লাস্টিকের বোতলের তুলনায় দামি।

তামার বোতল : তামার অ্যান্টি-মাইক্রোবিয়াল গুণাবলী পানির জন্য ভালো। তামা শরীরের জন্য কিছু অপরিহার্য খনিজের যোগান দিতে পারে। তামার বোতলে পানি রাখলে সেই খনিজ পানিতে মিশে দেহে প্রবেশ করতে পারে। ফলে পানির গুণাবলী বৃদ্ধি পেতে পারে।

তবে, তামার বোতল এক দিকে দামি, অপর দিকে পানি ছাড়া অন্য কোনো অ্যাসিডিক পানীয় বোতলে রাখলে রাসায়নিক বিক্রিয়া হতে পারে। আবার, প্রয়োজনের অতিরিক্ত তামাজাত উপাদান শরীরে গেলে স্বাস্থ্যহানিও ঘটতে পারে। ব্যক্তিগত চাহিদা ও পছন্দের উপর নির্ভর করে কার জন্য কোন বোতল বেশি উপযোগী। তবে, পরিবেশবান্ধব বিকল্প চাইলে কাচের বোতল ব্যবহার করা ভাল। স্বাস্থ্য সচেতন হলে তামার বোতল ব্যবহার করা প্রয়োজন, কিন্তু তাতে পানি ছাড়া অন্য কোনো পানীয় না নেওয়া ভাল।

ছোট মাছ খেলে পাবেন যেসব উপকার

পরিচয় ডেস্ক: সুস্থ ও কর্মক্ষম থাকার প্রধান শর্ত হচ্ছে সুষম খাবার গ্রহণ। সুষম খাদ্যের উপাদানগুলো হলো আমিষ, শর্করা, স্নেহ, ভিটামিন, মিনারেল ও পানি। আমিষের একটি ভালো উৎস হলো মাছ। মাছের মধ্যে আবার ছোট মাছ অতুলনীয় পুষ্টি উপাদানে ভরপুর।

নদীমাতৃক বাংলাদেশে বর্ষায় গ্রামে-গঞ্জের পুকুর, মাঠ, খাল-বিল, হাওর ও নদ-নদীতে অনেক ছোট মাছ পাওয়া যায়। এসব ছোট মাছ আকারে ছোট হলেও পুষ্টিগুণ কম নয়। প্রতি ১০০ গ্রাম ছোট মাছে আমিষের পরিমাণ থাকে ১৪-১৯ ভাগ। মাছের আমিষ হলো উন্নত মানের আমিষ।

শিশু থেকে প্রবীণ সবাই নিশ্চিন্তে ছোট মাছ খেতে পারে।

দৃষ্টিশক্তি বাড়ানোসহ শরীরের বিভিন্ন উপকার করে এসব ছোট মাছ। তাহলে জেনে নিন ছোট মাচ খাওয়ার উপকারিতা।

ছোট মাছ চোখের দৃষ্টিশক্তি বাড়ায় : ছোট মাছ চোখের জন্য অত্যন্ত উপকারী। মলা, ঢেলা, চান্দা, পুঁটি, টেংরা, কাঁচকি, বাতাসি মাছে পর্যাপ্ত পরিমাণে ভিটামিন এ, ক্যালসিয়াম, জিংক, আয়রন, ফসফরাস, প্রোটিন, ভিটামিন ডি রয়েছে। যা চোখ ভালো রাখতে সাহায্য করে বলে জানান পুষ্টিবিদরা। এ ছাড়া ছোট মাছে মজুদ থাকা আমিষ চোখের নতুন কোষ তৈরিতে সাহায্য করে।

আমিষের ঘাটতি মিটাবে: ছোট মাছে পর্যাপ্ত পরিমাণে আমিষ রয়েছে। এই আমিষ খুব সহজেই শরীর গ্রহণ করে নেয়।

তাই দেহে আমিষের ঘাটতি মেটাতে চাইলে প্রতিদিন ছোট মাছ খেতে হবে।

কাঁচা আদা ও জলের ৮ উপকারিতা

পরিচয় ডেস্ক: রান্না ও ওষুধ হিসেবে আদার শক্তিশালী একটি স্বাস্থ্য উপকারিতা রয়েছে। যুগ যুগ ধরে এই মশলাটি স্বাস্থ্যকে ভালো রাখতে এবং নির্দিষ্ট কিছু রোগের চিকিৎসার জন্য মানুষের কাছে অধিক পরিচিত। এই আদা অনেকভাবেই খাওয়া যায়। এবারের প্রতিবেদনে কাঁচা আদা জলের উপকারিতা তুলে ধরা হলো।

কেন আদা-জল খাবেন : আদা ভিটামিন সি, ভিটামিন বি ৬, পটাসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, ম্যাঙ্গানিজ সহ প্রয়োজনীয় পুষ্টিতে সমৃদ্ধ। সেই সঙ্গে জিঞ্জেরল ও শোগাওলের মতো শক্তিশালী অ্যান্টিঅক্সিডেন্টও রয়েছে আদায়। এই পুষ্টি ও যৌগগুলো শরীরের জ্বালাপোড়া প্রতিরোধ, হজম ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে অবদান রাখে। এ ছাড়া এটি বমি বমি ভাব কমায়, ইমিউন ফাংশনকে সমর্থন করে এবং ডিটক্সিফিকেশনে সাহায্য করে।

প্রতিদিনের খাদ্যতালিকায় আদা অন্তর্ভুক্ত করার আরো কিছু কারণ রয়েছে।

হজমশক্তি বাড়ায় : কাঁচা আদার মধ্যে জিঞ্জেরল ও শোগাওলের মতো সক্রিয় যৌগ রয়েছে। এটি হজমকারী এনজাইমগুলোকে বৃদ্ধি করে। আর এই এনজাইমগুলো খাদ্যকে আরো ভাঙ্গতে সাহায্য করে।

এছাড়া পেট ফুলে যাওয়া, গ্যাস ও বদহজমের ঝুঁকিও কমায়। খাওয়ার পরে আদা জল পান করলে হজম আরো ভালো হয় এবং অস্বস্তি দূর হয়।

বমি বমি ভাব কমায় : বমি বমি ভাব কমাতে আদা ব্যাপকভাবে ব্যবহার হয়। কাঁচা আদার জলে থাকা যৌগগুলো পেটের আস্তরণকে ঠাণ্ডা করতে এবং বমি বমি ভাব বন্ধ করতে সাহায্য করে। বিশেষ করে পেট ফোলাভাব ও অস্বস্তির দূর করে।

প্রতিদিনের রুটিনে আদা জল যোগ করে এসব সমস্যা থেকে দ্রুত পরিত্রাণ পেতে পারেন।

পেটের জ্বালাপোড়া কমায়: পেটে জ্বালাপোড়ায় ভোগা রোগিদের জন্য কাঁচা আদার জল প্রশান্তির কারণ হতে পারে। আদা পাকস্থলীর অ্যাসিডের উৎপাদন কমাতে সাহায্য করে এবং নিম্ন খাদ্যনালীর স্ফিঙ্কটারের সঠিক কার্যকারিতা বৃদ্ধি করে। খাবারের পরে আদা জল খেলে বেশি উপকার পাওয়া যেতে পারে।

পরিপাক ক্ষমতা বাড়ায় : আদার থার্মোজেনিক বৈশিষ্ট্য পরিপাকে হার বাড়াতে সাহায্য করতে পারে। খাওয়ার পর কাঁচা আদার জল শরীরের ক্যালোরি বার্ন করার ক্ষমতা বাড়ায় এবং ওজন নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে। এ ছাড়া খাদ্যকে শক্তিতে রূপান্তর করতে সাহায্য করে।

খাওয়ার পরে হাঁটলে যত উপকার

খাওয়ার পরে অন্তত ১০ মিনিট হাঁটুন। খাবার প্লেটে যদি প্রচুর পরিমাণে কার্বোহাইড্রেট, ক্যালোরিযুক্ত খাবার রাখেন, তা হলে কিন্তু হাঁটার বিকল্প আর কিছুই হতে পারে না।

পরিচয় ডেস্ক: শরীরকে সুস্থ রাখতে প্রতিদিন হাঁটার অভ্যাস করা উচিত। হাঁটলে শরীরের প্রতিটি কোষে বিশুদ্ধ রক্ত ও অক্সিজেন পৌঁছে যায়। ফলে শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ে এবং সহজেই অসুখে পড়ার প্রবণতা কমে। সাধারণত হাঁটার কিছু নির্দিষ্ট সময় আছে, যা কেবল সেই সময়ে করলেই হতে পারবেন সুস্বাস্থ্যের অধিকারী।

চিকিৎসকদের মতে, খাওয়ার পরপরই ঘুমানো ঠিক নয়। দুপুর হোক কিংবা রাত, পেটভরে খেয়ে বেশ কিছুক্ষণ সচল থাকা জরুরি। তাই খাওয়ার পর অন্তত ১০ মিনিট হাঁটার পরামর্শ দিচ্ছেন তারা। হজমের সমস্যাও একেবারেই হয় না বললেই চলে। পেটভরে খাওয়ার পর ১০ মিনিট হাঁটার অভ্যাসে বদলে যেতে পারে জীবন।

ভারী খাবার খাওয়ার পরে শুয়ে পড়লে বদহজমের আশঙ্কা থাকে।

খাওয়ার পরে যদি হাঁটা যায়, তাহলে হজমশক্তি বাড়ে। সেই সঙ্গে বদহজম বা গ্যাস্ট্রিকের ঝুঁকিও কমে যায়।

খাওয়ার পর ঘুমিয়ে পড়লে মেদ জমা বেড়ে যাবে। এতে সমস্যা আরো বাড়বে। তাই খাওয়ার পরে অন্তত ১০ মিনিট হাঁটুন। খাবার প্লেটে যদি প্রচুর পরিমাণে কার্বোহাইড্রেট, ক্যালোরিযুক্ত খাবার রাখেন, তা হলে কিন্তু হাঁটার বিকল্প আর কিছুই হতে পারে না। পেটের মেদ কমবে এই একটি উপায়েই।

ডায়াবেটিকে রোগিদের খাওয়ার পর নিয়ম করে অন্তত ১০ মিনিট হাঁটা উচিত। কারণ খাওয়ার পর রক্তে শর্করার মাত্রা বেড়ে যায়। হাঁটলে তা অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে চলে আসে। খাওয়ার পর ১০ মিনিট হাঁটলে উচ্চ রক্তচাপের মাত্রাও কমে। রক্তচাপের সমস্যায় যারা ভুগছেন, খাওয়ার পর হাঁটাহাঁটি করলে সুস্থ থাকা সম্ভব। অনেক সময়ে নিয়ম করে হাঁটার অভ্যাসেও রক্তচাপের মাত্রা নিয়ন্ত্রণে চলে আসে।

কোলেস্টেরল কমাতে করতে পারেন যে পাঁচ ব্যায়াম

পরিচয় ডেস্ক: কোলেস্টেরলের হাত ধরেই মানবদেহে হানা দেয় হৃদ্রোগ। এ কোলেস্টেরলকে নিয়ন্ত্রণে রাখা বেশ কঠিন। শুধু খাওয়াদাওয়ায় নিয়ন্ত্রণ আনতে পারলেই এই রোগের হাত থেকে নিস্তার পাওয়া যায় না, মুঠো মুঠো ওষুধ খেয়ে শুধু চাপা রাখা যায় মাত্র। কোলেস্টেরল থেকে যত দূরে থাকা যায়, ততই ভাল।

এর হাত থেকে বাঁচতে হলে প্রাত্যহিক অভ্যাসেও আনতে হবে পরিবর্তন। নিয়ম মেনে শরীরচর্চা করতে পারলে সবচেয়ে ভাল। কী কী ব্যায়াম করলে কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব, জেনে নিন।

হাঁটাহাঁটি করা :জিমে আলসেমি লাগলে প্রতিদিন ২০ মিনিট হাঁটুন। গরমে বা বৃষ্টিতে বাইরে না গিয়ে বাড়ির ভিতরেই হাঁটুন। কর্মক্ষেত্রে গেলে সেখানেও হাঁটুন। কেনাকাটা করতে গেলে বসে না পড়ে হাঁটাহাঁটি করুন। ভোর বেলায় বাড়ির ছাদে হাঁটতে পারেন।

বাড়ির সামনের রাস্তায়ও হাঁটতে পারেন। এতেও আপনার উপকার হবে।

দৌঁড়ানোর অভ্যাস : চিকিৎসকদের মতে, প্রতিদিন নিয়ম মেনে হাঁটার মতো দৌঁড়ানোও একটি উপকারী ব্যায়াম। তাহলে পুরো শরীরের ব্যায়াম হয়ে যায়। শুরুতেই গতি বাড়িয়ে না দৌঁড়ে ধীরে ধীরে শুরু করুন।

তারপর আস্তে আস্তে গতি বাড়ান। দৌঁড়ানোর সময় শ্বাস নেওয়া ও ছাড়ার বিষয়টিও খুব জরুরি। পা ফেলার সঙ্গে তাল মিলিয়ে শ্বাস নিন এবং শ্বাস ছাড়ুন।

সাইকেল চালানো : সাইকেল চালানো খুব ভাল ব্যায়াম। সাইকেল চালালে শুধু শরীর নয়, মনও ভাল থাকে। এত পুরো শরীরের ব্যায়াম হয়। নিয়মিত সাইকেল চালালে রক্তে খারাপ কোলেস্টেরলের মাত্রা নিয়ন্ত্রণে থাকে। ফলে হৃদ্রোগের আশঙ্কাও কমে যায়। রক্ত সঞ্চালনও ভাল হয়। যদি মানসিক সমস্যা থাকে, অতিরিক্ত উদ্বেগ-উৎকণ্ঠায় ভুগেন তবে চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে সাইকেল চালানো শুরু করুন। অল্প দিনেই উপকার মিলবে।

যোগাসন : নিয়ম করে যোগাসন করলে শুধু কোলেস্টেরল নয়, অন্যান্য রোগ থেকেও রেহাই পাবেন। কোলেস্টেরল কমানোর ব্যায়াম হল সর্বাঙ্গাসন। চিত হয়ে শুয়ে দুই পা একসাথ করে উপরে তুলুন। এ বার দুই হাতের তালুতে কোমরের ভার দিয়ে পিঠ এমন ভাবে ঠেলে তুলুন, যেন ঘাড় থেকে পা পর্যন্ত সোজা থাকে। থুতনিটি বুকের সঙ্গে লেগে থাকবে। দৃষ্টি থাকবে পায়ের আঙুলের দিকে। শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক রাখতে হবে। ৩০ সেকেন্ড এ ভাবে থেকে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিন। তিন বার অভ্যাস করুন এই ব্যায়াম।

সাঁতার কাটা : সাঁতারে শরীরের একাধিক পেশি একসঙ্গে কাজ করে। যে কোনও ব্যথা, যন্ত্রণায় আরাম দিতে পারে সাঁতার। রক্ত সঞ্চালনও ভাল হয়। খারাপ কোলেস্টেরলের মাত্রা কমে যায়। সূত্র : আনন্দবাজার

কাঁচা আমে যত গুণ

পরিচয় ডেস্ক:কাঁচা আম গ্রীষ্মকালীন ফলগুলোর মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় ফল। কাঁচা আমের ভর্তা, কাঁচা আমের আচার, আমপান্না, কাঁচা আমের শরবত, আমসত্ত্ব কিংবা কাসুন্দি দিয়ে কাঁচা আম মাখা খায়নি এমন মানুষ খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। অনেক গরমে হিমশীতল এক গ্লাস কাঁচা আমের জুস বা শরবত এনে দেবে প্রশান্তি। কাঁচা আমের স্বাস্থ্য উপকারিতা কিন্তু অনেক।

গ্যাস্ট্রো ইনটেস্টাইনাল ট্র্যাক্টকে বিভিন্ন পাচক রস বা খাদ্য হজমকারী এনজাইম নিঃসরণ করতে উদ্দীপ্ত করে কাঁচা আম।

কাঁচা আম বা কাঁচা আমের রস অ্যাসিডিটি, বদহজম, কোষ্ঠকাঠিন্য ও মর্নিং সিকনেসসহ হজমের সমস্যা কমায়, মুখে রুচি বাড়ায়।

এতে বিদ্যমান ইলেকট্রোলাইটগুলো শরীরে ইলেকট্রোলাইট ভারসাম্য করে, বিশেষ করে ম্যাগনেসিয়াম ও পটাসিয়াম।

কাঁচা আমের শরবত শরীরকে ডিহাইড্রেশন থেকে রক্ষা করে ও হিট স্ট্রোকের প্রবণতা থেকে বাঁচায়।

কাঁচা আমের অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট 'ম্যাঙ্গিফেরিন' রক্তের ট্রাইগ্লিসারাইড, কোলেস্টেরল ও ফ্যাটি এসিডের মাত্রার ভারসাম্য বজায় রেখে হৃদরোগের ঝুঁকি কমায়। এতে বিদ্যমান ম্যাগনেসিয়াম ও পটাসিয়াম হার্টের সুস্থতা বাড়ায়।

কাঁচা আমে থাকা লুটেইন ও জিয়াজেনথিন অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট দৃষ্টিশক্তি বাড়ায় ও চোখের সুস্থতা বজায় রাখে।

কাঁচা আমের পলিফেনল নামক অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট শরীরের নানা ইনফেকশন রোধ করে ও ক্যান্সারের ঝুঁকি কমায়।

ফলটিতে বিদ্যমান অগণিত প্রয়োজনীয় ভিটামিন, যেমনড় ভিটামিন সি, কে, এ, বি৬ ও ফলেট শরীরে নানা ক্ষেত্রে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়।

পুরান ঢাকার মুঠি কাবাব

পরিচয় ডেস্ক: পুরান ঢাকার আদলে মাংসের স্বাদ নিতে বানাতে পারেন মুঠি কাবাব
উপকরণ : গরুর মাংস বাটা অথবা কিমা (৪০০ গ্রাম), আধা কাপ ধনেপাতা কুচি, আধা কাপ পুদিনাপাতা, ৭-৮টি কাঁচা মরিচ কুচি, ১ কাপ পেঁয়াজ কুচি, দেড় টেবিল চামচ আদা বাটা, ১ টেবিল চামচ রসুন বাটা, ১ চা চামচ লাল মরিচ গুঁড়া, দেড় চা চামচ ভাজা জিরা গুঁড়া, ১ চা চামচ ধনে গুঁড়া, ১ টেবিল চামচ সয়া সস, ২ টেবিল চামচ ওয়েস্টার সস, ১ টেবিল চামচ টমেটো কেচাপ, ১ টেবিল চামচ কাবাব মসলা, ২ টেবিল চামচ টক দই, ১টি ডিম, স্বাদমতো লবণ, ৩-৪ টেবিল চামচ তেল, বারবি কিউ সস পছন্দ মতো ও এক টুকরা লেবুর রস।
যেভাবে তৈরি করবেন : ১. গরুর মাংস ব্লেন্ড করে তেল বাদে সব উপকরণ মাংসের সঙ্গে মিশিয়ে একটু গোল লম্বাটে মুঠি করে নিন। ২. প্যানে তেল অথবা বাটার দিয়ে হালকা আঁচে ভাজুন যেন মাংসটা সিদ্ধ হয়ে যায়। ৩. হালকা ভাজা আর একটু কাবাব পোড়া পোড়া হয়ে এলেনামিয়ে বারবি কিউ সস মেখে পরিবেশন করুন।

কাবুলি পোলাউ

পরিচয় ডেস্ক: মজাদার আফগানি খাবার কাবুলি পোলাউ যা সহজেই বানাতে পারেন বাড়ীতে।
উপকরণ : বাসমতী চাল তিন কাপ, গরুর মাংস এক কেজি, তেল এক কাপ, পেঁয়াজ কুচি দুই কাপ, আদা বাটা ও রসুন বাটা আধা টেবিল চামচ করে, লবণ স্বাদমতো, জিরা দেড় টেবিল চামচ, ছোট এলাচ দশটি, বড় এলাচ দুটি, সাদা গোলমরিচ দেড় টেবিল চামচ, ঘি সিকি কাপ, গাজর দুটি, কিশমিশ আধা কাপ, চিনি আধা টেবিল চামচ।
যেভাবে তৈরি করবেন: ১. চুলায় প্যান বসিয়ে তেল গরম করে পেঁয়াজ ভেজে মাংস ভুনে বাটা মসলা ও লবণ দিয়ে কষিয়ে নিন। ২. জিরা, এলাচ, সাদা গোলমরিচ না ভেজে পাটায় পিষে এক ভাগ মাংসে দিয়ে চুলার আঁচ কমিয়ে দিন। মাংস সিদ্ধ হতে পাঁচ কাপ গরম পানি দিয়ে দুই থেকে আড়াই ঘণ্টা রান্না করুন। মাঝে মাঝে নেড়ে দিন। রান্না হলে মাংস থেকে ঝোল আলাদা করে নিন। ৩. আরেকটি পাত্রে ঘি গরম করে গাজর কুচি, কিশমশ, চিনি ভেজে নিন। ৪. পোলাউয়ের চাল ধুয়ে ত্রিশ মিনিট ভিজিয়ে রেখে পানি ঝরিয়ে নিন। চুলায় হাঁড়ি বসিয়ে মাংসের ঝোল ও চার কাপ পানি ফুটিয়ে পোলাউ চাল, লবণ, চিনি, ঘি ও হাতে তৈরি মসলা দিন। ৫. চাল সিদ্ধ হয়ে এলে চুলার আঁচ কমিয়ে মাংস, গাজর, কিশমিশ ছড়িয়ে দমে রেখে দিন চল্লিশ মিনিট। ৬. পাত্রে তলায় তাওয়া বিছিয়ে দিতে পারেন। এতে নিচের চাল পাতিলে লেগে পুড়বে না। এরপর ঢাকনা খুলে পাশ থেকে হালকা করে নেড়ে পরিবেশন করুন।

জ্যাকসন হাইটসে বাঙালি খাবারের সেরা রেঁস্তোরা

সীমিত আসন, টেকআউট, ক্যাটারিং এবং ডেলিভারীর জন্য খোলা

ইত্যাদি
ittadi
ITTADI GARDEN & GRILL
73-07 37th Road Street, Jackson Heights
NY 11372, Tel: 718-429-5555

শিক কাবাব

পরিচয় ডেস্ক: আরো একটি সুস্বাদু খাবার আফগানি কায়দায় শিক কাবাব, যা সহজেই বনাতে পারেন বাড়ীতে।

উপকরণ : গরুর মাংসের কিমা এক কেজি, পেঁয়াজ মিহি কুচি এক কাপ, আদা বাটা এক চা চামচ, রসুন বাটা এক চা চামচ, লাল মরিচ গুঁড়া এক টেবিল চামচ, মাখন ছয় টেবিল চামচ, গরম মসলা গুঁড়া এক চা চামচ, টক দই চার টেবিল চামচ, লেবুর রস তিন টেবিল চামচ, ভাজা বেসন চার টেবিল চামচ, পেঁয়াজ বেরেস্তা দেড় কাপ, লবণ স্বাদমতো।

যেভাবে তৈরি করবেন : ১. গরুর মাংসের কিমা, পেঁয়াজ কুচি, আদা বাটা, রসুন বাটা, লাল মরিচ গুঁড়া, মাখন, গরম মসলা গুঁড়া, টক দই, লেবুর রস, ভাজা বেসন, পেঁয়াজ বেরেস্তা, লবণ দিয়ে ভালো করে মেখে ঢাকনা দিয়ে দু-তিন ঘণ্টা ফ্রিজে রেখে দিন। ২. এরপর শক্ত কাঠি বা লোহার শিকের ভেতর শিক কাবাবের মতো গোল গোল করে গেঁথে দিন। ৩. চুলায় কড়াই বসিয়ে দুই টেবিল চামচ তেল ঢেলে কাবাবগুলো ভেজে নিন। এভাবে উল্টেপাল্টে তেল ব্রাশ করে ভেজে পরিবেশন করুন।

আদানা কাবাব

পরিচয় ডেস্ক: আরো একটি সুস্বাদু জনপ্রিয় খাবার টার্কিশ আদানা কাবাব, যা সহজেই বনাতে পারেন বাড়ীতে।

উপকরণ: গরুর মাংস কিমা আধা কেজি, পেঁয়াজ কুচি এক কাপ, হলুদ, সবুজ ক্যাপসিকাম পরিমাণমতো, কাঁচা মরিচ চারটি, রসুন কুচি সামান্য, ধনেপাতা কুচি দুই টেবিল চামচ, গোলমরিচ গুঁড়া ও চিলি ফ্লেক্স এক টেবিল চামচ করে, লবণ ও তেল পরিমাণমতো।

যেভাবে তৈরি করবেন: ১. পেঁয়াজ ও ক্যাপসিকাম কুচি থেকে রস বের করে নিন। রসুন কুচি, কাঁচা মরিচ কুচি, ধনেপাতা কুচি ও মাংসের কিমা মেখে চপ করে গোলমরিচ গুঁড়া, চিলি ফ্লেক্স ও লবণ দিয়ে আবারও চপ করে ভালোমতো মিশিয়ে নিন। ২. চারটি করে স্টিক একত্র করে ফয়েল পেপার দিয়ে পেঁচিয়ে আদানা কাবাব ভাজার স্টিক তৈরি করে নিন। একে একে অল্প করে কিমা নিয়ে এর ভেতর স্টিক ঢুকিয়ে চ্যাপ্টা করে লাগিয়ে নিন। ৩. কড়াইয়ে তেল ব্রাশ করে তিনটি করে কাবাব ভেজে নিন। দু-তিন মিনিট পর উল্টে দিন ও তেল ব্রাশ করুন। ৪. এভাবে সব পাশ ভাজা হয়ে গেলে অন্য একটি পাত্রে কাবাবগুলো রেখে একটি ছোট স্টিলের বাটিতে দুই টুকরা কয়লা ও ঘি দিয়ে পুরো পাত্রটি ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিন। এরপর ঢাকনা খুলে পরিবেশন করুন।

ঘরোয়া স্পেশাল কাচ্চি বিরিয়ানি

সুস্বাদু খাবারের ঘরোয়া আয়োজন

Jamaica:
168-41 Hillside Avenue
Jamaica, NY 11432
Tel: 718-262-9100
718-657-1000

GHOROA RESTAURANT
the taste of home

www.ghoroa.com ghoroafoodsinc@gmail.com

Brooklyn:
478 McDonald Ave,
Brooklyn, NY 11218
Tel:718-438-6001
718-438-6002

KHAN'S TUTORIAL

Bengali New Year Sale Extended!

Save Up To $200 OFF
Our Signature Programs

Every program. One offer. Limited time.

Grades 3-6

Summer Enrichment Camp

ELA & Math
May to November 2026

50% OFF
5 Months + 1 Month FREE

Grade 7

SHSAT Prep

Stuyvesant | Bronx Science
Brooklyn Tech

$300 OFF
Khan's Signature SHSAT Prep

Grades 8-10

Regents Prep

Earth Science | Chemistry | Physics
Algebra I | Geometry | Algebra II

20% OFF
+ FREE Regents Classes

All HS Students

SAT Prep

Saturday 10 AM to 2 PM
Now to June 27

$200 OFF
Khan's Signature SAT Prep

Visit Any Khan's Location Near You

Jackson Heights
37th Ave & 74th St

Jamaica
Wexford Terr & 177th St

Brooklyn
Church Ave & Dahill Rd

Bronx
Castle Hill & Starling Ave

Astoria
Crescent St & 30th Ave

Ozone Park
101 Ave & 86th St

Bellerose-LI
Hillside Ave & 258th St

Hillside-Parsons
161 St & Hillside Ave

Digital - Online
Available Everywhere

Call (718) 938-9451 or Visit KhansTutorial.com

রূপসী চাঁদপুর ফাউন্ডেশন নিউইয়র্ক ইন্‌ক

Ruposhi Chandpur Foundation New York Inc

বার্ষিক ANNUAL PICNIC 2026
বনভোজন ২০২৬

Place:
Hecksher State Park
Field #2, Taylor Pavilion
1 Hecksher State Parkway, East Islip, NY 11730

5 JULY, SUNDAY

বাস ছাড়ার স্থান ও সময়

জ্যাকসন হাইটস: সকাল ৮:৩০টা
ব্রডওয়ে এবং ৭৩ স্ট্রিট (স্টারলিং ব্যাংকের সামনে)
1164 Cromwell Ave, Bronx, NY 10452
1866 Westchester Ave, Bronx, NY 10472

বাসে যাওয়ার জন্য যোগাযোগ ঃ
মোঃ আবু ছাদেক ৬৪৬-৬৪২-৮২৪৭
মোঃ কবির ৯১৪-৮৮২-১২৯০
আবু বকর সিদ্দিক মিসরী ৬৩১-৫৪৫-০২৪৯

Grand Sponsors:
THE BARI GROUP
37-16 73rd Street, Suite 401
Jackson Heights, NY 11372
718-898-7100

প্রধান অতিথি:
আখতার হোসেন বাদল
বিশিস্ট ব্যবসায়ী ও রাজনীতিবিদ

উদ্বোধক : ডা. এনামুল হক
ট্রাষ্ট্রি বোর্ড মেম্বার, বাংলাদেশ সোসাইটি

বিশেষ অতিথি:
আতাউর রহমান সেলিম
সভাপতি, বাংলাদেশ সোসাইটি

সম্মানিত সুধী,
আসছে ৫ই জুলাই, রবিবার রূপসী চাঁদপুর ফাউন্ডেশন নিউইয়র্ক ইন্‌ক এর বার্ষিক বনভোজন লং আইল্যান্ডের হেকশেয়ার ষ্টেট পার্কের মনোরম পরিবেশে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। উক্ত বনভোজনে স্বপরিবারে আপনার উপস্থিতি একান্তভাবে কাম্য।

সার্বিক তত্ত্বাবধানে

সিনিয়র সহ-সভাপতি	সহ-সভাপতি	সহ-সভাপতি	সহ-সভাপতি	সহ-সভাপতি	সহ-সভাপতি	সহ-সভাপতি
মোঃ আক্তার হামিদ	মোঃ কবির	মোবারক হোসাইন	মোঃ রেজাউর রহমান রাজু	মিঞা ওবায়দুর রহমান	মোঃ মিজানুর রহমান	মোকসেদুর রহমান সেলিম
৯১৭-৪৫৯-৮৩৭৯	৯১৪-৮৮২-১২৯০	৯২৯-৫০৭-৭৯৩১	৮৬০-৬০৫-৪৯৬০	৯১৭-৪৭০-৮৮৪০	৬৪৬-২১০-০৪৯১	৯২৯-৪২৭-৩৩৭৭

আহ্বায়ক
মু ফখরুল ইসলাম মাছুম
৬৪৬-৪৩৬-৬৮৩০

সদস্য সচিব
ফরহাদ প্রধান
৯২৯-৩২৮-৬৪৯৮

যুগ্ম আহ্বায়ক	যুগ্ম আহ্বায়ক	যুগ্ম আহ্বায়ক	যুগ্ম সদস্য সচিব	যুগ্ম সদস্য সচিব	যুগ্ম সদস্য সচিব
সাফায়েত হোসেন রুমান	ডা: মুহাম্মদ মনিরুল ইসলাম	রাজন হাসান	আবু বকর সিদ্দিক মিসরী	মোহাম্মদ জহিরুল ইসলাম	মোঃ জাকির হুসাইন
৩৪৭-৭৫১-৭১৭৭	৯২৯-৪৪৯-২০০৬	৯১৭-৪৯৭-৪৯৯৬	৬৩১-৫৪৫-০২৪৯	৬৪৬-৭০৪-৮০৩৮	৯১৭-৯৭১-৭১৩৪

প্রধান পৃষ্ঠপোষক
বীর মুক্তিযোদ্ধা আলহাজ্ব ফিরোজুল ইসলাম পাটওয়ারী
৯১৭-৫৬৬-৬১১৪

প্রধান সমন্বয়কারী
আমিন খান জাকির
৬৪৬-৬৪১-৮৭৯০

সার্বিক সহযোগিতায়
মোঃ আবু ছাদেক ৬৪৬-৬৪২-৮২৪৭ | ফারহানা আক্তার শিমু ৩৪৭-৭৬১-৪১০৮

সমন্বয়কারী
নূরে আলম মনির ৬৪৬-৫৭৫-৪০৯৭ | আনোয়ার হোসেন মিয়াজী ৩৪৭-৭৮১-১০২১ | মাসুদ আলম ২০১-৯১৬-২৯৭৬

সম্মানিত সদস্য

মাহমুদা আহমেদ ৩৪৭-২৫৭-৬৬৭২, ফারুক আহমেদ ৩৪৭-২৫৭-৬৬৭২, ফাতেমা আক্তার ৩৪৭-৪৯৩-২০১৬, খোরশেদ আলম ৯২৯-৪০১-৭৮৭৪ মোঃ বেলায়েত হোসেন সোহাগ ৬৪৬-৫১৬-৮৩২৪, ফজল এলাহী রুম্মান ৯১৭-৬০৩-৫৮৩১ আক্তার হোসেন নাসিম ৯২৯-৬১৫-২১০৩ মাহমুদুল হাসান ৩৪৭-৭৯১-৭১৮৪, এমদাদুল হক ৩৪৭-৭০৭-৬৪৯২, শাহানারা কবির ৬৪৬-৭৮৬-৯২৬১, মোঃ এম হাসান ৯১৭-৩৩০-৮৩৯২, হাসানুজ্জামান ৬৪৬-৭০৫-৯২৮৪, কাউসার আলম ৩৪৭-৭০৭-৩০৪২, কাওসার পাটোয়ারী ৯২৯-৯৭৯-৩৭৭১, হুমায়ুন কবির ৬৪৬-৮৯৪-৯২৩৯, সাহাবুদ্দিন সাহিন ৯২৯-৬১৩-৬১২৮, আব্দুল মমিন৩৪৭-৯৩৫-২৪৩৯, শাহ আলম ৩৪৭-৬৯৪-৯৩১২, মনসুর আলম ইমন ৯২৯-৭১২-২২৩৯, মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর তরফদার ৩৪৭-৫৬৭-৮৬০২, মোঃ শাহিন আহমেদ ঢালী ৩৪৭-৮৩৭-৫৩৬৭, এস এম সিকান্দার খান ৯২৯-৩৯৮-০৯১২, মোঃ বিলাল হোসেন ৬৪৬-৬৪১-৬৭৬৭, মোঃ ফয়েজ আমিন তালুকদার ৩৪৭-৭৬১-৪৫৯৬, অ্যাডভোকেট হাফিজুর রহমান ৯২৯-৭১০-২৫৭৫, মমিন উল্যাহ পাটওয়ারী ৩৪৭-৪৭৬-৮১৮৩, মোঃ আবদুল কাদের ৩৪৭-৬০৮-১৪২৯, শাহ জালাল ৩৪৭-৬৪৭-৮০৬১

সভাপতি
মোঃ মাহাবুবুর রহমান
৩৪৭-৩৮৪-০৭৩৬

আকর্ষণীয় র‍্যাফেল ড্র

সাধারণ সম্পাদক
হাসান মাহমুদ সোহেল
৯১৭-৪৯৭-১০২৪

প্রচার সম্পাদক কর্তৃক প্রচারিত নূর হোসাইন ৩৪৭-৬৫৬-৩৯৩৩

যুদ্ধের ধাক্কায় উধাও ১১৫ কোটি ব্যারেল তেল, হরমুজ খুললে

৫ পৃষ্ঠার পর

শুরুর পর গত সাড়ে তিন মাস মধ্যপ্রাচ্য থেকে বিশ্ববাজারে তেল সরবরাহ পুরোপুরি বন্ধ ছিল। এই যুদ্ধকালীন সময়ে বাজার থেকে সব মিলিয়ে ১১৫ কোটি ব্যারেল তেলের সরবরাহ পুরোপুরি উধাও হয়ে গেছে। আর এই ঘাটতি কাটাতে গিয়ে ইতোমধ্যে বৈশ্বিক মজুত প্রায় ১৯ কোটি ব্যারেল কমে গেছে।

তবে ইতিবাচক খবর হলো, বুধবার যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যে সমঝোতার পর বিশ্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সমুদ্রপথ হরমুজ প্রণালি খুলে দেওয়া হয়েছে। এর জেরে ইতোমধ্যে বিশ্ববাজারে জ্বালানি তেলের দাম কমতে শুরু করেছে।

প্রশ্ন হলো-হরমুজ খুললেই কি বাজারে তেলের বন্যা বয়ে যাবে কিংবা বিশ্বের সব দেশের তেলের মজুত আবার আগের মতো পূর্ণ হয়ে যাবে? আর গত সাড়ে তিন মাসে বাজার থেকে উধাও হয়ে যাওয়া ১১৫ কোটি ব্যারেল তেলের ঘাটতির কী হবে?

আজ শুক্রবার সংবাদমাধ্যম সিএনএনের বিশ্লেষণধর্মী প্রতিবেদনে বলা হয়, হরমুজ প্রণালি খুলে দিলেই রাতারাতি বিশ্বের এই বিপুল পরিমাণ তেলের ঘাটতি মিটবে না। হরমুজ খুলে দেওয়া মানে বিশ্ববাজারে তেল সরবরাহ স্বাভাবিক করার দীর্ঘ প্রক্রিয়ার প্রথম ধাপ মাত্র।

দাম বাড়ার আশঙ্কা যেসব কারণে

বিশ্বের অন্যতম শীর্ষ বিনিয়োগকারী ব্যাংক 'আরবিসি ক্যাপিটাল মার্কেটসের' জ্বালানি বিশ্লেষক হেলিমা ক্রুফট সিএনএনকে বলেন, 'সবাই ধরে নিয়েছে সংকট শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরতে এখনো বড় ধরনের লজিস্টিক চ্যালেঞ্জ রয়েছে।'

বিশ্লেষকদের মতে, হরমুজ খুলে গেলেই সঙ্গে সঙ্গে বাজারে তেল পৌঁছে যাবে না। মাইন অপসারণ, ট্যাঙ্কার ফিরিয়ে আনা, উৎপাদন পুনরায় চালু করা এবং সরবরাহ শৃঙ্খল স্বাভাবিক করতে কয়েক মাস সময় লাগতে পারে।

এই পুরো প্রক্রিয়া শেষ হতে কয়েক মাস সময় লাগতে পারে বলে জানিয়েছেন তারা। আর এই সময়টা বিশ্ববাজারকে বিদ্যমান মজুতের ওপরই নির্ভর করতে হবে।

এ কারণেই অনেক বাজার বিশ্লেষক মনে করছেন, তেলের দাম এখন প্রয়োজনের চেয়ে বেশি কমে গেছে। তেলের ট্যাঙ্কারগুলো আবার নতুন তেলে ভরে ওঠার আগেই বাজার শূন্য হয়ে যাওয়ার যে ঝুঁকি রয়েছে, তা অনেক ব্যবসায়ী গুরুত্বের সঙ্গে নিচ্ছেন না।

হেলিমা ক্রুফট বলেন, 'প্রণালি খোলার প্রাথমিক আনন্দ কাটলেই তেলের বাজারের মূল বাস্তবতা সামনে আসবে এবং তেলের দাম আবার বাড়তে বাধ্য হবে।'

এ বিষয়ে জ্বালানি খাতের আরেক গবেষণা সংস্থা কেপলারের ম্যাট স্মিথ সিএনএনকে বলেন, 'আগামী সপ্তাহগুলোতে হরমুজ প্রণালিতে যা-ই ঘটুক না কেন, যুক্তরাষ্ট্রের সাধারণ মানুষকে এবার গ্রীষ্মে বেশি দামেই তেল কিনতে হবে।'

আন্তর্জাতিক জ্বালানি সংস্থার পূর্বাভাস অনুযায়ী, বিশ্ববাজার যদি ক্রেতাদের চাহিদার চেয়েও দৈনিক ৫০ লাখ ব্যারেল বেশি তেল উৎপাদন শুরু করে, তাও এই হারিয়ে যাওয়া ১১৫ কোটি ব্যারেল তেলের ঘাটতি পূরণ করতে প্রায় এক বছর সময় লেগে যাবে।

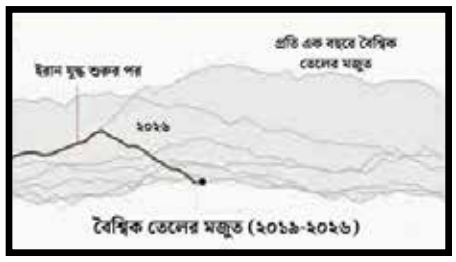

গত বুধবার ফ্রান্সে জি-৭ শীর্ষ সম্মেলনে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পও সতর্কবার্তা দিয়েছেন।

তিনি বলেছেন, 'আপনারা কি চরম বিপর্যয় দেখতে চান? আমাদের জরুরি তেলের মজুত আর মাত্র চার সপ্তাহের মতো আছে।'

ট্রাম্পের এই মন্তব্যকে পুরোপুরি উড়িয়ে দিচ্ছেন না অনেক বিশ্লেষক।

তাদের মতে, হরমুজ খুললেও খুব শিগগির তেলের মজুত পূর্ণ হচ্ছে না। তাই দাম সাময়িকভাবে কমলেও তা আবার লাফিয়ে বাড়তে পারে।

সংকটের মূল জায়গা

বিশ্লেষকদের মতে, ইরান যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে বিশ্ববাজারে প্রয়োজনের চেয়ে অনেক বেশি তেল মজুত ছিল। এই বাড়তি মজুতই মূলত যুদ্ধকালীন ধাক্কা থেকে পৃথিবীকে বাঁচিয়েছে। কিন্তু চার মাসে এই বাড়তি তেল শেষ হয়ে এখন বড় ধরনের সংকট তৈরি করেছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়, বিগত কয়েক মাসে বিশ্বের তেলের মজুত প্রায় ১৯ কোটি ব্যারেল কমে গেছে।

যুক্তরাষ্ট্রের ওকলাহোমার কুশিংয়ে অবস্থিত প্রধান তেল সরবরাহকারী হাবটির মজুত এখন ঝুঁকিপূর্ণ সীমার নিচে। বিষয়টি হলো-কফি যখন ফ্লাস্কের একদম নিচের দিকে নেমে যায়, তখন শেষ বিন্দুটি কাপে নেওয়ার জন্য ফ্লাস্কটিকে কাত করতে হয়। কুশিংয়ের তেল মজুতের অবস্থাও এখন অনেকটা তেমন।

কেন কমতে পারে তেলের দাম

বাজারে তেলের দাম বাড়ার পেছনে যেমন অনেক যুক্তি আছে, তেমনি দাম কমার পক্ষেও অনেক বিশ্লেষক যুক্তি দিয়েছেন।

প্রতিবেদনে বলা হয়, অনেক ব্যবসায়ী মনে করছেন সংকটে থাকা অনেক ওপেক দেশ উৎপাদন ও বিক্রি বাড়ানোর জন্য মুখিয়ে আছে। এ কারণে তেলের দামের নিম্নমুখী প্রবণতা ঠেকানো কঠিন হবে।

ম্যাককুয়ারি গ্রুপের জ্বালানি বিশ্লেষক বিকাশ দ্বিবেদী বলেন, 'যুদ্ধ চলার সময় তেলের মজুতের বাড়তি অংশটাই ব্যবহার করেছি আমরা। এখন মজুত গত বছরের চেয়ে কমলেও, খুব বেশি নিচে নামিনি আমরা।'

উদাহরণস্বরূপ তিনি যুক্তরাষ্ট্রের ডিজেল ও পেট্রোলের মজুত তুলে ধরে বলেন, '২০০৩ সালের পর এখন যুক্তরাষ্ট্রে ডিজেলের মজুত সর্বনিম্ন হলেও তা গত ৫ বছরের গড়ের চেয়ে মাত্র ১২ দশমিক ৪ শতাংশ কম। আর পেট্রোলের মজুত গত বছরের এই সময়ের চেয়ে মাত্র ৫ শতাংশ কম।

হরমুজ প্রণালি বন্ধ রাখলে 'ইরানকে ধ্বংস'

৫ পৃষ্ঠার পর

করতে পারে। ফক্স নিউজের সাংবাদিক ট্রে ইংস্টের উদ্ধৃতি অনুযায়ী, ট্রাম্প বলেন, "তোমরা যদি এটি বন্ধ করো, তাহলে তোমাদের আর কোনো দেশ থাকবে না।" তিনি আরও বলেন, "প্রয়োজন হলে আমরা হরমুজ প্রণালির নিয়ন্ত্রণ নিতে পারি। তারা যদি কোনো সমঝোতায় না আসে, তাহলে আমরা টোল আদায় করব।"

প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের এ মন্তব্য এমন সময় এলো, যখন ইসরায়েল ও হিজবুল্লাহর মধ্যে লেবাননের দক্ষিণাঞ্চলে সংঘাত বৃদ্ধি পাওয়ায় যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যে পূর্বে হওয়া সমঝোতা কার্যত ভেঙে পড়ার মুখে রয়েছে বলে বিভিন্ন প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে।

প্রতিবেদন অনুযায়ী, সংঘাতের প্রেক্ষাপটে ইরান হরমুজ প্রণালিতে নতুন টোল ব্যবস্থা কার্যকর করার পরিকল্পনার কথা জানিয়েছে। এর আগে বিভিন্ন খবরে বলা হয়েছিল, প্রণালি অতিক্রমকারী তেলবাহী ট্যাংকারগুলোর কাছ থেকে সর্বোচ্চ ২০ লাখ ডলার পর্যন্ত ফি আদায়ের বিষয় বিবেচনা করছে তেহরান।

তবে সাম্প্রতিক অস্থায়ী শান্তিপূর্ণ পরিস্থিতির কারণে শনিবার ৬৭টি এবং শুক্রবার ৫৫টি জাহাজ প্রণালিটি অতিক্রম করেছে বলে জানিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের জ্বালানি সচিব ক্রিস রাইট। ফক্স নিউজকে তিনি বলেন, "তেল ও তেলজাত পণ্যের পরিবহন সংঘাত শুরুর আগের পর্যায়ের কাছাকাছি অবস্থায় রয়েছে।"

বিশ্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ জ্বালানি পরিবহনপথ হরমুজ প্রণালি দিয়ে সংঘাতের আগে প্রতিদিন প্রায় ২ কোটি ব্যারেল তেল পরিবহন হতো। প্রতিদিন ১৩০টিরও বেশি জাহাজ এ সংকীর্ণ জলপথ ব্যবহার করত।

এদিকে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ট্রুথ সোশ্যালে দেওয়া এক পোস্টে ট্রাম্প ইরানকে লেবাননে তাদের মিত্র গোষ্ঠীগুলোর কার্যক্রম বন্ধ করার আহ্বান জানান।

তিনি লেখেন, "ইরানকে অবিলম্বে লেবাননে তাদের অর্থায়ন করা প্রক্সিগুলোকে সমস্যা সৃষ্টি করা থেকে বিরত রাখতে হবে। তা না হলে আমরা আবারও ইরানের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নেব, আগেরবারের চেয়েও বেশি কঠোরভাবে।"

হরমুজ প্রণালিকে কেন্দ্র করে চলমান উত্তেজনা বিশ্ব জ্বালানি বাজার ও আন্তর্জাতিক নৌপরিবহনের ওপর নতুন করে প্রভাব ফেলতে পারে বলে বিশ্লেষকদের আশঙ্কা।

ইরানের তেলের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা

৫ পৃষ্ঠার পর

দেওয়া পোস্টে আরও লিখেছেন, পাকিস্তানি ও কাতারি মধ্যস্থতাকারীদের দৌত্যে লেবানন যুদ্ধ অবসানের ক্ষেত্রে বড় অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে।

আরাগচি বলেছেন, তাদের সামনে প্রথম প্রকৃত পরীক্ষা হতে যাচ্ছে লেবানন-ডি-কনফ্লিকশন সেল। মধ্যস্থতাকারী কাতার ও পাকিস্তান বলেছে, যুক্তরাষ্ট্র ও ইরান এই সেল গঠনে একমত হয়েছে। লেবাননে সামরিক অভিযানের অবসান ঘটাতে এটি বড় ভূমিকা রাখবে।

প্রথম দফার বৈঠকে আশাব্যঞ্জক অগ্রগতি হয়েছে: কাতার ও পাকিস্তান

মধ্যস্থতাকারী পাকিস্তান ও কাতার এক যৌথ বিবৃতিতে বলেছে, সদ্য সমাপ্ত আলোচনাটি ও ইতিবাচক ও গঠনমূলক পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে আশাব্যঞ্জক অগ্রগতিও হয়েছে।

বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে, মধ্যস্থতার ওপর রাজনৈতিক নজরদারি অটুট রাখতে একটি উচ্চ পর্যায়ের কমিটি (গঠনে রাজি হয়েছে ওয়াশিংটন ও তেহরান।

প্রধান আলোচকরা নিয়মিত এই কমিটিকে রিপোর্ট করবেন। পারমাণবিক ইস্যু, নিষেধাজ্ঞা ও সমঝোতা স্মারকের কার্যকর বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে একটি মনিটরিং ও বিরোধ নিষ্পত্তি গ্রুপ গঠন করা হবে।

বিবৃতি অনুযায়ী, আগামী ৬০ দিনের মধ্যে চূড়ান্ত চুক্তিতে পৌঁছানোর রূপরেখায় একমত হয়েছে এই কমিটি। সেই লক্ষ্যে এ সপ্তাহের বাকি দিনগুলোতে সুইজারল্যান্ডে সমস্ত অমীমাংসিত ইস্যুতে কারিগরি আলোচনা চলবে।

বিবৃতিতে জানানো হয়, লেবাননে সামরিক অভিযান বন্ধ করতে কাতার ও পাকিস্তানের সহায়তায় লেবাননকে যুক্ত করে একটি ডি-কনফ্লিকশন সেল গঠনে সম্মত হয়েছে যুক্তরাষ্ট্র ও ইরান।

অ্যাক্সিওসের প্রতিবেদন অনুসারে, রোববার গভীর রাত পর্যন্ত প্রায় বিরতিহীন বৈঠক হয়েছে। ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্সের নেতৃত্বে মার্কিন প্রতিনিধি দলে আছেন হোয়াইট হাউসের বিশেষ দূত স্টিভ উইটকফ ও জ্যারেড কুশনার। *বাকি অংশ ৫৮ পৃষ্ঠায়*

বঙ্গোপসাগরে জ্বালানি আছে নিশ্চিত'

৫ পৃষ্ঠার পর

সরকার নীতিগতভাবে সিদ্ধান্ত নিয়েছে, অফশোরগুলোতে কূপ অনুসন্ধান, খনিজ সম্পদ চিহ্নিতকরণ, এবং পরবর্তীতে উত্তোলন।'

বিশ্ব হাইড্রোগ্রাফি দিবস ২০২৬ উদযাপন উপলক্ষে সোমবার (২২ জুন) রাজধানী ঢাকায় আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা জানান।

নৌ পরিবহনমন্ত্রী বলেন, 'আমাদের সমুদ্রে জ্বালানি পাওয়ার সম্ভাবনা নিশ্চিত। আমি সম্ভাবনা আছে বলছি না-নিশ্চিত, কিন্তু আমরা সেটার সৎ ব্যবহার করতে পারিনি। বিগত সরকারের সময় আমরা দেখেছি, আন্তর্জাতিক আদালতে আমরা বিস্তীর্ণ সমুদ্রাঞ্চল পেলাম এবং সেটা আমাদের প্রতিযোগী রাষ্ট্র মেনে নিলো। ভারত, বার্মা সেখানে অনুসন্ধান করেছে। প্রাকৃতিক সম্পদ পেয়েছে, উত্তোলনও করেছে। কিন্তু আমাদের সরকারের সিদ্ধান্তের কারণে আমাদের যে সম্ভাবনা আছে, তা প্রতিষ্ঠিত হয়নি। সেই সুফল আমরা পাইনি।'

তিনি বলেন, 'আমাদের বাণিজ্যের প্রায় ৯২ শতাংশ চট্টগ্রাম বন্দর কেন্দ্রিক। নেভিগেশন, নিরাপদ জাহাজ চলাচলের ক্ষেত্রে যদিও আন্তর্জাতিক বিশ্বের চেয়ে আমরা পিছিয়ে আছি, স্বীকার করতে অসুবিধা নেই। কিন্তু আমরা করছি, আমাদের সামর্থ্য মতো করছি এবং সেটাকে আরও বিস্তৃত করতে চাই।'

নৌ পরিবহনমন্ত্রী বলেন, 'আমাদের একটা প্রাকৃতিক নিয়ামত আছে, আশীর্বাদ-প্রায় ১৬ হাজার কিলোমিটার অভ্যন্তরীণ নৌপথ। আমরা যদি একে সচল রাখতে পারি, উপযুক্তভাবে ব্যবহার করতে পারি, মনোরম, নিরাপদ ও সাশ্রয়ী করতে পারি এবং সে ক্ষেত্রেও হাইড্রোগ্রাফি আমার বিশ্বাস একটা জোরালো ভূমিকা রাখছে এবং আরও রাখার প্রয়োজন রয়েছে।'

'বিশ্ব হাইড্রোগ্রাফি দিবস আমাদের এই শিক্ষা দিক যে, আমাদের সম্ভাবনাগুলো আমরা চিহ্নিত করতে জানবো এবং সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করতে পারবো। সেটি যদি হয়, তাহলে এই দিবস আয়োজন হবে সার্থক,' যোগ করেন তিনি।

গ্রেটার খুলনা সোসাইটি অব ইউএসএ ইন্‌ক
GREATER KHULNA SOCIETY OF USA INC.

WE ARE MADE IN KHULNA

বার্ষিক

বনভোজন ও আনন্দমেলা ২০২৬

Annual picnic & get together

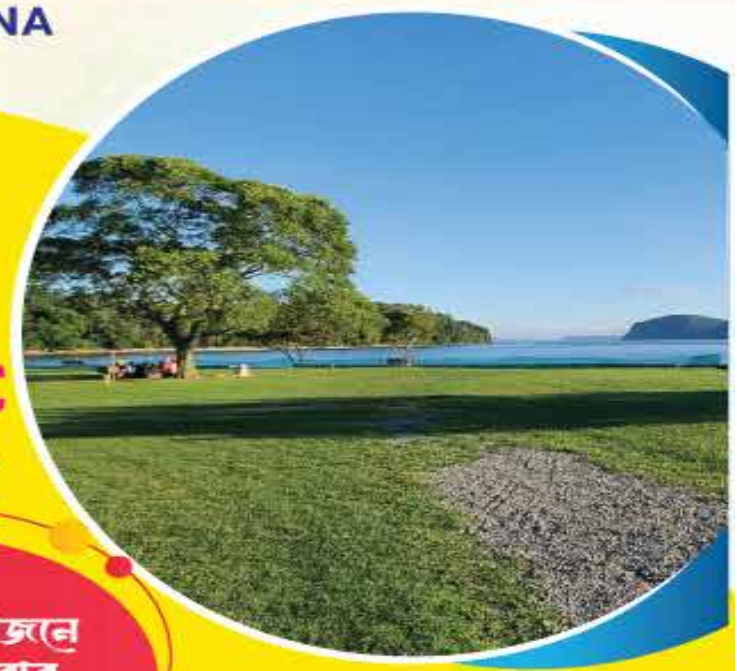

তারিখ

৪ঠা জুলাই ২০২৬ শনিবার

সকাল ৯টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা

দিনভর এই আয়োজনে থাকবে বাহারী খাবার, খেলাধুলা, গান বাজনা আরও অনেক বিনোদন।

Place

CROTON POINT PARK

Pavilion: A

1 A Croton Point Ave

Croton-On-Hudson, NY 10520

র‍্যাফেল ড্রতে থাকবে

নিউইয়র্ক-ঢাকা-নিউইয়র্ক বিমান রিটার্ন টিকিট সহ ২০টির ও বেশী আকর্ষনীয় পুরস্কার

চাঁদার হার

সদস্য পরিবার	১৫০ ডলার (৪ জন)
অতিথি পরিবার	১২০ ডলার (৪ জন)
অতিরিক্ত প্রতিজন	২৫ ডলার
স্বামী/স্ত্রী	৭৫ ডলার
একক	৫০ ডলার

সংগীত পরিবেশনায় থাকবেন

প্রবাসের জনপ্রিয় শিল্পী বাপ্পি, মিতা সহ স্থানীয় শিল্পীবৃন্দ।

সুধী,

গ্রেটার খুলনা সোসাইটির বার্ষিক বনভোজন ও খুলনাবাসীর আনন্দমেলায় আপনি/আপনারা সাদরে আমন্ত্রিত।

আমন্ত্রণে

ইসমত জাহান পলি
আহবায়ক
৩৪৭-৩৭৯-৫৬১৫

শেখ আল আমিন
প্রধান সমন্বয়কারী
৩৪৭-৮৪০-৪০২৯

এম.এ মুরাদ হোসেইন
সদস্য সচিব
৯২৯-৭১৯-২৭৯৫

মোঃ শাহীনুর হোসেন
সদস্য-৬৪৬-২৫৮-৭৬৮৩

ইসমত জাহান পপি
সদস্য-৩৪৭-৪৫৬-৩২৭১

ঈদ-ই-আমিন
সদস্য-৩৪৭-৪৮৪-১৩৮৭

সামছুদ্দিন নান্টু
সদস্য-৩৪৭-৮৪০-৩৯১৮

সার্বিক তত্ত্বাবধানে

ডাঃ খন্দকার মাসুদুর রহমান
প্রধান উপদেষ্টা, 516-304-0008

উপদেষ্টা

- মোঃ শাহ নেওয়াজ
- পারভিন সুলতানা রত্না
- সৈয়দ এনায়েত আলী
- হোসনে বানু
- মুরারী মোহন দাস
- শেখ নওশাদ আক্তার

সার্বিক সহযোগিতায় ঃ শেখ ফারুকুল ইসলাম, শেখ হাসান আলী, শেখ কামাল হোসেন, শেখ আনোয়ার হোসেন, শেখ সবুর, মো: আনারুল হক, মাহবুবুর রহমান, জাবেদ ইকবাল, আরিফ শাহরিয়ার, মো: উজ্জ্বল হোসেন।

শুভেচ্ছান্তে-

ওয়াহিদ কাজী এলিন
সভাপতি- ৭১৮-৮৬৪-৭৬৪৭

হাওলাদার শাহিনুল ইসলাম
সাধারণ সম্পাদক- ৬৪৬-৯৪৪-৬২০২

৯২ শতাংশ ইসরায়েলির মতে ‘যুদ্ধে বিজয়ী হয়েছে ইরান’

৫ পৃষ্ঠার পর

যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যে স্বাক্ষরিত চুক্তির প্রতিও বিরূপ মনোভাব দেখা গেছে। জরিপে অংশ নেওয়া ৬৩ দশমিক ২ শতাংশ ব্যক্তি চুক্তির বিরোধিতা করেছেন, যেখানে মাত্র ১২ দশমিক ১ শতাংশ এর পক্ষে মত দিয়েছেন। ইসরায়েলের যুদ্ধ পরিচালনা এবং এর ফলাফল সম্পর্কেও নেতিবাচক মূল্যায়ন উঠে এসেছে। জরিপে ৮৬ শতাংশ উত্তরদাতা বলেছেন, তারা যুদ্ধের ফলাফলকে নেতিবাচকভাবে দেখছেন। এ ছাড়া, ৮৭ দশমিক ৮ শতাংশের মতে, ইসরায়েল যুদ্ধের ঘোষিত লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ হয়েছে অথ বা আংশিকভাবে সফল হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহুর দাবির প্রতিও জনগণের আস্থা কম। জরিপে ৭২ দশমিক ৫ শতাংশ অংশগ্রহণকারী বলেছেন, ইসরায়েল বড় ধরনের সাফল্য অর্জন করেছে এবং অস্তিত্বগত হুমকি দূর করেছে-নেতানিয়াহুর এমন বক্তব্য তারা বিশ্বাস করেন না।

নেতানিয়াহুর নেতৃত্বে পরিচালিত সামরিক অভিযানের মূল্যায়নে ৫৬ দশমিক ৪ শতাংশ উত্তরদাতা বলেছেন, তার যুদ্ধ পরিচালনা দুর্বল ছিল বা ব্যর্থ হয়েছে।

তবে ইসরায়েলের নিরাপত্তা নীতি নিয়ে কঠোর অবস্থানের সমর্থন এখনও উল্লেখযোগ্য। জরিপে ৪৮ দশমিক ২ শতাংশ উত্তরদাতা বলেছেন, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে উত্তেজনার ঝুঁকি থাকলেও লেবাননের সশস্ত্র গোষ্ঠী হিজবুল্লাহর বিরুদ্ধে বড় ধরনের সামরিক অভিযান পুনরায় শুরু করা উচিত।

১৭ থেকে ২০ জুন পর্যন্ত পরিচালিত এই জরিপে ১৭ বছর বা তার বেশি বয়সী ৩ হাজার ৬৪৪ জন ইসরায়েলি অংশ নেন। গবেষকরা জানান, জনসংখ্যার প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতে নমুনা নির্বাচন করা হয়েছিল এবং ৯৯ শতাংশ নির্ভরযোগ্যতার ক্ষেত্রে জরিপটির সম্ভাব্য ত্রুটির হার ২ দশমিক ২ শতাংশ।

শেষ হলো যুক্তরাষ্ট্র-ইরান আলোচনা

৫ পৃষ্ঠার পর

সময়জুড়ে কারিগরি পর্যায়ের আলোচনা চলবে। একই সঙ্গে লেবাননের সংঘাত মোকাবিলায় একটি ডি-কনফ্লিকশন সেল বা সংঘাত নিরসন সমন্বয়ক ইউনিট গঠনে সম্মত হয়েছে ইরান ও যুক্তরাষ্ট্র। খবর এপি।

মধ্যস্থতাকারী পাকিস্তান ও কাতার এক যৌথ বিবৃতিতে জানিয়েছে, এ সেলে লেবানন সরকারও থাকবে- এর মাধ্যমে ‘লেবাননে সামরিক অভিযান বন্ধের শর্তগুলো মেনে চলা নিশ্চিত হবে’। তবে এটি ইরান-সমর্থিত সশস্ত্র গোষ্ঠী হিজবুল্লাহ ও ইসরায়েলের মধ্যে চলমান লড়াই থামাতে যথেষ্ট হবে কিনা, তা এখনো স্পষ্ট নয়। লেবাননের কিছু এলাকা দখল করে রাখা ইসরায়েল বলছে, উত্তর ইসরায়েলে হামলা করা যোদ্ধাদের বিরুদ্ধে আঘাত হানার স্বাধীনতা তাদের থাকতে হবে।

গত শনিবার যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে হওয়া অন্তর্বর্তী চুক্তিতে ইরান দ্রুত দুটি বড় ধাক্কা দেয়। লেবাননে ইসরায়েলের হামলা অব্যাহত থাকায় ক্ষুব্ধ তেহরান ঘোষণা করে, তারা হরমুজ প্রণালি বন্ধ করে দিয়েছে। একই সঙ্গে জানায়, তাদের প্রতিনিধিরা সুইজারল্যান্ডে আলোচনায় গেলেও সেখান থেকে বড় কোনো অগ্রগতি হওয়ার সম্ভাবনা কম।

অবশ্য আলোচনা বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্র তাৎক্ষণিক কোনো মন্তব্য না করলেও মধ্যস্থতাকারীদের ভূমিকার প্রশংসা করেছে ইরান।

এ আলোচনা ৬০ দিনের একটি কূটনৈতিক প্রক্রিয়ার সূচনা, যার লক্ষ্য ইরান যুদ্ধের স্থায়ী অবসান ঘটানো। কিন্তু লেবাননের সংঘাত এখনো প্রধান অচলাবস্থার একটি কারণ হিসেবে রয়ে গেছে।

ইরান জোর দিয়ে বলেছে, তারা আরো হরমুজ প্রণালি বন্ধ করে দিয়েছে। তবে যুক্তরাষ্ট্র দাবি করেছে, সেখানে জাহাজ চলাচল স্বাভাবিক রয়েছে।

ট্রাম্পের হুমকিতে উত্তেজনা

উত্তেজনাপূর্ণ পরিবেশে গতকাল সুইজারল্যান্ডে আলোচনা শুরু হয়। এদিন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনালড্ ট্রাম্প ইরানের বিরুদ্ধে নতুন হামলার হুমকি দেন এবং দেশটির প্রেসিডেন্টকে বক্তব্য দেয়ার ক্ষেত্রে সতর্ক থাকতে বলেন। এতে তেহরান ক্ষুব্ধ হয়।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ট্রাম্প লিখেছেন, ‘ইরানকে অবশ্যই লেবাননে তাদের মোটা অঙ্কের অর্থপ্রাপ্ত প্রক্সি বাহিনীকে অবিলম্বে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি বন্ধ করতে বাধ্য করতে হবে। যদি তা না করে, তাহলে আমরা আবারো ইরানকে খুব কঠোরভাবে আঘাত করব-গত সপ্তাহের চেয়েও বেশি কঠোরভাবে।’

এসব মন্তব্য মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্স এবং মধ্যস্থতাকারী পাকিস্তান ও কাতারের জন্য ইরানকে আলোচনায় ধরে রাখা আরো কঠিন করে তোলে।

ট্রাম্পের মন্তব্যের জবাবে ইরানের প্রধান আলোচক মোহাম্মদ বাঘের কালিবফ এক্সে লিখেন, ‘বক্তব্য দেয়ার ক্ষেত্রে তাদের আরো সতর্ক হওয়া উচিত। আমাদের সশস্ত্র বাহিনী ভিন্ন ধরনের জবাব দেয়ার জন্য প্রস্তুত। তারা কথা বলতে পারে, কিন্তু কাজ করি আমরা।’

তবে পরে ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্বাস আরাঘচি এক্সে লিখেন, ‘পাকিস্তান ও কাতারের অক্লান্ত মধ্যস্থতায় লেবানন যুদ্ধের অবসানের পথে বড় অগ্রগতি হয়েছে।’

তিনি বলেন, আলোচনার প্রথম ‘বাস্তব পরীক্ষা’ হবে ডি-কনফ্লিকশন সেল লেবাননের সংঘাত থামাতে পারে কিনা।

চুক্তি চূড়ান্ত হওয়ার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু হয়ে উঠেছে লেবাননে ইসরায়েলি হামলা। ছবি: রয়টার্স

৮০ মিনিটের বৈঠক

ইরানের রাষ্ট্রী সংবাদমাধ্যমের তথ্যানুযায়ী, ভ্যান্স, যুক্তরাষ্ট্রের বিশেষ দূত স্টিভ উইটকফ ও ট্রাম্পের জামাতা জ্যারেড কুশনার প্রায় ৮০ মিনিট ধরে কালিবফ ও আরাঘচির সঙ্গে বৈঠক করেন।

বৈঠকের পর পাকিস্তান ও কাতার জানায়, সপ্তাহের বাকি সময় সুইজারল্যান্ডে কারিগরি পর্যায়ের আলোচনা চলবে। এসব আলোচনার লক্ষ্য হলো এমন অগ্রগতি অর্জন করা, যা পরে উচ্চপর্যায়ের কর্মকর্তাদের ফিরে এসে আনুষ্ঠানিক চুক্তি স্বাক্ষরের পথ তৈরি করবে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক আলোচনায় অংশ নেয়া এক জ্যেষ্ঠ মার্কিন কূটনীতিক জানান, আলোচনায় হরমুজ প্রণালি নিয়ে ইরানের সাম্প্রতিক বক্তব্যের ব্যাখ্যা চাওয়া হয়েছে। পাশাপাশি প্রণালিটি খোলা রাখা, দক্ষিণ লেবাননে যুদ্ধবিরতি কার্যকর রাখা এবং পারমাণবিক ইস্যু নিয়েও ‘গভীর’ আলোচনা হয়েছে।

লেবানন ইস্যুতে অগ্রাধিকার ইরানের

আলোচকরা এখন ৬০ দিনের এক দৌড়ে নেমেছেন, যেখানে এমন প্রযুক্তিগত ও রাজনৈতিক বিষয়গুলোর সমাধান খোঁজা হচ্ছে, যেগুলোর প্রভাব বিশ্ব অর্থনীতি ও বৈশ্বিক নিরাপত্তার ওপর ব্যাপক।

আলোচনার শুরুতে ভ্যান্স বলেন, ‘এখন প্রশ্ন হলো আমরা একসঙ্গে আরো কত কিছু অর্জন করতে পারি? আমরা কি নতুন অধ্যায়ের সূচনা করতে পারি?’ তিনি আরো জানতে চান, এ আলোচনা মধ্যপ্রাচ্যের সম্পর্ককে স্থায়ীভাবে বদলে দিতে পারে কিনা।

তবে আলোচনার শুরুতে উপস্থিত পশ্চিমা সাংবাদিকদের সামনে ইরানি প্রতিনিধিদল কোনো বক্তব্য দেয়নি।

যুক্তরাষ্ট্র চায়, ইরান তার পারমাণবিক কর্মসূচি নিয়ে আলোচনায় আবদ্ধ থাকুক। ওয়াশিংটনের আশঙ্কা, এ কর্মসূচি সামরিক কাজে ব্যবহৃত হতে পারে। যদিও তেহরান সেই অভিযোগ অস্বীকার করে।

একই সঙ্গে ভ্যান্স চান, ইরান হরমুজ প্রণালি খোলা রাখার প্রতিশ্রুতি দিক। শনিবার মধ্যস্থতায় হওয়া নতুন যুদ্ধবিরতি লেবাননে কার্যকর রয়েছে বলেই মনে হচ্ছে। ইসরায়েলি সেনাবাহিনী জানিয়েছে, সোমবার সকাল থেকে লেবানন সীমান্তসংলগ্ন এলাকার বাসিন্দাদের চলাচলের ওপর আরোপিত বিধিনিষেধ তুলে নেয়া হবে, যা পরিস্থিতি শান্ত হওয়ার আরেকটি ইঙ্গিত।

তবে যুক্তরাষ্ট্র-ইরান চুক্তিতে ইসরায়েল বা হিজবুল্লাহ-কোনো পক্ষই স্বাক্ষরকারী নয়। ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু ঘোষণা দিয়েছেন, ইসরায়েলের প্রতি সব ধরনের হুমকি দূর না হওয়া পর্যন্ত তার বাহিনী দক্ষিণ লেবাননে থাকবে। অন্যদিকে হিজবুল্লাহ বলেছে, ইসরায়েল প্রত্যাহারের প্রতিশ্রুতি না দিলে তারা হামলা বন্ধ করবে না।

পারমাণবিক কর্মসূচি নিয়ে বাকযুদ্ধ

ট্রাম্প ও ইরানের প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ান স্বাক্ষরিত চুক্তির ফলে তেহরান তাৎক্ষণিকভাবে স্বাধীনভাবে জ্বালানি তেল বিক্রি করতে পারবে এবং বর্তমানে জব্দ থাকা কয়েকশ কোটি ডলারের সম্পদ ব্যবহারের পথ খুলে যাবে।

ইরানের আলোচক দলের এক সদস্য রাষ্ট্রীয় টেলিভিশনকে জানিয়েছেন, ‘জ্বালানি তেল ও পেট্রলিয়ামজাত পণ্যের জন্য অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা শিথিল করার’ বিষয়ে খসড়া চূড়ান্ত করা হয়েছে।

চুক্তিতে বলা হয়েছে, ইরানকে তার উচ্চমাত্রায় সমৃদ্ধ ইউরেনিয়ামের ঘনত্ব কমাতে হবে। ধারণা করা হয়, এসব মজুদ সেই পারমাণবিক স্থাপনাগুলোর নিচে সংরক্ষিত ছিল, যেগুলো এক বছর আগে যুক্তরাষ্ট্রের হামলার লক্ষ্যবস্তু হয়েছিল।

তবে মাসুদ পেজেশকিয়ান রোববার ঘোষণা দেন, ‘ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধ করার অধিকার থেকে আমরা কখনো সরে আসব না এবং অপর পক্ষও তা মেনে নিতে বাধ্য।’

এরপর ফক্স নিউজকে দেয়া এক টেলিফোন সাক্ষাৎকারে ট্রাম্প ইরানের প্রেসিডেন্টকে বক্তব্য দেয়ার ক্ষেত্রে সতর্ক থাকতে বলেন এবং ইরানের নিয়ন্ত্রণ নেয়ার হুমকিও দেন বলে ফক্সের এক সংবাদদাতা জানান।

চুক্তি ঘিরে বিতর্ক

এই চুক্তি নিয়ে ট্রাম্প ও ভ্যান্স নিজেদের দল রিপাবলিকান পার্টির একটি অংশের তীব্র সমালোচনার মুখে পড়েছেন। দলটির কট্টরপন্থীরা চুক্তিটিকে বারাক ওবামার আমলের পারমাণবিক চুক্তির সঙ্গে তুলনা করে সমালোচনা করছেন। তাদের দাবি, সেই চুক্তি ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচি বন্ধ করতে ব্যর্থ হয়েছিল।

তোমাদের বন্ধু বলতে শুধু আমরাই

৬ পৃষ্ঠার পর

সঙ্গে হওয়া মার্কিন সমঝোতা স্মারক (এমওইউ)-এর ছাড়গুলোর প্রতি তীব্র ক্ষুব্ধ ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহুসহ অনেকেই। গত বৃহস্পতিবার এক সংবাদ ব্রিফিংয়ে ভ্যান্স অভিযোগ করেন, লেবাননে বেসামরিক নাগরিকদের ওপর বোমা হামলা চালিয়ে ইসরায়েল মূলত শান্তি আলোচনা বাধাগ্রস্ত করছে।

ভ্যান্স সাংবাদিকদের বলেন,‘[নেতানিয়াহুর] মন্ত্রিসভার কিছু মানুষকে আপনারা দেখেছেন যারা এই চুক্তির সমালোচনা করেছেন এবং কিছু ক্ষেত্রে মার্কিন প্রেসিডেন্টকে অত্যন্ত ব্যক্তিগতভাবে আক্রমণ করেছেন। তিনি আরও বলেন, ডোনাল্ড ট্রাম্প‘এই মুহূর্তে পুরো বিশ্বে একমাত্র রাষ্ট্রপ্রধান যিনি ইসরায়েল রাষ্ট্রের প্রতি সহানুভূতিশীল।’ ইসরায়েলি সরকারকে সতর্ক করে ভ্যান্স বলেন,‘আমি যদি ইসরায়েল সরকারের মন্ত্রিসভায় থাকতাম, তবে পুরো বিশ্বে আমার একমাত্র শক্তিশালী মিত্রকে আক্রমণ করতাম না।’

গাজা ও লেবাননে ইসরায়েলি সামরিক অভিযানে বেসামরিক মানুষের প্রাণহানি ও চরম দুর্ভোগের তীব্র সমালোচনা করেছে ব্রিটেন, ফ্রান্স ও কানাডাসহ ইসরায়েলের অনেক পশ্চিমা মিত্র। মার্কিন জনগণের মধ্যেও ইসরায়েলের ভাবমূর্তি নাটকীয়ভাবে হ্রাস পাওয়ার বিষয়টি বিভিন্ন জরিপে উঠে এসেছে।

এই পরিস্থিতির কথা মনে করিয়ে দিয়ে ভ্যান্স বলেন,‘গত তিন মাসে আপনাদের মাতৃভূমিকে রক্ষা করা দুই-তৃতীয়াংশ প্রতিরক্ষামূলক অস্ত্রই আমেরিকার হাত দিয়ে তৈরি এবং আমেরিকার করদাতাদের টাকায় কেনা হয়েছে। তিনি কড়া ভাষায় বলেন,‘ইসরায়েলের কেউ যদি মনে করেন যে তাদের সবচেয়ে বড় সমস্যা মার্কিন প্রেসিডেন্ট, তবে তাদের জেগে ওঠার এবং এই মুহূর্তে তাদের দেশ যে পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যাচ্ছে তার বাস্তবতাকে অনুধাবন করার সময় এসেছে।’

লেবাননে ইসরায়েলের পূর্ববর্তী হামলার সমালোচনা করে মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট বলেন, ওই হামলায়‘এমন অনেক মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন যাদের সঙ্গে হিজবুল্লাহর কোনো সম্পর্ক ছিল না।’

বৃহস্পতিবার নিউইয়র্ক টাইমসে প্রকাশিত এক সাক্ষাৎকারে ভ্যান্স ইসরায়েলি মন্ত্রিসভার দুই কট্টরপন্থী মন্ত্রী ইতামার বেন-গ্যভির এবং বেজালেল স্মোট্রিচের তীব্র সমালোচনা করেন।

ভ্যান্স বলেন,‘তাদের প্রতি আমার প্রতিক্রিয়া হবে: আপনাদের সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবটি কী? আপনারা ৯১ লাখ মানুষের একটি দেশ। আপনাদের জাতীয় নিরাপত্তার প্রতিটি সমস্যার সমাধান শুধু হত্যাযজ্ঞ চালিয়ে করা সম্ভব নয়।’ ভ্যান্সের এই মন্তব্যের জবাবে কট্টরপন্থী মন্ত্রী ইতামার বেন-গ্যভির সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে লেখেন,‘এটাই প্রস্তাব... একবিংশ শতাব্দীর নাজিদের সঙ্গে ঠিক সেভাবেই আচরণ করা হোক, যেভাবে বিংশ শতাব্দীর নাজিদের সঙ্গে আচরণ করেছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।’ পরবর্তীতে বৃহস্পতিবার রাতে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেন, তিনি আশা করেন ইসরায়েল এবং মধ্যপ্রাচ্যের অন্যান্য পরাশক্তিগুলো ইরানের সঙ্গে হওয়া‘সম্পূর্ণ যুদ্ধবিরতি চুক্তি মেনে চলবে।

এসাইলাম সেন্টার / স্টপ ডিপোর্টেশন

আমেরিকায় গ্রীনকার্ড/ বৈধতা নিয়ে আতঙ্কবিহীন জীবনযাপনে আমাদের সহায়তা নিন

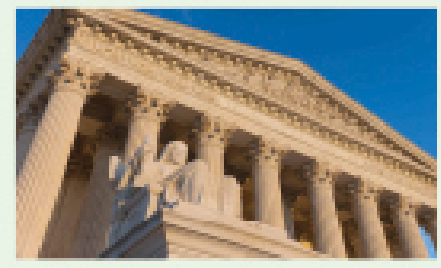

বাংলাদেশ/ইন্ডিয়া/পাকিস্তান/নেপাল/সাউদ আমেরিকা/আফ্রিকা এবং অন্যান্য

একটি রাজনৈতিক/ধর্মীয়/সামাজিক ও নাগরিক অধিকার বিষয়ক এসাইলাম কেইস হতে পারে আপনার গ্রীনকার্ড (স্থায়ী বাসিন্দা) পাওয়ার সহজতর রাস্তা।

প্রশ্ন হলো, আপনার এই কেইসটি কে তেরী করেছে এবং কে আপনাকে ইমিগ্রেশনে / কোর্টে রিপ্রেজেন্ট করছে?

কেন আমাদের কাছে আসবেন

- আমেরিকায় এসে ইমিগ্রেশন নিয়ে কিছুই করেননি অথবা কিছু করে ব্যর্থ হয়েছেন তারা সত্বর যোগাযোগ করুন।
- বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)কে TIER (III) জঙ্গী সংগঠন হিসেবে বিবেচনা করায় তাদের নেতা ও কর্মীদের এসাইলাম কেইসগুলো একটু দুরহ হলেও আমরা সফলতার সাথে অনেকগুলো মামলায় জয়লাভ করেছি। (বিএনপি'র সর্বাধিক কেইসে আমরাই জয়লাভ করেছি।)
- ১৯ জন ইউএস "এটর্নী অব ল" শুধুমাত্র ইমিগ্রেশন কেইসগুলোই করেন।
- আমরা অত্যন্ত সফলতার সাথে অনেকগুলো ডিপোর্টেশন কেইস করেছি।
- ক্রিমিনাল কেইস/ফোরক্লোজার স্টপ/ ডিভোর্স /ব্যাঙ্করাপসি/ল-স্যুট ইত্যাদি।
- দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন আমেরিকার JEWISH ATTORNEY দের সাহায্য নিন এবং আমেরিকায় আপনার ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করুন।
- ফ্রি কন্সালটেন্সি

লিগ্যাল নেটওয়ার্ক ইন্টারন্যাশনাল, এল এল সি

(আমরা নিন্দিত এবং সমালোচিত। কিন্তু আপনার সমস্যা সমাধানে আমরা অদ্বিতীয়)

৭৩-৪৮, ৭২ স্ট্রিট, ২য় তলা জ্যাকসন হাইটস নিউ ইয়র্ক ১১৩৭২ ফোন: ৯১৭-৭২২-১৪০৮, ৯১৭-৭২২-১৪০৯

ই-মেইল:LEGALNETWORK.US@GMAIL.COM

বন্ধু যখন চক্ষুশূল!

৭ পৃষ্ঠার পর

রাজনৈতিক মিত্র ছিলেন, আজ তারা কার্যত একই যুদ্ধের ভিন্ন সমাপ্তি চাইছেন। প্রশ্ন উঠছে-ট্রাম্প কি নেতানিয়াহুকে পাশ কাটিয়ে ইরানের সঙ্গে সমঝোতায় গেছেন? আর নেতানিয়াহু কি এখন ওয়াশিংটনের কাছে সহযোগীর চেয়ে বেশি বোঝা হয়ে উঠছেন?

যুদ্ধের শুরুতে লক্ষ্য এক, শেষে ভিন্ন পথ

ফেব্রুয়ারিতে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল যৌথভাবে ইরানের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান শুরু করার সময় দুই নেতার লক্ষ্য ছিল প্রায় অভিন্ন। ট্রাম্প চেয়েছিলেন ইরানকে এমন অবস্থায় নিয়ে যেতে, যাতে তারা যুক্তরাষ্ট্রের শর্তে আলোচনায় বসতে বাধ্য হয়। অন্যদিকে নেতানিয়াহুর লক্ষ্য ছিল আরও বিস্তৃত-ইরানের সামরিক সক্ষমতা, আঞ্চলিক প্রক্সি নেটওয়ার্ক এবং সম্ভব হলে ইসলামি প্রজাতন্ত্রের রাজনৈতিক কাঠামোকেই দুর্বল করে দেওয়া।

কিন্তু যুদ্ধ যত দীর্ঘ হয়েছে দুই নেতার হিসাব তত বদলেছে।

ট্রাম্পের সামনে ছিল জ্বালানি বাজার, বৈশ্বিক অর্থনীতি, মার্কিন নির্বাচনী রাজনীতি এবং আরেকটি দীর্ঘমেয়াদি মধ্যপ্রাচ্য যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ার ঝুঁকি। অন্যদিকে নেতানিয়াহুর সামনে ছিল ইসরায়েলের নিরাপত্তা, হিজবুল্লাহকে দুর্বল করার সুযোগ এবং অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক টিকে থাকার লড়াই।

ফলে যুদ্ধের শেষ পর্যায়ে এসে দুই মিত্রের মধ্যে লক্ষ্যগত দূরত্ব স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

যুক্তরাষ্ট্র-ইরান সমঝোতার মূল উপাদানগুলো হলো-হরমুজ প্রণালি পুনরায় খুলে দেওয়া, যুক্তরাষ্ট্রের নৌ অবরোধ প্রত্যাহার, ইরানের তেল রপ্তানির ওপর নিষেধাজ্ঞা শিথিল করা এবং পারমাণবিক কর্মসূচি নিয়ে পরবর্তী আলোচনার পথ তৈরি করা।

কিন্তু এই চুক্তিতে ইসরায়েলের সবচেয়ে বড় উদ্বেগের জায়গা হলো-ইরানের সরকার বহাল থাকছে, তাদের সামরিক কাঠামো সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়নি এবং ভবিষ্যতে তারা আবার শক্তি সঞ্চয় করতে পারে।

ওয়াল স্ট্রিট জার্নালের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ইসরায়েলি কর্মকর্তারা আশঙ্কা করছেন, এই চুক্তি ইরানকে পুনর্গঠনের সুযোগ দেবে এবং ভবিষ্যতে তারা আবার তাদের আঞ্চলিক মিত্র ও প্রক্সি গোষ্ঠীগুলোকে শক্তিশালী করতে পারবে।

নেতানিয়াহুর দৃষ্টিতে এটি একটি অসমাপ্ত যুদ্ধ। ট্রাম্পের দৃষ্টিতে এটি একটি সফল সমঝোতা।

এই মৌলিক পার্থক্যই দুই নেতার সম্পর্কের সংকটের কেন্দ্রবিন্দু।

প্রকাশ্যেই নেতানিয়াহুকে ভর্ৎসনা

ট্রাম্প ও নেতানিয়াহুর সম্পর্কের টানাপোড়েন সবচেয়ে স্পষ্ট হয়ে ওঠে লেবানন ইস্যুতে।

ইরানের সঙ্গে সমঝোতার আলোচনা চলার সময়ও ইসরায়েল হিজবুল্লাহর বিরুদ্ধে হামলা অব্যাহত রাখে। ট্রাম্প বারবার সতর্ক করেন, এসব হামলা তার কূটনৈতিক উদ্যোগকে বিপন্ন করছে। কিন্তু নেতানিয়াহু নতি স্বীকার করেননি।

এরপর ট্রাম্প বিরল এক প্রকাশ্য সমালোচনায় বলেন, হিজবুল্লাহ সদস্যদের খুঁজতে পুরো অ্যাপার্টমেন্ট ভবন ধ্বংস করার প্রয়োজন নেই। তিনি মন্তব্য করেন, ইসরায়েল 'অনেক দিন ধরে' এই যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে এবং এতে সাধারণ মানুষ মারা যাচ্ছে।

মার্কিন কোনো প্রেসিডেন্টের মুখে, বিশেষ করে ট্রাম্পের মতো একজন নেতার কাছ থেকে, এমন ভাষা শোনা ইসরায়েলের জন্য চরম অস্বস্তিকর।

কারণ ট্রাম্পই সেই নেতা, যিনি জেরুজালেমকে ইসরায়েলের রাজধানী হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন, গোলান মালভূমিতে ইসরায়েলের নিয়ন্ত্রণ মেনে নিয়েছিলেন এবং মধ্যপ্রাচ্যে আব্রাহাম অ্যাকর্ডসের মতো কূটনৈতিক উদ্যোগ চালু করেছিলেন।

সেই ট্রাম্প এখন প্রকাশ্যে নেতানিয়াহুর কৌশল নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন, সমালোচনা করছেন, এমনকি প্রচ্ছন্ন হুমকিও দিচ্ছেন।

'তুমি একা হয়ে যেতে পারো'

ইসরায়েলের যুদ্ধবাজ প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহুর সঙ্গে সম্পর্কের অবনতির সবচেয়ে নাটকীয় ইঙ্গিত পাওয়া যায় ট্রাম্পের একটি মন্তব্যে।

অ্যাক্সিওসকে দেওয়া সাক্ষাৎকারের উদ্ধৃতি অনুযায়ী, ট্রাম্প নেতানিয়াহুকে সতর্ক করে বলেছিলেন, যদি তিনি আবার ইরানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করেন, তাহলে তিনি 'খুব দ্রুত একা হয়ে যেতে পারেন'।

ট্রাম্পের ভাষায়, 'বিবি, সাবধানে থেকো, নইলে খুব শিগগিরই তুমি একা হয়ে যাবে।'

যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েল সম্পর্কের ইতিহাসে এমন সতর্কবার্তা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

টেক্সাসে সবচেয়ে বেশি পুনর্বাসিত হচ্ছেন দক্ষিণ আফ্রিকার

৭ পৃষ্ঠার পর

কলোরাডোতে পাঠানো হয়েছে।

বিশ্লেষকরা বলছেন, যুক্তরাষ্ট্রের শরণার্থী কর্মসূচির ইতিহাসে এটি একটি ব্যতিক্রমী পরিস্থিতি। কারণ অতীতে বিভিন্ন অঞ্চল ও সংঘাতপ্রবণ দেশ থেকে হাজার হাজার মানুষ পুনর্বাসনের সুযোগ পেলেও বর্তমানে সেই বৈচিত্র্য প্রায় অনুপস্থিত।

দক্ষিণ আফ্রিকাকে ঘিরে ট্রাম্প প্রশাসনের বিশেষ মনোযোগ নতুন নয়। ২০২৫ সালের ফেব্রুয়ারিতে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প একটি নির্বাহী আদেশে নির্দেশ দেন, দক্ষিণ আফ্রিকার আফ্রিকানার সম্প্রদায়ের সদস্যদের শরণার্থী আবেদন অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিবেচনা করতে। আফ্রিকানাররা মূলত ডাচ, ফরাসি ও জার্মান বংশোদ্ভূত ইউরোপীয় উপনিবেশ স্থাপনকারীদের উত্তরসূরি।

ট্রাম্প প্রশাসনের দাবি, দক্ষিণ আফ্রিকায় এই জনগোষ্ঠী বর্ণগত বৈষম্যের শিকার হচ্ছে। তবে দক্ষিণ আফ্রিকা সরকার এ অভিযোগ বারবার প্রত্যাখ্যান করেছে। দেশটির আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও সহযোগিতা বিভাগ একাধিক বিবৃতিতে বলেছে, দক্ষিণ আফ্রিকায় কথিত "শ্বেতাঙ্গ গণহত্যা" বা ব্যাপক নিপীড়নের দাবি নির্ভরযোগ্য কোনো প্রমাণ দ্বারা সমর্থিত নয়। বরং আফ্রিকানার সম্প্রদায়ের অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তিও প্রকাশ্যে এই ধরনের দাবি প্রত্যাখ্যান করেছেন।

গত মে মাসে ট্রাম্প প্রশাসন ২০২৬ অর্থবছরের শরণার্থী গ্রহণের সর্বোচ্চ সীমা ৭ হাজার ৫০০ থেকে বাড়িয়ে ১৭ হাজার ৫০০ জনে উন্নীত করে। এ সিদ্ধান্তের ব্যাখ্যায় প্রশাসন দাবি করে, দক্ষিণ আফ্রিকায় একটি "অপ্রত্যাশিত শরণার্থী সংকট" তৈরি হয়েছে।

অভিবাসন ও শরণার্থী আইন বিশেষজ্ঞদের মতে, যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের হাতে নির্দিষ্ট দেশ বা জনগোষ্ঠীকে অগ্রাধিকার দেওয়ার ক্ষমতা থাকলেও বর্তমান প্রশাসনের পরিবর্তনগুলো আগের যেকোনো সময়ের তুলনায় দ্রুত ও ব্যাপক।

সাউদার্ন মেথডিস্ট ইউনিভার্সিটির আইন অধ্যাপক নাটালি নানাসি, যিনি শরণার্থী ও আশ্রয় আইন নিয়ে গবেষণা করেন, বলেন, শরণার্থী পুনর্বাসন অনেক সময় রাজনৈতিক বিতর্কের বিষয় হয়ে ওঠে। কারা যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশের সুযোগ পাবেন, সেই সিদ্ধান্তেও রাজনৈতিক প্রভাব দেখা যেতে পারে।

তিনি আরও বলেন, শরণার্থীরা সাধারণত নিজেরা ঠিক করতে পারেন না কোথায় তাদের পাঠানো হবে। যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশের অনুমোদন পাওয়ার পর সরকারি ব্যবস্থার মাধ্যমে তাদের নির্দিষ্ট অঙ্গরাজ্যে পুনর্বাসন করা হয়। টেক্সাস দীর্ঘদিন ধরেই যুক্তরাষ্ট্রে শরণার্থী পুনর্বাসনের অন্যতম প্রধান কেন্দ্র।

ট্রাম্প কি ইসরায়েলের 'স্বপ্ন' ভেঙে দিলেন?

৭ পৃষ্ঠার পর

দেখা গেল না। বিশ্লেষক ডেভিড হার্স্ট মনে করেন-নেতানিয়াহুর সঙ্গে ইরান যুদ্ধে যোগ দিয়ে ট্রাম্প যেন নিজেই বিপদেই পড়েছেন। সেই বিপদ এতটাই গভীর যে সেখান থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য তিনি বন্ধু নেতানিয়াহুর দিকে হাত বাড়িয়ে দেননি। এমনকি, ইরানের সঙ্গে কী ধরনের সমঝোতা হতে যাচ্ছে যে বিষয়ে তাকে কিছু জানাননি।

হার্স্টের ভাষ্য: ইরানে যুদ্ধ বন্ধের বিষয়ে ট্রাম্পের 'ইউ টার্ন' নেতানিয়াহুর জন্য এক বিপর্যয়।

এই বিপর্যয় আরও কয়েক প্রজন্ম ধরে বয়ে বেড়াতে হবে বলেও মন্তব্য করেন তিনি।

ইরান যুদ্ধের কারণে যুক্তরাষ্ট্রে তিন বছরের মধ্যে সবচেয়ে বেশি মূল্যস্ফীতি ঘটেছে। মার্কিনিদের কাছে ট্রাম্পের জনপ্রিয়তা সর্বকালের সর্বনিম্ন। নিজের রিপাবলিকান পার্টির খাস লোকেরাও তার বিরোধিতায় নেমেছে। এই যুদ্ধের কারণে মধ্যপ্রাচ্যের বন্ধু রাষ্ট্রগুলোর অর্থনীতি প্রায় থমকে গিয়েছে।

ট্রাম্পপন্থি ব্যবসায়ীদের পকেটে টান পড়ায় আগামী নভেম্বরে অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া মধ্যবর্তী নির্বাচনে ইরান যুদ্ধ সবচেয়ে বড় আলোচ্য বিষয় হয়ে উঠেছে। সেই নির্বাচনে ট্রাম্পের দলের ভরাডুবির পূর্বাভাসও দিচ্ছেন অনেক রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞ।

বিশ্লেষণটিতে আরও বলা হয়-ভেনেজুয়েলায় ট্রাম্পের বিজয়গাথা সুদূর পারস্য উপসাগরের হরমুজ প্রণালীতে ভয়াবহভাবে আটকে যেতে দেখা গেছে। তাই যেন ইরান যুদ্ধ নিয়ে ৮০ বছর বয়সী ট্রাম্পের মানসিক দ্বন্দ্ব এক নতুন উচ্চতায় উঠেছিল।

ইসরায়েলের চ্যানেল থার্টিন-এর সামরিক সংবাদদাতা অ্যালোন বেন ডেভিড মনে করেন, 'গণেশ' উল্টে গেছে। এক সময় ধারণা করা হতো যুক্তরাষ্ট্রের বদান্যতায় ইসরায়েল মধ্যপ্রাচ্যে অপ্রতিরোধ্য শক্তি হয়ে উঠতে পেরেছে। কিন্তু, ইরান যুদ্ধের বাস্তবতায় দেখা গেল-মধ্যপ্রাচ্যে ইরান সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শক্তি।

অপর ইসরায়েলি সংবাদমাধ্যম হারেৎজ-এর সামরিক বিশ্লেষক অ্যামোস হ্যারেলের মতে, ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর হামলার পর ট্রাম্পের ইরান চুক্তি নেতানিয়াহুর জন্য সবচেয়ে বড় ব্যর্থতা।

ইসরায়েলের উগ্র ডানপন্থিরা এখন ইসরায়েলকে 'একলা চলো' নীতি গ্রহণে উৎসাহ দিচ্ছে। তবে ট্রাম্প সুস্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন-যুক্তরাষ্ট্র না থাকলে ইসরায়েলের অস্তিত্ব 'বিপন্ন' হয়ে পড়বে।

বিশ্লেষণটি থেকে আরও জানা যায়-যুক্তরাষ্ট্রে ইসরায়েলি লবি এখন মার্কিন কংগ্রেসে এমন আইন আনার চেষ্টা করছে যার মাধ্যমে ওয়াশিংটনের পররাষ্ট্রনীতি নির্ধারণের সময় ইসরায়েলকে অগ্রাধিকার দেওয়ার বিষয় নিশ্চিত করা যাবে।

মার্কিন প্রশাসনকে সঙ্গে নিয়ে ইসরায়েল তার স্বপ্ন বাস্তবায়নের চেষ্টা হয়ত অব্যাহত রাখবে। তবে আপাতত এটা বলা যায় যে, যুক্তরাষ্ট্রের বর্তমান রাষ্ট্রপতি ট্রাম্পকে নিয়ে নেতানিয়াহু তার স্বপ্ন বাস্তবায়নে এগিয়ে যাওয়ার আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছেন।

উপরাষ্ট্রপতি জেডি ভ্যান্সকে নিয়েও তেল আবিব নতুন করে স্বপ্ন দেখতে পারছে না বলেও মনে করছেন অনেকে। কেননা, ভ্যান্স পরবর্তীতে যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান হলেও তিনি ইসরায়েলের প্রতি কতটা সহানুভূতিশীল থাকবেন তা নিশ্চিত নয়।

যুক্তরাষ্ট্রের একতরফা ইরান শান্তি প্রক্রিয়ার কারণে ইসরায়েলে ট্রাম্প ও ভ্যান্সবিরোধী মানুষের সংখ্যা ক্রমশই বাড়ছে।

ইরান ইতোমধ্যে বুঝে গেছে যে তাদের যেকোনো দাবি আদায়ের জন্য হরমুজ বন্ধের হুমকিই হয়ত যথেষ্ট হবে। তাই মধ্যপ্রাচ্যে ইসরায়েলের যেকোনো 'স্বপ্ন' ভেস্তে যেতে পারে তেহরানের ইসরায়েলবিরোধী শাসকদের চোখ রাঙানিতে।

বহুল আলোচিত ইরান শান্তি চুক্তির মাধ্যমে ট্রাম্প কি সেই পথই প্রশস্ত করলেন?

ইরানের ওপর থেকে নৌ-অবরোধ তুলে নিল যুক্তরাষ্ট্র; ট্রাম্প 'মরিয়া

৬ পৃষ্ঠার পর

মরিয়া হয়ে সব ধরনের কৌশল খাটিয়ে এই চুক্তি সম্পন্ন করেছেন।

তিনি বলেন, ভবিষ্যতে তেহরান ও ওয়াশিংটনের মধ্যে সরাসরি আলোচনা হবে ঠিকই, তবে এর অর্থ এই নয় যে শত্রুর অবস্থান মেনে নেওয়া হবে। চুক্তি সই হওয়ার পর খামেনি এই প্রথম কোনো প্রতিক্রিয়া জানালেন। গত ২৮ ফেব্রুয়ারি ইরানে মার্কিন-ইসরায়েলি হামলায় তার বাবা ও তৎকালীন সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনি নিহত হওয়ার পর মার্চে তিনি দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ওই হামলার পর থেকেই আঞ্চলিক যুদ্ধ শুরু হয় এবং তখন থেকে তাকে আর জনসমক্ষে দেখা যায়নি।

ট্রাম্প সরাসরি খামেনির বক্তব্যের কোনো জবাব দেননি। তবে তিনি তার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ট্রুথ সোশ্যালে লিখেছেন, তিনি ইসরায়েল ও ইরান-সমর্থিত লেবাননের হিজবুল্লাহর মধ্যকার সংঘাতসহ সব ফ্রন্টে যুদ্ধবিরতি কার্যকর হওয়ার আশা করছেন। তিনি প্রত্যাশা করেন, মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলো আমাদের আলোচনা চালিয়ে যাওয়ার বিষয়ে দেওয়া প্রতিশ্রুতি বজায় রাখবে।

যুক্তরাষ্ট্র-ইরান চুক্তির মূলে রয়েছে ১৪টি প্রধান বিষয়। এর মধ্যে রয়েছে-কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ হরমুজ প্রণালি পুনরায় খুলে দেওয়া, ইরানের পারমাণবিক অস্ত্র তৈরি না করার শর্ত এবং দেশটির পুনর্গঠন ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য ৩০০ বিলিয়ন ডলারের একটি তহবিল গঠন। তবে এই তহবিলে অর্থ দিতে যুক্তরাষ্ট্র আইনিভাবে বাধ্য থাকবে না।

এছাড়া এই চুক্তি দুই পক্ষকে সর্বোচ্চ ৬০ দিনের মধ্যে একটি চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে বাধ্য করে। পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে সেটির মেয়াদ আরও বাড়ানো হতে পারে।

শুক্রবার সুইজারল্যান্ডে চুক্তিটি আনুষ্ঠানিক সই হওয়ার কথা ছিল। তবে মধ্যস্থতাকারী দেশ পাকিস্তান বিবিসিকে জানিয়েছে, অনুষ্ঠানটি বাতিল করা হয়েছে, কারণ চুক্তিটি ইতোমধ্যে দূরবর্তী মাধ্যমেই সই হয়েছে। তবে পরবর্তী আলোচনার জন্য যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের প্রতিনিধিরা সুইজারল্যান্ডে একত্র হবেন বলে আশা করা হচ্ছে।

তার আগে হোয়াইট হাউসের এক ব্রিফিংয়ে ভ্যান্স সাংবাদিকদের বলেছিলেন, চুক্তিটি কার্যকর হয়েছে এবং এর মাধ্যমে পরবর্তী আলোচনার জন্য ৬০ দিনের সময়সীমা শুরু হয়েছে।

তিনি প্রযুক্তিগত আলোচনার জন্য সম্ভবত সুইজারল্যান্ডে যাবেন।

স্বপ্নের গন্তব্যে
পরিবারকে নিয়ে
উড়ে চলুন
JFK ⇋ DHAKA
ডিজিটাল ট্রাভেলস
এস্টোরিয়া
www.digitaltraveltour.com
BOOK NOW 718-721-2012
আমাদের অফিস শুধুমাত্র এস্টোরিয়ায়
25-78 31st Street, New York, NY-11102

ট্রাম্পের ইরান চুক্তি ভেস্তে

৭ পৃষ্ঠার পর

জানান, লেবাননে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার জন্য দেশের ভেতরে তীব্র রাজনৈতিক চাপের মুখে নেতানিয়াহু এই পথে হাঁটতে পারেন।

চলতি সপ্তাহে প্রকাশ করা একটি গোয়েন্দা প্রতিবেদনসহ অন্যান্য তথ্যের ভিত্তিতে কর্মকর্তারা জানান, ইসরায়েল লেবাননে ইরানের প্রক্সি বা ছায়াগোষ্ঠী হিজবুল্লাহর বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান অব্যাহত রাখতে বদ্ধপরিকর। অথচ লেবাননে যুদ্ধ বন্ধ করা হলো যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যে তৈরি হতে যাওয়া চুক্তির অন্যতম প্রধান শর্ত।

নেতানিয়াহু সরকার এবং ট্রাম্প প্রশাসনের মধ্যে যখন উত্তেজনা বাড়ছে, ঠিক তখনই এই গোয়েন্দা বিশ্লেষণ সামনে এলো। ট্রাম্পের চুক্তিতে বাধা সৃষ্টি করতে পারে- এমন কোনো হামলা লেবাননে না চালাতে ইসরায়েলকে প্রকাশ্যে সতর্ক করেছে মার্কিন প্রশাসন।

হিজবুল্লাহর ড্রোন হামলায় চার ইসরায়েলি সেনার মৃত্যুর পর ইসরায়েল শুক্রবার লেবাননের দক্ষিণাঞ্চলে ব্যাপক বিমান হামলা চালায়।

নেতানিয়াহু যদি লেবাননে তার সামরিক অভিযান জোরদার করেন, তবে তা শুধু বুধবার সই হওয়া যুক্তরাষ্ট্র-ইরান চুক্তির কাঠামোটাই ঝুঁকিতে ফেলবে না; বরং ট্রাম্পের সঙ্গে তার সম্পর্কও চরমভাবে নষ্ট করতে পারে।

বুধবার ফ্রান্সে এক সংবাদ সম্মেলনে যুক্তরাষ্ট্র-ইরান সমঝোতা স্মারক ঘোষণার সময় ট্রাম্প বলেছিলেন, লেবানন নিয়ে নেতানিয়াহুর সঙ্গে আমার একটু মতবিরোধ রয়েছে।

নেতানিয়াহুর টিকে থাকার লড়াই

গোয়েন্দা প্রতিবেদনটির বিষয়ে অবগত এক মার্কিন কর্মকর্তা জানান, এ বছর অনুষ্ঠেয় জাতীয় নির্বাচনকে সামনে রেখে নেতানিয়াহু দেশের মানুষকে বোঝাতে চান যে তিনি লেবানন থেকে সেনা প্রত্যাহার করবেন না এবং হিজবুল্লাহর সঙ্গে লড়াই আরও বাড়াবেন। মূলত নিজের রাজনৈতিক অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতেই তিনি এটি করছেন।

স্পর্শকাতর বিষয় হওয়ায় অন্যান্য কর্মকর্তার মতো তিনিও নাম প্রকাশ না করার শর্তে এসব কথা জানান।

অপর এক কর্মকর্তা জানান, মার্কিন গোয়েন্দা প্রতিবেদনে ট্রাম্পের শান্তি চুক্তির শর্ত নিয়ে ইসরায়েলের হতাশার কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। ইসরায়েল মনে করে, এই চুক্তি তেহরানের ওপর সর্বোচ্চ চাপ বজায় রাখার যে বৃহত্তর লক্ষ্য তাদের রয়েছে, তাকে দুর্বল করে দেবে।

সাবেক এক কর্মকর্তা বলেন, ইসরায়েল মনে করছে এই চুক্তি হিজবুল্লাহর বিরুদ্ধে তাদের আত্মরক্ষার ক্ষমতাকে সীমিত করে দেবে।

তবে ট্রাম্প প্রশাসনের কর্মকর্তারা জোর দিয়ে বলছেন, আক্রান্ত হলে হিজবুল্লাহর ওপর পাল্টা হামলা চালাতে এই চুক্তি ইসরায়েলকে বাধা দেবে না। তাদের মতে, বৈশ্বিক অর্থনৈতিক সংকট ঠেকাতে হরমুজ প্রণালি খুলে দেওয়া এবং একটি চুক্তি সম্পন্ন করা এখন সবচেয়ে বেশি জরুরি।

এক মার্কিন কর্মকর্তা বলেন, গোয়েন্দা প্রতিবেদনে এটা স্পষ্ট যে যুদ্ধবিরতি বা লেবানন থেকে সেনা প্রত্যাহারকে ইসরায়েলের ভেতরে নেতানিয়াহুর পরাজয় হিসেবে দেখা হবে।

মার্কিন গোয়েন্দা বিশ্লেষণের বিষয়ে মন্তব্য জানতে চাইলে ইসরায়েল সরকারের এক জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা বলেন, লেবাননে ইসরায়েলের সামরিক অভিযানের একমাত্র উদ্দেশ্য হলো হিজবুল্লাহর ধারাবাহিক আক্রমণ থেকে ইসরায়েলি নাগরিকদের রক্ষা করা।

ইসরায়েলিদের চাপ ও কট্টর অবস্থান

ইসরায়েলের সাধারণ মানুষ হিজবুল্লাহকে নির্মূল করার পক্ষে প্রবল সমর্থন দিয়ে আসছে। ২০২৩ সালের অক্টোবরে হামাসের পাশাপাশি ইরান-সমর্থিত এই গোষ্ঠীটিও ইসরায়েলে রকেট হামলা চালিয়েছিল।

ড্রোন ও মিসাইল হামলার কারণে উত্তর ইসরায়েলের ঘরছাড়া লাখো মানুষ নেতানিয়াহুর কাছে হিজবুল্লাহকে ধ্বংস করার দাবি জানিয়েছেন। এই হুমকি নির্মূল করতে না পারায় দেশের রাজনৈতিক মহলে তীব্র সমালোচনার মুখে পড়েছেন তিনি।

ইসরায়েলের শীর্ষ থিংকট্যাংক ইনস্টিটিউট অব ন্যাশনাল সিকিউরিটি স্টাডিজ-এর মে মাসের এক জরিপে দেখা গেছে, ইসরায়েলের ৭০ শতাংশ ইহুদি হিজবুল্লাহর বিরুদ্ধে লড়াই জোরদার করার পক্ষে। ইসরায়েলি রাজনৈতিক বিশ্লেষকেরা মনে করেন, এখান থেকে সামরিকভাবে পিছু হটাকে ভোটাররা পরাজয় হিসেবেই দেখবেন।

আরেক মার্কিন কর্মকর্তা তার নিজস্ব বিশ্লেষণে বলেন, ইসরায়েল যদি বৈরুতের দক্ষিণ শহরতলিতে (হিজবুল্লাহর শক্ত ঘাঁটি) বোমাবর্ষণ করে লড়াই না-ও বাড়ায়, তবুও শুধু দক্ষিণ লেবানন থেকে সেনা প্রত্যাহার করতে অস্বীকৃতি জানালেই যুক্তরাষ্ট্র-ইরানের এই ভঙ্গুর চুক্তিটি ভেস্তে যেতে পারে।

তিনি বলেন, লেবাননের একাংশ দখল করে রাখাটা একটি বিপর্যয় ডেকে আনবে। ইসরায়েল যদি পুরোপুরি সেনা প্রত্যাহার না করে, তবে (ইসরায়েলি সামরিক বাহিনী) এবং হিজবুল্লাহর মধ্যে আবার যুদ্ধ শুরু হওয়াটা প্রায় নিশ্চিত।

তবে ইসরায়েলি মন্ত্রিসভার কর্মকর্তারা তাদের অবস্থানে অনড়। শুক্রবার জাতীয় নিরাপত্তামন্ত্রী ইতামার বেন-গভির সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে লেখেন, ইসরায়েলি মায়ের প্রতিটি অশ্রুবিন্দুর জন্য এক হাজার লেবানিজ মায়ের কাঁদা উচিত। পুরো লেবানন পুড়ে যাওয়া উচিত।

ট্রাম্পের সঙ্গে বিরোধের ঝুঁকি

সাবেক ইসরায়েলি সামরিক গোয়েন্দা বিশ্লেষক ড্যানি সিট্রিনোভিজ বলেন, নেতানিয়াহু ট্রাম্পের সঙ্গে বড় ধরনের সংঘাতের ঝুঁকি নিচ্ছেন। নেতানিয়াহুর উসকানিতেই ২৮ ফেব্রুয়ারি ইরানের সঙ্গে যুদ্ধ শুরু করেছিলেন ট্রাম্প। কিন্তু দ্রুতই তিনি দেখতে পান, এই যুদ্ধে জড়িয়ে যুক্তরাষ্ট্র হাজার হাজার কোটি ডলার খুইয়েছে, বিশ্ববাজারে গ্যাসের দাম বেড়েছে এবং ১৩ জন মার্কিন সেনার প্রাণ গেছে।

সিট্রিনোভিজ বলেন, বিবি (নেতানিয়াহুর ডাকনাম) এখন খুব কঠিন পরিস্থিতিতে আছেন। তিনি দেখছেন যে তার সবচেয়ে কঠিন প্রতিপক্ষ, ইরানকে মার্কিন প্রশাসন শক্তিশালী করছে-আর তিনি কিছুই করতে পারছেন না।

চলতি মাসে পরপর দুই উইকএন্ডে হিজবুল্লাহর উসকানিমূলক আচরণের জবাবে বৈরুতে বিমান হামলা

যুক্তরাষ্ট্রে এইচ-১বি ভিসায় এক লাখ ডলারের

৭ পৃষ্ঠার পর

প্রশাসন বলছে, এটি কোনো কর নয়; বরং অভিবাসন নীতির অংশ হিসেবে বৈধভাবে আরোপিত একটি ফি।

মার্কিন সংবাদমাধ্যমগুলোর খবরে জানা গেছে, বৃহস্পতিবার বোস্টনে অবস্থিত যুক্তরাষ্ট্রের ফার্স্ট সার্কিট কোর্ট অব আপিলসে জমা দেওয়া এক আবেদনে দেশটির অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা বিভাগ (ডিএইচএস) আদালতের কাছে অনুরোধ জানিয়েছে, আপিলের শুনানি চলাকালে যেন ১ লাখ ডলারের এই ফি কার্যকর রাখা হয়।

ডিএইচএসের দাবি, ফেডারেল অভিবাসন আইন প্রেসিডেন্টকে বিদেশি নাগরিকদের যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ নিয়ন্ত্রণে বিস্তৃত ক্ষমতা দিয়েছে। সেই ক্ষমতার আওতাতেই এই ফি নির্ধারণ করা হয়েছে। ফলে নিম্ন আদালত এটিকে 'অননুমোদিত কর' হিসেবে আখ্যা দিয়ে ভুল সিদ্ধান্ত দিয়েছে বলে মনে করছে প্রশাসন।

২০২৫ সালের সেপ্টেম্বরে প্রেসিডেন্ট উড়হধষফ এঃঁসঢ় একটি নির্বাহী ঘোষণার মাধ্যমে নতুন এইচ-১বি আবেদনকারীদের জন্য ১ লাখ ডলারের ফি চালু করেন। ট্রাম্প প্রশাসনের ভাষ্য ছিল, এর মাধ্যমে বিদেশি শ্রমিকের ওপর অতিরিক্ত নির্ভরতা কমবে এবং মার্কিন নাগরিকদের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়বে।

এইচ-১বি কর্মসূচির আওতায় যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান প্রযুক্তি, প্রকৌশল, স্বাস্থ্যসেবা এবং অন্যান্য বিশেষায়িত খাতে বিদেশি দক্ষ কর্মী নিয়োগ করতে পারে। প্রতিবছর হাজার হাজার ভারতীয়, বাংলাদেশিসহ বিভিন্ন দেশের পেশাজীবী এই ভিসার মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রে কাজের সুযোগ পান।

আদালতে দেওয়া আবেদনে ট্রাম্প প্রশাসন যুক্তি দিয়েছে, ফি কার্যকর না থাকলে প্রেসিডেন্টের অভিবাসন নীতির বাস্তবায়ন বাধাগ্রস্ত হবে। তাদের মতে, প্রতিদিন নতুন আবেদনকারীরা এই ফি ছাড়া যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশের সুযোগ পাচ্ছেন, যা প্রশাসনের ঘোষিত নীতির সঙ্গে সাংঘর্ষিক।

ডিএইচএস আরও বলেছে, পরবর্তীতে সরকার আপিলে জয়ী হলেও ইতোমধ্যে ভিসা পাওয়া ব্যক্তিদের অনুমোদন বাতিল করা কিংবা তাদের যুক্তরাষ্ট্র থেকে সরিয়ে দেওয়া বাস্তবিকভাবে অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়বে।

এই আইনি বিরোধের সূত্রপাত হয় যখন ডেমোক্র্যাট-নিয়ন্ত্রিত ২০টি অঙ্গরাজ্য ট্রাম্প প্রশাসনের আরোপিত ফি চ্যালেঞ্জ করে আদালতে মামলা করে। গত ৮ জুন ম্যাসাচুসেটসের ফেডারেল জেলা আদালতের বিচারক খবড় ঝড়ৎড়শরহ ফি বাতিলের রায় দেন।

রায়ে বিচারক বলেন, কর আরোপের সাংবিধানিক ক্ষমতা কংগ্রেসের হাতে ন্যস্ত। প্রেসিডেন্ট একতরফাভাবে এমন উচ্চ অঙ্কের ফি আরোপ করে কার্যত কর আদায়ের চেষ্টা করেছেন, যা ক্ষমতার বিভাজন নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

তবে রায় ঘোষণার কয়েকদিন পর বিচারক সরোকিন আপিল নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত তার রায়ের কার্যকারিতা সাময়িকভাবে স্থগিত রাখতে সম্মত হন। ফলে বর্তমানে ফিটির চূড়ান্ত ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে আপিল আদালতের সিদ্ধান্তের ওপর।

এদিকে এইচ-১বি ফি নিয়ে আরও অন্তত দুটি মামলা যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন আদালতে বিচারাধীন রয়েছে। একটি মামলার শুনানি চলছে ডিস্ট্রিক্ট অব কলাম্বিয়া সার্কিট কোর্ট অব আপিলসে এবং অন্যটি ক্যালিফোর্নিয়ার উত্তরাঞ্চলীয় ফেডারেল আদালতে।

ট্রাম্প প্রশাসনের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, ২০২৬ অর্থবছরের জন্য জমা পড়া প্রায় ২ লাখ ৮৬ হাজার এইচ-১বি আবেদনের মধ্যে ২ লাখের বেশি আবেদনের সঙ্গে ১ লাখ ডলারের ফি জমা দেওয়া হয়েছে। প্রশাসনের দাবি, এসব আবেদন তুলনামূলক দ্রুত প্রক্রিয়াজাত করা হয়েছে।

Law Office of Mahfuzur Rahman

Admitted in US Federal Court
(Southern & Eastern District, Court of Appeals 2nd Circuit and Ninth Circuit.)

সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ করুন।

ইমিগ্রেশনঃ ফ্যামিলি পিটিশন, গ্রীনকার্ড, ন্যাচারালাইজেশন এবং সিটিজেনশীপ, এসাইলাম, ডিপোর্টেশন, Cancellation of Removal, VAWA পিটিশন, লিগ্যালাইজেশন, বিজনেস ইমিগ্রেশন (H-1B, L1B, J1, EB1, EB2, EB3, EB5)

ফ্যামিলি ল' আনকনটেস্টেড এবং কনটেস্টেড ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট এবং কাস্টডি, এলিমনি।

Mahfuzur Rahman, Esq.
এটর্নী মাহ্‌ফুজুর রহমান
Attorney-At-Law (NY)
Barrister-At-Law (UK)

- ব্যাংক্রাপ্সী
- ল্যান্ডলর্ড ট্যানেন্ট ডিসপিউট
- রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং
- উইল্‌স
- ইনকোর্পোরেশন
- ক্রেডিট কনসলিডেশন
- পার্সনাল ইঞ্জুরি (এক্সিডেন্ট, কনস্ট্রাকশন)
- মর্গেজ
- ক্রিমিন্যাল এবং সিভিল লিটিগেশন
- ট্যাক্স ম্যাটার

Appointment : 347-856-1736

JACKSON HEIGHTS
75-21 Broadway, 3rd Fl, Elmhurst, NY 11373
Tel: 347-856-1736, Fax: 347-436-9184
E-mail: attymahfuz@gmail.com

সর্বনিম্ন মূল্যে বাংলাদেশ ভ্রমণ করুন

আমরা যেকোন ট্রাভেল এজেন্সী
অনলাইন/ইন্টারনেট প্রাইস থেকে কমমূল্যে টিকেট দিয়ে থাকি

জেএফকে-ঢাকা-জেএফকে
JFK-Dhaka-JFK

আমেরিকার যেকোন স্টেট থেকে বাংলাদেশসহ বিশ্বের যেকোন দেশে সুলভে ভ্রমণ করুন

LOWEST GUARANTEED PRICES

Emirates ETIHAD AIRWAYS QATAR AIRWAYS KUWAIT AIRWAYS TURKISH AIRLINES SAUDIA DELTA

Cheapest Domestic & International Air Tickets

MIRZA M ZAMAN
(SHAMIM) - CEO

GLOBAL NY 1 TRAVELS, INC
168-47, Hillside ave, 2nd Floor
Jamaica NY-11432
OFFICE: 718-205-2360, CELL: 646-750-0632
E-mail: globalnytravels@gmail.com

অনলাইনে সবচেয়ে কমমূল্যে
এয়ার টিকেট এবং হোটেল বুকিং দিন

NY HOME CARE

Get paid to take care of your loved ones

আপনার বিশ্বস্ত হোম কেয়ার এজেন্সী

37-18, 73 Street, Suite # 402, Jackson Heights, NY 11372

718-874-0047

Email:info@yourdreamhomecare.com

www.yourdreamhomecare.com

আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট করে থাকি

Contact with us 718-874-0047 Email: info@yourdreamhomecare.com

M AZIZ
CEO & President
Your Dream Home Care
Ex-President & Chairman
Board of Trustee
Bangladesh Society Inc. USA

We Hire & Train HHA/PCA Certificate Holders AIDES

আমরা HHA/PCA সার্টিফিকেটসহ এইডস প্রশিক্ষণ ও নিয়োগ দিচ্ছি

বাড়ীভাড়া বাবদ ৮০০ ডলার বা তার অধিক পেতে সহায়তা করি

প্রতি সোম, বুধ ও শুক্রবার বাসা ভাড়া, মেডিকেইড ও ফুড স্ট্যাম্পের আবেদনে আমরা সহায়তা করি।

পারিবারিক স্বাস্থ্যসেবা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন

Head Office
37-18, 73 Street, Suite # 402
Jackson Heights, NY 11372
(718) 874-0047, 917-560-0129

- এ কাজের জন্য প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নাই।
- আমরা কোনো ফি নেই না।
- আপনার প্রিয়জনের সমস্ত খরচ মেডিকেইড বহন করবে এবং এটি সম্পূর্ণ আইনসম্মত।
- কেইস ট্রান্সফারের মাধ্যমে বেশি অর্থ উপার্জন করুন।

Jamaica Office: 168-25A Hillside Ave, 2nd Floor Jamaica, NY 11432 (718) 725-1332, (718) 971-0054	**Jamaica Office:** 168-47 Hillside Ave, 2nd Floor Jamaica, NY 11432 (929) 400-4785, (718)874-0047	**Sutphin Branch** **Mohammad Khair**(Director) 97-01 Sutphin, Blvd Jamaica NY 11435 (929)-225-0746, (718) 755-0153 (718) 718-874-0047	**Ozone Park Office** 7721-101 Ave. Ozone Park New York 11416 (718) 874-0047, 347-771-0115
Ozone Park Office 720 Liberty Ave, Brooklyn NY 11208 (646) 500-1657, (718)874-0047	1088 Liberty Avenue, Brooklyn NY 11208 (929) 283-8432	**Fulton Office:** 584 Nostrand Ave. NY 11216 (646) 5001657	**Bronx Office** 2140 Starling Ave. Bronx, NY 10462 917-391-4841, 718-874-0047 (Office) Fax 718-874-0069
Bangladesh Plaza 3105 Bally Ave. Buffalo NY 14215 (347) 357-4252, (347) 520-9699	**Buffalo Office:** 1155 Broadway Buffalo, NY 14212 (347) 335-3617, (718) 874-0047	1299 Harlam Road Buffalo, NY 14094 (716) 400 1446	**Albany Office** 114 Quail St. Albany, NY 12203 518-379-5496, 518-243-9096 718-864-2061

SECI

Sonali Exchange Co. Inc.

Secure, Fast, Reliable.

বাংলাদেশে টাকা পাঠাবেন? সোনালী এক্সচেঞ্জে আসুন

জ্যামাইকা, জ্যাকসন হাইট্স ও ব্রঙ্কস শাখা সপ্তাহে ০৭ দিনই খোলা থাকে

- আমরা দিচ্ছি সর্বোচ্চ রেট
- আমরা টাকা পাঠাতে কোন ফি নেই না
- আমরা সকল ব্যাংকে একই রেট দিয়ে থাকি
- আমাদের ক্যাশ পিকআপ ও বিকাশ রেটও সমান
- আমরা দিচ্ছি ২.৫০% সরকারী প্রণোদনার নিশ্চয়তা

ঘরে বসে টাকা পাঠাতে আপনার মোবাইল থেকে

Sonali Exchange Mobile App

ডাউনলোড করে রেজিস্ট্রেশন করুন

যোগাযোগ- ২১২-৮০৮-০৭৯০

সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইনক

SONALI EXCHANGE CO. INC.

সোনালী ব্যাংক পিএলসি এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান

LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE DFS NY, DF&I NJ, DIFS MI, DB&F GA, OCFR MD AND FLOFR FL

NMLS NO. 1098789

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।

রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন

CORPORATE 212-808-0790	ATLANTA 770-936-9906	BROOKLYN 718-853-9558	JACKSON HTS 718-507-6002	
BRONX 718-822-1081	JAMAICA 347-644-5150	MICHIGAN 313-368-3845	OZONE PARK 347-829-3875	PATERSON 973-595-7590

আমাদের সার্ভিস নিন - আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

মধ্যবর্তী নির্বাচনের পর ইরানের সঙ্গে

৭ পৃষ্ঠার পর

তবে ধারণা করা হচ্ছে, কংগ্রেসে ক্ষমতার ভারসাম্য নির্ধারণকারী এই মধ্যবর্তী নির্বাচন শেষ হওয়া মাত্রই ইরান চুক্তি থেকে সরে আসতে পারেন ট্রাম্প। আর তেমনটি হলে মধ্যপ্রাচ্যে আবারও যুদ্ধ শুরু হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

অবশ্য হোয়াইট হাউস এই দাবি অস্বীকার করেছে। তাদের দাবি, ট্রাম্প সব সময়ই সদিচ্ছা নিয়ে কাজ করেন এবং নিজের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেন।

গত ২৮ ফেব্রুয়ারি তেহরানে মার্কিন হামলা শুরু হওয়ার পর থেকে ট্রাম্পের জনপ্রিয়তা স্মরণকালের সর্বনিম্নে ঠেকেছে। মার্কিন হামলার জবাবে ইরান তেল সরবরাহের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নৌপথ হরমুজ প্রণালি বন্ধ করে দিলে এই পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়।

তবে গত রোববার (১৪ জুন) একটি সমঝোতা স্মারক ঘোষণার পর প্রণালিটি আবার খুলে দেওয়া হয়, যার ফলে যুক্তরাষ্ট্রে জ্বালানি তেলের দাম কিছুটা কমে এসেছে।

জনপ্রিয়তায় ধস নামায় নির্বাচনি প্রচারণায় যে স্থবিরতা তৈরি হয়েছিল, তা কাটিয়ে উঠতে ট্রাম্পের হাতে এখন মাত্র পাঁচ মাস সময় রয়েছে। নির্বাচনে প্রতিনিধি পরিষদের (হাউস অব রিপ্রেজেন্টেটিভস) নিয়ন্ত্রণ ডেমোক্র্যাটরা ফিরে পাবে বলে ধারণা করা হচ্ছে, যদিও সিনেটের লড়াইয়ে দুই দলের মধ্যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার আভাস মিলছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলো বলছে, শান্তি চুক্তি সম্পাদন এবং হরমুজ প্রণালি পুনরায় উন্মুক্ত হওয়ার বিষয়টি আতঙ্কিত রিপাবলিকান শিবিরের উদ্বেগ অনেকটাই কমে এসেছে।

জর্জ ডব্লিউ বুশ প্রশাসনের সাবেক কর্মকর্তা চার্লি কুপার বলেন, পুনর্নির্বাচনের মুখোমুখি হওয়া একদল নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি এই ভেবে স্বস্তি পাচ্ছেন যে ইরান যুদ্ধ শেষ হয়েছে। কারণ তাদের মূল মাথাব্যথা ছিল জ্বালানি তেলের দাম, সামগ্রিক মূল্যস্ফীতি এবং সুদের হার নিয়ে।

তিনি আরও যোগ করেন, ইরান-সংক্রান্ত পররাষ্ট্রনীতি নিয়ে তাদের বিশেষ কোনো মাথাব্যথা নেই। তারা বরং এই আশা নিয়ে মধ্যবর্তী নির্বাচনে যেতে চান যে তেলের দাম কমবে এবং প্রেসিডেন্টের যুদ্ধ নীতির পক্ষে তাদের আর সাফাই গাইতে হবে না।

কিন্তু আগামী নভেম্বরের পর ট্রাম্প এই চুক্তি পুনর্মূল্যায়ন করতে পারেন। গত বুধবার (১৭ জুন) তার স্বাক্ষরিত এই সমঝোতা স্মারকটি রিপাবলিকান কট্টরপন্থী এবং ইসরায়েলি কর্মকর্তাদের তীব্র ক্ষোভের কারণ হয়েছে। তারা এটিকে ইরানের শাসনব্যবস্থার কাছে নতি স্বীকার হিসেবে দেখছেন।

১৪ দফার ওই নথি অনুযায়ী, তেহরান একটি পুনর্গঠন তহবিল, অবরুদ্ধ সম্পদ অবমুক্তকরণ এবং তেল নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের মাধ্যমে প্রায় অর্ধ ট্রিলিয়ন (৫০ হাজার কোটি) ডলার পেতে পারে।

সমালোচকদের ভয়, এই বিপুল অর্থ ইরান তাদের ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র ভাণ্ডার পুনর্গঠনে এবং হিজবুল্লাহর মতো তাদের অনুগত সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলোর অর্থায়নে ব্যবহার করতে পারে। এছাড়া এই সমঝোতা স্মারকে ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচি ও ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণের মতো জটিল বিষয়গুলোকে আগামী ৬০ দিনের মধ্যে শেষ করার শর্তে পরবর্তী আলোচনার টেবিলে ঠেলে দেওয়া হয়েছে।

ইরান ইতোমধ্যে জানিয়েছে, আলোচনা শেষ হওয়ার পর এই প্রণালি দিয়ে চলাচলকারী তেলবাহী ট্যাঙ্কারগুলোর ওপর তারা শুল্ক আরোপ করতে চায়- যুদ্ধ শুরুর আগে যা কখনো ছিল না।

জানা গেছে, ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু এই শান্তি চুক্তির বিষয় নিয়ে ভীষণ ক্ষুব্ধ। পাশাপাশি রিপাবলিকান কট্টরপন্থীরাও প্রকাশ্যেই এর সমালোচনা করছেন।

ট্রাম্প যদি শেষ পর্যন্ত নিজের করা এই চুক্তি বাতিলও করেন, তবে তিনি ইরানের সঙ্গে নতুন করে আলোচনায় বসবেন নাকি আবারও সামরিক পদক্ষেপের পথ বেছে নেবেন- তা এখনো অস্পষ্ট।

ট্রাম্প প্রশাসনের অন্যতম ইরান-বিরোধী কট্টরপন্থী নেতা এবং মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও এই সমঝোতা স্মারকের বিষয়ে অনেকটাই নীরব রয়েছেন। তবে তিনি দাবি করেছেন, চূড়ান্ত চুক্তিটি তেহরানের পারমাণবিক উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে দুর্বল করবে।

এদিকে ট্রাম্প গত বুধবার বলেছেন, ৬০ দিনের মধ্যে আলোচনা সম্পন্ন না হলে যুক্তরাষ্ট্র আবারো বোমা হামলায় ফিরে যাবে।

এদিকে মধ্যবর্তী নির্বাচনের পর নতুন চুক্তির এই দাবিকে সম্পূর্ণ নাকচ করে দিয়েছেন হোয়াইট হাউসের মুখপাত্র অ্যানা কেলি।

তিনি বলেন, এটি একটি ভুয়া খবর। এই প্রতিবেদক মানুষকে এটি বিশ্বাস করাতে প্রতারণার আশ্রয় নিচ্ছেন যে একজন নামহীন একক সূত্র সবকিছু জানে; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা কিছুই জানে না।

কেলি আরও বলেন, প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প সব সময়ই সদিচ্ছা নিয়ে কাজ করেন এবং নিজের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেন- যতক্ষণ পর্যন্ত অপর পক্ষ তাদের কথা রাখে।

কূটনৈতিক আলোচনা চলাকালীনও যুক্তরাষ্ট্র ইরানে দুইবার বোমা হামলা চালিয়েছিল: প্রথমবার জুনে অপারেশন মিডনাইট হ্যামার অভিযানের সময় এবং দ্বিতীয়বার ফেব্রুয়ারিতে, যখন ট্রাম্প এই যুদ্ধ শুরু করেন।

বছরের শেষের দিকে এই চুক্তি বাতিল করা হলে তা মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট ও প্রধান মধ্যস্থতাকারী জেডি ভ্যান্সের জন্য চরম মানহানিকর হবে। কারণ এই চুক্তিটি জনগণের সামনে ইতিবাচকভাবে তুলে ধরার মূল দায়িত্বটি তার ওপরই ন্যস্ত ছিল।

ট্রাম্প যদি এই চুক্তি বাতিল করেন এবং ইরান আবারও হরমুজ প্রণালি বন্ধ করে দেয়, তবে এর ফলে সৃষ্ট অর্থনৈতিক বিপর্যয় ২০২৮ সালের হোয়াইট হাউস রেসে (প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে) নামতে যাওয়া জেডি ভ্যান্সের রাজনৈতিক সম্ভাবনার মারাত্মক ক্ষতি করতে পারে।

গত বুধবারে এক প্রেস ব্রিফিংয়ে জেডি ভ্যান্স ইসরায়েল সরকারের সদস্যদের পক্ষ থেকে আসা সমালোচনার লাগাম টানার চেষ্টা করেন। তিনি সতর্ক করে বলেন, এই মুহূর্তে বিশ্বে যুক্তরাষ্ট্রই ইসরায়েলের একমাত্র অবশিষ্ট বন্ধু।

ভ্যান্সের এই মন্তব্য রক্ষণশীল গোষ্ঠী এবং ইসরায়েলপন্থী রিপাবলিকান দাতাদের একাংশের তীব্র ক্ষোভের জন্ম দিয়েছে, যা তার ভবিষ্যৎ প্রেসিডেন্ট প্রার্থী হওয়ার দৌড়ে আরেকটি বড় সতর্কসংকেত।

এদিকে ওয়াশিংটনের নীতিনির্ধারকদের মধ্যেও এই ৬০ দিনের যুদ্ধবিরতি আদৌ টিকবে কি না, তা নিয়ে গভীর সংশয় রয়েছে। গত শুক্রবার লেবাননে ইসরায়েলি বোমা হামলার কারণে এই যুদ্ধবিরতি চরম হুমকির মুখে পড়েছিল, যা পরবর্তীতে একটি তড়িঘড়ি করা সমঝোতার মাধ্যমে সাময়িকভাবে শান্ত করা হয়।

ইরান যুদ্ধের খরচ মেটাতে

৬ পৃষ্ঠার পর

জানিয়েছে, পেন্টাগনের জন্য অর্থ বরাদ্দের পাশাপাশি কৃষি ও দুর্যোগ ত্রাণের মতো প্রতিরক্ষাবহির্ভূত অগ্রাধিকারমূলক খাতের জন্য অর্থ অন্তর্ভুক্ত করে যুক্তরাষ্ট্র সরকারের একটি পূর্ণাঙ্গ সম্পূরক বাজেট প্রস্তাব আগামী কয়েক দিনের মধ্যেই আইনপ্রণেতাদের কাছে পাঠানো হতে পারে।

রয়টার্স তাৎক্ষণিকভাবে প্রতিবেদনটি যাচাই করতে পারেনি।

রয়টার্স যোগাযোগ করলে কর্মঘণ্টার বাইরে থাকায় হোয়াইট হাউস এবং পেন্টাগনের পক্ষ থেকে তাৎক্ষণিক কোনো মন্তব্য পাওয়া যায়নি। এপ্রিলে এক পেন্টাগন কর্মকর্তা রয়টার্সকে জানান, ইরান যুদ্ধের খরচ প্রায় ২৫ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছেছে। এটি ছিল যুদ্ধের ব্যয় সম্পর্কে প্রথম সরকারি হিসাব।

তবে ২৮ ফেব্রুয়ারি ইসরায়েলের সঙ্গে যৌথভাবে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প যে যুদ্ধ শুরু করেন, সেই সংঘাতের মোট ব্যয় কত হয়েছে, তা এখনো কংগ্রেসে আলোচনার একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হয়ে রয়েছে।

অতিরিক্ত অর্থায়নের জন্য প্রাথমিকভাবে ২০০ বিলিয়ন ডলারের যে আবেদন করা হয়েছিল, তা আইনপ্রণেতাদের তীব্র বিরোধিতার মুখে পড়ে।

হোয়াইট হাউসের বাজেট পরিচালক রাসেল ভট এপ্রিল মাসে প্রতিনিধি পরিষদের বাজেট কমিটির এক শুনানিতে বলেন, যুদ্ধের ব্যয় কত হয়েছে সে বিষয়ে তার কাছে কোনো হিসাব নেই।

একই শুনানিতে তিনি ট্রাম্পের প্রস্তাবিত ১ দশমিক ৫ ট্রিলিয়ন ডলারের বার্ষিক সামরিক বাজেটের পক্ষে অবস্থান তুলে ধরেন।

প্রস্তাবিত বাজেটে নভেম্বরের মধ্যবর্তী নির্বাচনের আগে রিপাবলিকান পার্টির অগ্রাধিকারগুলো প্রতিফলিত হয়েছে।

ইরানের জন্য ৩০০ বিলিয়ন ডলারের

৬ পৃষ্ঠার পর

প্রজাতন্ত্র ইরানের পুনর্গঠন ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য অন্তত ৩০০ বিলিয়ন ডলারের একটি চূড়ান্ত, পারস্পরিক সম্মত পরিকল্পনা প্রণয়নের অঙ্গীকার করছে।

স্মারকটিতেও বাস্তবায়ন পদ্ধতি নির্ধারণের বিষয়টি ৬০ দিনের আলোচনার জন্য রেখে দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি যুক্তরাষ্ট্র প্রয়োজনীয় যেকোনো লাইসেন্স, নিষেধাজ্ঞা থেকে অব্যাহতি বা অন্যান্য অনুমোদন দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। যদিও পরিকল্পনার শর্তাবলি এখনো নির্ধারিত হয়নি, ট্রাম্প বৃহস্পতিবার ট্রুথ সোশ্যালে দেওয়া এক পোস্টে এই প্রকল্পে যুক্তরাষ্ট্রের সরাসরি অর্থায়নের সম্ভাবনা নাকচ করে দেন।

তিনি লেখেনও যুক্তরাষ্ট্র থেকে ইরানকে ৩০০ বিলিয়ন ডলার পরিশোধ করা হচ্ছে না। এটি ভুয়া খবর।

তিনি এই বিষয়টিকে ডেমোক্র্যাটদেরও অপপ্রচার বা প্রোপাগান্ডা বলে অভিহিত করেন। অন্যদিকে, বৃহস্পতিবার প্রকাশিত নিউইয়র্ক টাইমসকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ভ্যান্স বলেন, এই পরিকল্পনার অর্থও মার্কিন করদাতারা বহন করবেন না।

তিনি বলেনও আমেরিকার এক পয়সাও ইরানে যাবে না।

পরবর্তী এক সংবাদ সম্মেলনে ভ্যান্স ইঙ্গিত দেন যে এই তহবিলের অর্থ আঞ্চলিক আরব দেশগুলো এবং ইরানে বিনিয়োগে আগ্রহী অন্যান্য দেশের মাধ্যমে জোগাড় করা যেতে পারে। এর ফলে অর্থনৈতিক সংযোগ সৃষ্টি হবে, যা দীর্ঘস্থায়ী শান্তি নিশ্চিত করতে সহায়তা করতে পারে।

তবে এখন পর্যন্ত কোনো দেশ এই পরিকল্পনায় আর্থিক প্রতিশ্রুতি দেওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করেনি।

ভ্যান্স আরও বলেন, ইরান কেবল তখনই এসব সম্পদে প্রবেশাধিকার পাবে, যদি তারা সম্পূর্ণভাবে শর্ত মেনে চলে এবং তাদের আচরণ পরিবর্তন করে।

রাজনৈতিক অস্ত্র

সাম্প্রতিক দিনগুলোতে বেশ কয়েকজন শীর্ষ ডেমোক্র্যাট ৩০০ বিলিয়ন ডলারের এই তহবিলকে যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যার সঙ্গে যুক্ত করার চেষ্টা করেছেন। নভেম্বরে মধ্যবর্তী নির্বাচন ঘনিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে এই বার্তা আরও জোরালো হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

সিনেটর অ্যামি ক্লোবুচার চলতি সপ্তাহে এক্সে দেওয়া এক পোস্টে বলেন, ৩০০ বিলিয়ন ডলার দিয়ে আমরা গৃহহীনতা দূর করতে পারতাম, ৪০ বছরের জন্য ক্যানসার গবেষণার অর্থায়ন করতে পারতাম এবং সাত বছরেরও বেশি সময় ধরে প্রতিটি শিশুকে বিনা মূল্যে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা দিতে পারতাম। কিন্তু তার বদলে ট্রাম্প এটি ইরানে পাঠাচ্ছেন।

সিনেটে ডেমোক্র্যাটদের শীর্ষ নেতা চাক শুমার বলেন, ডেমোক্র্যাটরা ট্রাম্পকে ইরানে ৩০০ বিলিয়ন ডলার পাঠাতে সহায়তা করবে না।

আবারও কেপ ভার্দের চমক:

১১ পৃষ্ঠার পর

গলে বলটি এগিয়ে যায় এবং একবার বাউন্স করে গোলরক্ষক ফার্নান্দো মুসলেরাকে পরাস্ত করে।

তবে প্রথমার্ধের শেষ দিকে দুটি গোল করে ম্যাচে ফিরে আসে উরুগুয়ে। গোল দুটি করেন ম্যাক্সিমিলিয়ানো আরাউহো ও আগুস্তিন কানোবিও। এতে মনে হচ্ছিল, বিরতির পর মার্সেলো বিয়েলসার দল ম্যাচের ওপর আরও নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করবে।

কিন্তু এরপর আরেকটি অদ্ভুত পরিস্থিতিতে সমতায় ফেরে কেপ ভার্দে। গোললাইন থেকে অনেকটা সামনে উঠে আসা মুসলেরাকে বিপদে ফেলে ভলিতে ফাঁকা জালে বল পাঠান হেলিও ভারেলা।

উল্লেখযোগ্যভাবে, এই ড্রয়ের ফলে গ্রুপ এইচ থেকে পরের রাউন্ডে (রাউন্ড অব ৩২) ওঠার ক্ষেত্রে কেপ ভার্দের সম্ভাবনা এখন ৬৭ শতাংশ। অন্যদিকে উরুগুয়ের সম্ভাবনা নেমে এসেছে ৩৫ শতাংশে।

গ্রুপপর্বের শেষ ম্যাচে ২৬ জুন স্পেনের মুখোমুখি হবে উরুগুয়ে। অন্যদিকে কেপ ভার্দের প্রতিপক্ষ সৌদি আরব।

বিশ্বকাপে বাংলাদেশিদের সমর্থন চাইলেন

১১ পৃষ্ঠার পর

হাইকমিশনার সারাহ কুক ও জাপানের রাষ্ট্রদূত সাইদা শিনিচি আলাদাভাবে পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর চীন সফরের সঙ্গে এসব বৈঠকের কোনো সম্পর্ক আছে কি না জানতে চাইলে প্রধানমন্ত্রীর পররাষ্ট্রবিষয়ক উপদেষ্টা হুমায়ুন কবির বলেন, এগুলো নিয়মিত দ্বিপক্ষীয় বৈঠকের অংশ। সাংবাদিকদের তিনি বলেন, আমরা আমাদের দেশ ও জনগণের স্বার্থে সব দেশ সফর করব। কোনো এক সময় ভারত, যুক্তরাষ্ট্রসহ অন্যান্য দেশেও যাব। কোথায় যাব বা যাব না, সে বিষয়ে অন্য কোনো দেশের সঙ্গে পরামর্শ করার কথা নয়। বৈঠক শেষে দ্বিপক্ষীয় আলোচনার প্রসঙ্গ এড়িয়ে মার্কিন রাষ্ট্রদূত বিশ্বকাপ ম্যাচে যুক্তরাষ্ট্রের জয়ের প্রসঙ্গ টেনে আনেন।

মা এসে গেছেন! অবশেষে কেপ ভার্দের গোলরক্ষক ভোজিনহার

১০ পৃষ্ঠার পর

ম্যাচ শেষে তিনি আবেগঘন কণ্ঠে জানান, তার মা যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা না পাওয়ায় মাঠে উপস্থিত থাকতে পারেননি।

ভোজিনহার সেই আবেগঘন বার্তার ভিডিও ভাইরাল হওয়ার পরই মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর তার মা আনা ক্যান্ডিডা ইভোরাকে ভিসা দেয়। এরপর কেপ ভার্দের রাজধানী প্রাইয়া থেকে মিয়ামিতে উড়ে আসেন তিনি।

ফুটবলেই মনোযোগ ভোজিনহার

মা অবশেষে সরাসরি তার খেলা দেখতে পারবেন জেনে দারুণ আনন্দিত ভোজিনহা। তবে তিনি স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছেন, এখন তার পুরো মনোযোগ কেবল ফুটবলেই। কারণ, উরুগুয়ের বিপক্ষে এই ম্যাচটি জিতলে কেপ ভার্দে নকআউট পর্বের আরও এক ধাপ কাছাকাছি পৌঁছে যাবে।

স্থানীয় সময় বিকেল ৩টা ৫৩ মিনিটে মিয়ামি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে দেখা যায় ইভোরাকে। এ সময় তিনি হাসিমুখে ফিফার অ্যাক্রেডিটেশন কার্ড ঝোলানো কর্মীদের সঙ্গে করমর্দন করেন।

যাওয়ার আগে তিনি শুধু বলেন,ওআমি

তাকে শুভকামনা জানাতে চাই এবং আশা করি সে একটি ভালো ম্যাচ খেলবে।

তবে তিনি সরাসরি পাঁচ ঘণ্টার গাড়ি চালিয়ে টাম্পায় (যেখানে তার ছেলে আছেন) যাবেন, নাকি রোববার পর্যন্ত অপেক্ষা করবেনড়তা তাৎক্ষণিকভাবে জানা যায়নি।

স্পেনের বিপক্ষে সেই রাত

স্পেনের বিপক্ষে অসাধারণ কিছু সেভ করে এই টুর্নামেন্টের অন্যতম বড় তারকা হয়ে উঠেছেন এই বর্ষীয়ান গোলরক্ষক।

তবে ম্যাচ শেষে তার কান্না ভেজা সেই কথাগুলো তাকে আরও বেশি মানুষের হৃদয়ে জায়গা করে দিয়েছে। তিনি জানিয়েছিলেন, যাদের কাছে তিনি বড় হয়েছেন, সেই দাদা-দাদি আর বেঁচে নেই। আর তার মা-ও ভিসা না পাওয়ায় তার ক্যারিয়ারের সবচেয়ে বড় এই মুহূর্তটির সাক্ষী হতে পারেননি।

ভোজিনহার এই কথাগুলো সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হওয়ার পর অনেকেই তার প্রতি সহানুভূতি জানান।

ফুটবল বিশ্বকাপে

১১ পৃষ্ঠার পর

পারেনি মিসর। ফলে ১-০ ব্যবধানে পিছিয়ে থেকেই বিরতিতে যায় তারা।

বিরতি থেকে ফিরে আক্রমণের তীব্রতা বাড়ায় মিসরীয়রা। ৫৮ মিনিটে ডান প্রান্ত থেকে মোহাম্মদ হানির ক্রসে শূন্যে ভেসে ওঠা দুর্দান্ত এক হেডে দলকে সমতায় ফেরান মোস্তফা জিকো।

সমতায় ফেরার পর ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ পুরোপুরি নিজেদের হাতে নেয় মিসর। ম্যাচজুড়ে ৫৬ শতাংশ বলের দখল ধরে রাখা দলটি ৬৭ মিনিটে প্রথম গোলের নায়ক জিকোর পাস থেকে বাঁ পায়ের চিরচেনা বাঁকানো শটে নিউজিল্যান্ডের গোলরক্ষককে পরাস্ত করেন লিভারপুল কিংবদন্তি মোহাম্মদ সালাহ।

৮২ মিনিটে নিউজিল্যান্ডের কফিনে শেষ পেরেক ঠোকেন বদলি হিসেবে নামা ফরোয়ার্ড ত্রেজেগে। সালাহর কর্নার থেকে বক্সের ভেতরে অরক্ষিত থাকা ত্রেজেগে সহজেই বল জালে জড়িয়ে দেন। মাত্র ২৪ মিনিটের ব্যবধানে তিন গোল করে মিসর।

প্রথম ম্যাচে ইরানের সঙ্গে ২-২ গোলে ড্র করা নিউজিল্যান্ড এদিন মিসরের আক্রমণভাগের সামনে দাঁড়াতেই পারেনি। শেষ পর্যন্ত ৩-১ গোলের জয় নিয়ে মাঠ ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বকাপে নিজেদের প্রথম জয়ের উচ্ছ্বাসে মেতে ওঠে সালাহর দল।

এবারের বিশ্বকাপে

১০ পৃষ্ঠার পর

ও ২০২২ এর কাতার বিশ্বকাপ মিলিয়ে মাত্র ৩টি সরাসরি লাল কার্ড দেখানোর ঘটনা ঘটেছিল। আর সব ধরণের লাল কার্ড হিসাব করলেও গত দুই আসর মিলিয়ে মোট ৮ বার লাল কার্ড দেখানোর ঘটনা ঘটেছিল। এবার সেখানে গ্রুপ পর্ব অর্ধেক শেষ হওয়ার আগেই ৭ লাল কার্ড! এখন পর্যন্ত সর্বোচ্চ দুইটি করে লাল কার্ড দেখেছেন কাতার ও দক্ষিণ আফ্রিকার খেলোয়াড়েরা। একবার করে দেখেছেন মেক্সিকো, বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা এবং প্যারাগুয়ের ফুটবলার। এর মধ্যে উদ্বোধনী ম্যাচেই রেফারি ৩ বার লাল কার্ড দেখাতে বাধ্য হয়েছেন। বিশ্বকাপ ইতিহাসে এই প্রথমবার কোনো আসরের উদ্বোধনী ম্যাচে ৩ জন ফুটবলার লাল কার্ড দেখেছেন।

এখন পর্যন্ত এক বিশ্বকাপে সবচেয়ে বেশি লাল কার্ডের নজির ২০০৬ জার্মানি বিশ্বকাপে। সেবার মোট ২৮টি লাল কার্ড দেখানো হয়েছিল, যার মধ্যে ৯টি ছিল সরাসরি লাল কার্ড। ২০১০ এর দক্ষিণ আফ্রিকা বিশ্বকাপেও সরাসরি ৯ বার লাল কার্ড দেখানোর ঘটনা ঘটেছিল।

লাল কার্ড দেখানো নিয়ে যেমন আলোচনা হয়েছে, তেমনি কার্ড না দেখানো নিয়েও এর মধ্যে প্রচুর বিতর্ক হয়েছে। আলজেরিয়ার বিপক্ষে ম্যাচের ৩০ মিনিটের মাথায় করা ফাউলের জন্য লিওনেল মেসির সরাসরি লাল কার্ড দেখা উচিত ছিল কি না, তা নিয়ে বিভক্ত ফুটবল অঙ্গন। একই রকম অপরাধের পরেও সাধারণ ফুটবলারদের চেয়ে তারকা ফুটবলাররা বেশি ছাড় পাচ্ছেন কি না, এমন প্রশ্ন তুলেছেন দক্ষিণ আফ্রিকা দলের কোচ হুগো ব্রুস।

চেকিয়ার বিপক্ষে ম্যাচের আগে ব্রুস সাংবাদিকদের বলেছিলেন, 'থেম্বা জোয়ানের লাল কার্ডটা (মেক্সিকোর বিপক্ষে প্রথম ম্যাচে) বাড়াবাড়ি ছিল। বিশেষ করে মেসির করা ফাউলটা দেখার পর আমি আরও বিশ্বাস করতে চাই না যে জোয়ানের ফাউলটা লাল কার্ড দেখানোর মতো ছিল। আমার খেলোয়াড়ের ফাউল রিভিউ করা হচ্ছে, কিন্তু মেসিরটা সেটাও করা হয়নি'।

শতাধিক ম্যাচের এই বিশ্বকাপে এখনো এক-তৃতীয়াংশ ম্যাচও হয়নি, এর মধ্যেই লাল কার্ড নিয়ে এত বিতর্ক আর আলোচনা। ফাইনাল ম্যাচ আসতে আসতে লাল কার্ডের সংখ্যা জার্মানি বিশ্বকাপকেও ছাড়িয়ে যায় কি না, সেটিই বোধহয় এখন আগ্রহের জায়গা!

এক যুগ পর

১১ পৃষ্ঠার পর

পর্ব পার হতে পারেনি। তাই এই সাফল্য পাওয়ার জন্য কোচ ইউলিয়ান নাগেলসম্যানের ওপর প্রচণ্ড চাপ ছিল। ম্যাচ শেষে উন্দাভের চমৎকার ফিনিশিংয়ের প্রশংসা করে কোচ জানান, ইকুয়েডরের বিরুদ্ধে পরের ম্যাচে তিনি শুরু থেকেই খেলতে পারেনড়এমন সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

নাগেলসম্যান বলেন,ওম্যাচটি তার জন্য দারুণ ছিল। এর চেয়ে নিখুঁত অবদান আর হতে পারে না।

ম্যাচের প্রথমার্ধে জার্মানি বেশ চাপে ছিল। ৩০তম মিনিটে ফ্রাঙ্ক কেসি গোল করে আইভরি কোস্টকে এগিয়ে নেন। ইউরোপের বড় বড় ক্লাবের নজরে থাকা আইভরি কোস্টের তরুণ ফুটবলার ইয়ান দিওমান্দের পাস থেকে এই গোলটি হয়।

প্রথমার্ধে জার্মানরা আরও দুবার বল জালে পাঠিয়েছিল, কিন্তু দুটি গোলই বাতিল হয়। প্রথমবার ২১তম মিনিটে আলেকসান্ডার পাভলোভিচ গোল করলেও রেফারি জানান তিনি গোলরক্ষককে ফাউল করেছেন। দ্বিতীয়বার ৩৮তম মিনিটে আর্সেনাল তারকা কাই হাভার্টজ গোল করলেও জামাল মুসিয়ালার ফাউলের কারণে সেটি বাতিল করা হয়।

দ্বিতীয়ার্ধের শুরু থেকেই জার্মানি অলআউট আক্রমণ করতে থাকে। আইভরি কোস্টের রক্ষণভাগ ৬৮তম মিনিট পর্যন্ত সামলে রাখলেও শেষ রক্ষা হয়নি। নাদিয়েম আমিরির ক্রস থেকে চমৎকার ভলিতে জার্মানিকে সমতায় ফেরান উন্দাভ। এরপর ফেলিক্স নমেচার পাস থেকে উন্দাভ নিজের দ্বিতীয় গোলটি করতেই পুরো স্টেডিয়াম উৎসবে মেতে ওঠে। এই জয়ের মাধ্যমে গত দুটি বিশ্বকাপের টানা হতাশা দূর করল জার্মানরা।

জার্মানির ডিফেন্ডার জোনাথন তা বলেন, ওজেতার মানসিকতা আর দলগত শক্তিড় একটা টুর্নামেন্টে সফল হতে যা লাগে, আমাদের আজ সবই ছিল। আমরা কেউ হাল ছাড়িনি। যারা পরে মাঠে নেমেছে, তারা দলের শক্তি বাড়িয়েছে। দেনিজের কথা আলাদা করে বলতেই হবে, এককথায় অসাধারণ।

আইভরি কোস্ট কখনোই বিশ্বকাপের পরের পর্বে যেতে পারেনি। তবে গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচে নতুন দল কুরাসাওকে হারাতে পারলে এখনও তাদের সামনে সুযোগ থাকবে।

সেই সুইডেনের জালে

১১ পৃষ্ঠার পর

নর্ডফেল্টকে পরাস্ত করেন তিনি।

এরপর নিজেদের সেরা সুযোগটি পায় সুইডেন। কিন্তু ভিক্তর গিওকেরেসের ক্রসে ফাঁকায় থাকা ইয়াসিন আইয়ারি বুক দিয়ে বল নিয়ন্ত্রণে নিতে গিয়ে পুরোপুরি ব্যর্থ হন। পরের ভালো সুযোগটি নষ্ট করেন গিওকেরেস নিজেই। ম্যাচে সেভাবে আলো ছড়াতে না পারা আলেক্সান্দার ইসাকের বাড়ানো বল ঠিকমতো পায়ে লাগাতে পারেননি তিনি। গিওকেরেস ও আইয়ারি এরপর আরও একবার করে গোলের সুযোগ পেয়েছিলেন। কিন্তু ব্যস্ত সময় পার করা গোলরক্ষক বার্ট ভারব্রুগেন তাদের হতাশ করেন। ফলে প্রথমার্ধের শেষদিকে চাপ সামলে কোনোমতে জাল অক্ষত রাখে নেদারল্যান্ডস। বিরতির পর ডোনিয়েল মালেনের বদলি হিসেবে সামারভিলকে মাঠে নামান কোচ কুমান।

Advanced
SENIOR CARE
ADVANCED SENIOR DAY CARE
DAY CARE SERVICE
We have strong connections with MLTC.
Anthem
S W H
Senior Whole Health.
VILLAGECAREMAX
And More
SHAHAB UDDIN SAGOR
MANAGING DIRECTOR
NIMME NAHAR
DIRECTOR
উত্তম সেবাই
আমাদের লক্ষ্য
718 799 1007
• We Provide Transportation for Pick-up and Drop Off
• Both Halal and Vegetarian Food Option
CONTACT US
daycare@shahabsagor.com
220-05, Jamaica Ave, NY 11428

শ্রমবাজার খুলতে মালয়েশিয়ার প্রতি

৯ পৃষ্ঠার পর

নিতেও দুই দেশ সম্মত হয়েছে বলে জানান প্রধানমন্ত্রী।

তারেক রহমান বলেন, গত ফেব্রুয়ারিতে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পর প্রথম যাদের ফোন পেয়েছিলেন, তাদের মধ্যে মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহিম অন্যতম। তিনি বলেন, তিনি আমাকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন এবং মালয়েশিয়া সফরের আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। তার আমন্ত্রণ গ্রহণ করতে পেরে আমি সম্মানিত। প্রধানমন্ত্রী হিসেবে আমার প্রথম বিদেশ সফরে এখানে আসতে পেরে আমি ও আমার স্ত্রী আনন্দিত।

উষ্ণ অভ্যর্থনা ও আতিথেয়তার জন্য মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী, সরকার ও জনগণকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান তারেক রহমান। মালয়েশিয়াকে বাংলাদেশের একটি বিশ্বস্ত ও দীর্ঘস্থায়ী অংশীদার হিসেবে উল্লেখ করে তিনি বলেন, 'পারস্পরিক আস্থা, অভিন্ন মূল্যবোধ এবং দুই দেশের মানুষের মধ্যকার দৃঢ় সম্পর্কের ওপর ভিত্তি করেই আমাদের এই বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছে।'

দ্বিপক্ষীয় এই বৈঠকে বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলে ছিলেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী খলিলুর রহমান, প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থানমন্ত্রী আরিফুল হক চৌধুরী, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি প্রতিমন্ত্রী অনিন্দ্য ইসলাম অমিত, প্রধানমন্ত্রীর পররাষ্ট্রবিষয়ক উপদেষ্টা হুমায়ুন কবীর, অর্থ ও পরিকল্পনা উপদেষ্টা রাশেদ আল মাহমুদ তিতুমীর, শিক্ষা উপদেষ্টা মাহদী আমিন, পররাষ্ট্রসচিব আসাদ আলম সিয়ামসহ উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা।

সংবাদ সম্মেলনের পর প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান, তার স্ত্রী ডা. জুবাইদা রহমান এবং বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলের সদস্যরা মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রীর সরকারি বাসভবন সেরি পেরদানা কমপ্লেক্সে আয়োজিত রাষ্ট্রীয় মধ্যাহ্নভোজে অংশ নেন। দুই দেশের গভীর বন্ধুত্বের নিদর্শনস্বরূপ এই আয়োজনে মালয়েশিয়ার প্রখ্যাত শিল্পীদের বাংলা ও মালয় ভাষায় গানসহ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক পরিবেশনার আয়োজন করা হয়।

দুই প্রধানমন্ত্রীর একান্ত বৈঠক

যৌথ সংবাদ সম্মেলন ও দ্বিপক্ষীয় আলোচনার আগে দুই দেশের মধ্যে সম্পর্ক আরও জোরদার এবং পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ে সহযোগিতা গভীর করতে তারেক রহমান ও আনোয়ার ইব্রাহিমের মধ্যে একান্ত বৈঠক হয়। স্থানীয় সময় সকাল সাড়ে ৯টার দিকে পেরদানা পুত্রায় এই রুদ্ধদ্বার বৈঠক শুরু হয়।

প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পর এটিই তারেক রহমানের প্রথম আনুষ্ঠানিক দ্বিপক্ষীয় বৈঠক।

এর আগে সকালে স্থানীয় সময় ৯টার দিকে স্ত্রী ডা. জুবাইদা রহমানকে নিয়ে পেরদানা পুত্রায় পৌঁছালে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানকে লালগালিচা সংবর্ধনা দেন আনোয়ার ইব্রাহিম। মালয়েশিয়া যে এই সফরকে কতটা গুরুত্ব দিচ্ছে, এটি তারই প্রমাণ।

আনুষ্ঠানিকতা শুরুর আগে আনোয়ার ইব্রাহিম ও তার স্ত্রী দাতুক সেরি ডা. ওয়ান আজিজাহ ওয়ান ইসমাইল বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী ও তার স্ত্রীকে অভ্যর্থনা জানান এবং কুশলবিনিময় করেন। এরপর তারেক রহমানকে লালগালিচা দিয়ে আনুষ্ঠানিক চত্বরে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে মালয়েশিয়ার সশস্ত্র বাহিনীর একটি দল তাকে গার্ড অব অনার প্রদান করে। এ সময় দুই দেশের প্রধানমন্ত্রী পাশাপাশি দাঁড়িয়ে সম্মান জানান এবং বাংলাদেশ ও মালয়েশিয়ার জাতীয় সংগীত বাজানো হয়।

মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহিমের আমন্ত্রণে দুই দিনের সরকারি সফরে রোববার (২১ জুন) রাতে কুয়ালালামপুরে পৌঁছান বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান।

আসিয়ানের মাধ্যমে রোহিঙ্গা সংকট নিরসনে কাজ করবে মালয়েশিয়া: আনোয়ার ইব্রাহিম

মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহিম বলেছেন, রোহিঙ্গা শরণার্থীদের সংকট নিরসনে বাংলাদেশ ও মালয়েশিয়া একত্রে কাজ করবে। এর মধ্যে আসিয়ানের মাধ্যমে মিয়ানমারের সঙ্গে আলোচনা প্রক্রিয়াও অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

মালয়েশিয়ার স্থানীয় গণমাধ্যম দ্য স্টারের প্রতিবেদনে এমনটি বলা হয়েছে। তিনি আরও জানান, দুই দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের মাধ্যমে এই প্রচেষ্টা চালানো হবে।

আনোয়ার ইব্রাহিম বলেন, আমাদের সম্মিলিত উদ্যোগের মাধ্যমে আমরা বাংলাদেশ এবং এখানে (মালয়েশিয়ায়) আশ্রয় নেওয়া রোহিঙ্গাদের দুরবস্থা নিরসনে কাজ করব।

আজ সোমবার বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সঙ্গে বৈঠক শেষে এক যৌথ সংবাদ সম্মেলনে অংশ নিয়ে তিনি বলেন, সমস্যা সমাধানে আমরা আসিয়ানের মাধ্যমে মিয়ানমার কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করব।

আরেক গণমাধ্যম বার্নামা জানায়, প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহিম বিনিয়োগ ও পারস্পারিক সহযোগিতা নিয়েও কথা বলেছেন।

তিনি বলেন, বিনিয়োগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হলেও দুই দেশের পারস্পরিক সহযোগিতাকে গতানুগতিক খাতের বাইরে নিয়ে গিয়ে গবেষণা ও নতুন প্রযুক্তির দিকে প্রসারিত করতে হবে। বিশেষ করে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার (এআই) ওপর জোর দিতে হবে, যা ভবিষ্যতের অন্যতম প্রধান চ্যালেঞ্জ।

তিনি বলেন, আমাদের দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য ও বিনিয়োগের পরিধি আরও বাড়ানো উচিত। আমি যেমনটি বলেছি, কৃষি অন্যতম প্রধান খাত হিসেবে বহাল থাকলেও এখন আমাদের সেমিকন্ডাক্টর, ডিজিটাল অর্থনীতি, জ্বালানি ও উন্নত প্রযুক্তির উৎপাদন শিল্পের মতো নতুন ক্ষেত্রগুলোর দিকেও নজর দিতে হবে। এর আগে তারেক রহমান ও আনোয়ার ইব্রাহিম সাংস্কৃতিক সহযোগিতার একটি সমঝোতা স্মারকসহ সন্ত্রাসবাদ বিরোধী গবেষণা এবং বিনিয়োগের প্রসার ও সহায়তার লক্ষ্যে আরও দুটি নোট বিনিময় কার্যক্রম প্রত্যক্ষ করেন। মালয়েশিয়ার আমন্ত্রণ গ্রহণ করে দেশটিতে সরকারি সফরে যাওয়ায় তারেক রহমানের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন দেশটির প্রধানমন্ত্রী। আনোয়ার ইব্রাহিম বলেন, আমি খুবই আনন্দিত এই কারণে যে তিনি (তারেক রহমান) নিজের রাষ্ট্রীয় সফরের জন্য প্রথম দেশ হিসেবে মালয়েশিয়াকে বেছে নিয়েছেন এবং এই সিদ্ধান্তটি অত্যন্ত প্রশংসিত। এটি তা অকৃত্রিম আন্তরিকতা ও অটুট আস্থারই প্রতিফলন।

তারেক রহমান বলেন, বাংলাদেশে মালয়েশিয়ার বিনিয়োগের শক্তিশালী সম্ভাবনা রয়েছে এবং তিনি মালয়েশীয় ব্যবসায়ীদের বিদ্যমান সুযোগগুলো অন্বেষণ করার জন্য আমন্ত্রণ জানান।

তিনি জানান, আজকের আলোচনায় জ্বালানি, অবকাঠামো, জনশক্তি, হালাল শিল্প, কৃষি প্রক্রিয়াকরণ, শিক্ষা, দক্ষতা উন্নয়ন, প্রতিরক্ষা, ডিজিটাল অর্থনীতি, সেমিকন্ডাক্টর এবং অন্যান্য উচ্চ-মূল্যের শিল্পসহ বিস্তৃত খাত নিয়ে কথা হয়েছে।

সবধরণের ইমিগ্রেশন সমস্যায়

KHAIRUL BASHAR LAW OFFICES

দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এটর্নি

Khairul Bashar, ESQ., MBA., LL.M.
Attorney At Law
Dual-Qualified Exclusive Immigration Focus

আমরা যেসব বিষয়ে পরামর্শ দিয়ে সহায়তা করি

- ফ্যামেলি ইমিগ্রেশন ও সিটিজেনশিপ
- অ্যাসাইলাম ও ডিপোর্টেশন ডিফেন্স
- ওয়েভারস (I-601, I-601A & I-212)
- বর্ডারে গ্রেফতার, ডিটেনশন ও বন্ড
- আপিল ও রিট অব ম্যানডামাস
- U-ভিসা, VAWA & SIJS
- EB-1, EB-2 NIW & EB-3
- বিজনেস ও বিনিয়োগ বিষয়ক ইমিগ্রেশন
- কনস্যুলার প্রসেসিং ও 221 (g) ভিসা রিফিউজাল

(718) 775-8509 (212) 464-8620

New York Office:
7232 Broadway, Suite 301-302
Jackson Heights, NY 11372
khairul@basharlaw.com

D.C. Office:
1629 K Street NW, Suite 300
Washington D.C. 20006
(By Appointment Only)
(888) 771- 4529

info@basharlaw.com
+1(202) 983 - 5504

OPEN 6 Days (M-S)

Manhattan Meeting Location Available (By Appointment Only)

KHAIRUL BASHAR LAW OFFICES
basharlaw.com

*Dual-Qualified Admitted in Washington, D.C., Alabama and Bangladesh
Practice Solely U.S.Immigration & Nationality Law in all 50 States.

সংসদে নিজের বক্তব্য এক্সপাঞ্জ

৯ পৃষ্ঠার পর

কিন্তু তিনি যে গাজীপুরে নারীসহ ধরা পড়লেন, মুতা বিয়ের নামে, সেটা আসলে কী ছিল আমি জানি না।

একপর্যায়ে স্পিকার বলেন, মাওলানা মামুনুল হকের এ বিষয়টি সংসদের কার্যবিবরণীতে আসার প্রয়োজন নেই। তাছাড়া তিনি এখনো এ বিষয়ে নিজের অবস্থান ব্যাখ্যা করেননি। কোনো রাজনৈতিক নেতার ব্যক্তিগত জীবনের অন্ধকার অধ্যায় এখানে আলোচিত হোক, তা আমি চাই না।

এছাড়া স্পিকার হাফিজ উদ্দিন আহমদ আজ জামায়াতে ইসলামীর সংসদ সদস্য আব্দুল মুনতাকিমের বিতর্কিত একটি বক্তব্য এক্সপাঞ্জ করেছেন।

ওই বক্তব্যে আব্দুল মুনতাকিম দাবি করেন, তার বাবা ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে শহীদ হয়েছেন। পরে এ দাবি সঠিক নয় বলে প্রমাণিত হয়।

গত ১৪ জুন বাজেট আলোচনায় নীলফামারী-৪ আসনের সংসদ সদস্য আবদুল মুনতাকিম নিজেকে একজন শহীদ মুক্তিযোদ্ধার সন্তান বলে দাবি করেন। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বক্তব্যটি ছড়িয়ে পড়ার পর তা নিয়ে ব্যাপক সমালোচনা শুরু হয় ও বিভিন্ন মহল থেকে তীব্র প্রতিক্রিয়া আসে।

আজ কিশোরগঞ্জ-২ আসনের সংসদ সদস্য মো. জালাল উদ্দিন কার্যপ্রণালি বিধির আওতায় বিষয়টি উত্থাপন করে ওই 'মিথ্যা বক্তব্য' কার্যবিবরণী থেকে বাদ দেওয়ার দাবি জানান।

তিনি বলেন, মুনতাকিমের বাবা এখনো জীবিত রয়েছেন। ফলে তার ওই দাবি বিভ্রান্তিকর এবং সংসদের আনুষ্ঠানিক কার্যবিবরণীতে থাকার উপযুক্ত নয়।

জবাবে স্পিকার বলেন, এটি কার্যপ্রণালি বিধির বিষয় নয়। তবে সংশ্লিষ্ট সংসদ সদস্য ইতোমধ্যে আমার কক্ষে এসে দেখা করেছেন এবং স্বীকার করেছেন যে এটি মুখ ফসকে বলা হয়েছিল। তিনি স্বীকার করেছেন, তার বাবা জীবিত আছেন এবং এ ভুলের দায়ও গ্রহণ করেছেন। যেহেতু এটি অনিচ্ছাকৃত ছিল, তাই বক্তব্যটি কার্যবিবরণী থেকে বাদ দেওয়া হবে।

হাতের
মুঠোয়
পরিচয়
পড়ুন
Weekly Parichoy
পরিচয়
নিরাপদে
থাকুন
ই-ভার্সন পেতে আপনার ইমেইল এড্রেস পাঠিয়ে দিন
parichoyny@gmail.com

GLOBAL MULTI SERVICES, INC
IRS e-file
INCOME TAX
IMMIGRATION
ACCOUNTING
TAX AUDIT
BUSINESS SETUP
TRAVELS
AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
অভিজ্ঞ ট্যাক্স প্রিপারেটরের মাধ্যমে
ট্যাক্স এনালাইসিস ও ফাইলিং করা হয়
তারেক হাসান খান, সিইও
37-18, 74th Street, Suite#202, Jackson Heights, NY 11372
Ph: (718) 205-2360, Fax: (718) 799-5864
Email: globalmsinc@yahoo.com

KARNAFULLY
TAX SERVICES INC
KARNAFULLY INCOME TAX SCHOOL
কর্ণফুলী ইনকাম ট্যাক্স স্কুল
Register today to ensure your place in the class!
Jackson Heights - এর বিশ্বস্ত ট্যাক্স প্রশিক্ষণ কেন্দ্র!
কেন এই কোর্স করবেন?
☑ কোর্স শেষে সার্টিফিকেট
☑ নতুন ট্যাক্স ল' অনুসারে কোর্স
☑ উচ্চ আয়ের সুযোগ
☑ কোনো পূর্ব অভিজ্ঞতা লাগবে না
Mohammed Hasem MBA
President and CEO
আমাদের ঠিকানা:
37-20 74th St. 2nd Fl,
Jackson Heights, NY 11372
আজই রেজিস্ট্রেশন করুন:
Learn To Earn
Become a Tax Pro!
We'll Teach You Everything You Need to Know
718-205-6040
www.karnafulllytax.com
Join Us To Grow & Succeed
Designed By BrandClamp

জালিয়াতির মামলায় সময়

৯ পৃষ্ঠার পর

কাগজপত্র জালিয়াতির অভিযোগে আহমেদ জোবায়েরসহ মোট ছয়জনের বিরুদ্ধে মামলাটি দায়ের করা হয়। গত ১০ মে আদালত অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে সমন জারি করে ১৭ জুনের মধ্যে আদালতে হাজির হওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। তবেনির্ধারিত তারিখে কেউ আদালতে উপস্থিত না হওয়ায় বিচারক তাদের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারও পরোয়ানা জারি করেন।

মামলায় পরোয়ানাভুক্ত বাকি দুই আসামি হলেন- আহমেদ জোবায়েরের স্ত্রী শামীমা সুলতানা চৌধুরী এবং সন্তান সারাফ নাওয়ার জয়ীতা।

এদিন আত্মসমর্পণ শুনানিতে আসামিপক্ষের আইনজীবী ফরহাদ হোসাইন বলেন,এই মামলাটি সম্পূর্ণ মিথ্যা, ভিত্তিহীন এবং হয়রানিমূলক উদ্দেশ্যে দায়ের করা হয়েছে। আসামিপক্ষের ভাষ্য, সময় মিডিয়া লিমিটেডের মালিকানা ও পরিচালনা নিয়ে চলমান বিরোধের জেরে বাদী মোবারক হোসেন প্রতিশোধমূলকভাবে এই মামলা করেছেন।

তিনি বলেন,আসামিদের বিরুদ্ধে প্রতারণা বা অর্থ আত্মসাতের কোনো সুনির্দিষ্ট প্রমাণ নেই এবং তারা তদন্ত ও বিচার কার্যক্রমে সম্পূর্ণ সহযোগিতা করবেন বলেও আদালতকে আশ্বস্ত করা হয়।

তবে উভয় পক্ষের শুনানি শেষে আদালত সময় টিভির সাবেক এমডি আহমেদ জোবায়েরের জামিন আবেদন নামঞ্জুর করে তাকে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দিলেও বাকি তিন আসামির জামিন মঞ্জুর করেন।

বিশ্বকাপে অন্যরকম জাপানি

১০ পৃষ্ঠার পর

জাপান সমতা ফেরায়। কয়েক মিনিট আগেও জাপানি সমর্থকদের হাতে থাকা নীল ব্যাগ ছিল উল্লাসের অংশ। গোলের পর সেই ব্যাগ তারা উঁচিয়ে ধরেছিল, নেচেছিল, গেয়েছিল। খেলা শেষ হতেই সেই একই ব্যাগ হয়ে উঠল আবর্জনা সংগ্রহের পাত্র। স্টেডিয়ামের আসন থেকে তারা ময়লা কুড়িয়ে ব্যাগে ভরতে লাগল। এই দৃশ্য অবশ্য নতুন নয়। ১৯৯৮ সালে ফ্রান্স বিশ্বকাপে জাপানের প্রথম অংশগ্রহণের সময় থেকেই তাদের স্টেডিয়াম পরিষ্কারের অভ্যাস বিশ্বমাধ্যমের নজর কাড়ে। এরপর ২০১৮ রাশিয়া বিশ্বকাপ, ২০২২ কাতার বিশ্বকাপ এবং ২০২৬ বিশ্বকাপেও একই ধারাবাহিকতা দেখা গেছে। ২০১৮ বিশ্বকাপে জাপান দল হেরে যাওয়ার পর ড্রেসিংরুম পরিষ্কার করে ধন্যবাদ নোট রেখে গিয়েছিল। ২০২২ সালে কাতারে জাপানি দর্শকরা আরবি, ইংরেজি ও জাপানি ভাষায় লেখা বার্তা-সংবলিত ব্যাগে আবর্জনা সংগ্রহ করেছিল।

জাপানিদের এই অভ্যাসের পেছনে রয়েছে তাদের সামাজিক শিক্ষা। জাপানের অনেক স্কুলে শিশুদের ছোটবেলা থেকেই নিজের শ্রেণিকক্ষ, করিডোর, খেলার মাঠ পরিষ্কার করতে শেখানো হয়। সেখানে পরিচ্ছন্নতা শুধু কর্মচারীর কাজ নয়, বরং সবার দায়িত্ব। এই শিক্ষার মাধ্যমে শিশুরা বুঝে যায়, যে জায়গা তারা ব্যবহার করে, সেটি গুছিয়ে রেখে যাওয়া সামাজিক আচরণের অংশ। পরে তারা বড় হলে সেই অভ্যাস স্টেডিয়াম, অফিস, রাস্তাঘাট, ট্রেন স্টেশন, পার্কসহ জনজীবনের নানা জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে।

এই অভ্যাসের ভেতরে আছে জাপানিদের জীবনযাপনের একটি দর্শন। তারা মনে করে, কোথাও গেলে, কিছু ব্যবহার করলে, কোনো জনপরিসরে অংশ নিলে সেই জায়গাকে সম্মান করে ফিরে আসতে হবে। জায়গা যাই হোক, সেটি শুধু নিজের নয়, অন্যেরও। তাই নিজের আনন্দের পর অন্যের জন্য ময়লা, বিশৃঙ্খলা বা অসুবিধা রেখে যাওয়া তাদের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। খেলা শেষে ব্যাগ হাতে তাদের গ্যালারিতে দাঁড়িয়ে থাকা দৃশ্যটি আসলে সেই মানসিকতারই প্রকাশ।

তবে বিষয়টি শুধু সৌন্দর্য বা ভদ্রতার গল্প নয়। এটি নাগরিকতার গল্প। আমরা অনেক সময় নাগরিক দায়িত্বকে শুধু আইন, কর, ভোট বা রাষ্ট্রীয় কর্তব্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে দেখি। কিন্তু নাগরিকতা শুরু হয় আরও ছোট জায়গা থেকে। নিজের চেয়ার গুছিয়ে রাখা, খাবারের প্যাকেট মাটিতে না ফেলা, জনসমাগমের জায়গা ব্যবহার করার পর সেটি অন্যের জন্য পরিষ্কার রাখা, এগুলোও নাগরিকতার অংশ। জাপানি দর্শকরা বিশ্বকাপের গ্যালারিতে দাঁড়িয়ে এই ছোট কাজের মধ্য দিয়ে বড় শিক্ষা দিয়ে যাচ্ছে।

এখানে আরেকটি বিষয় লক্ষণীয়। জাপানি দর্শকরা এই কাজ প্রচারের জন্য করে না। তারা ক্যামেরা ডাকেন না, বক্তৃতা দেন না, স্লোগান দেন না। তাদের কাছে এটি অস্বাভাবিক কিছু নয়। বরং অস্বাভাবিক হলো ব্যবহৃত জায়গা নোংরা রেখে চলে যাওয়া। এই সাধারণত্বের মধ্যেই তাদের শক্তি। যা অন্যদের কাছে বিস্ময়, তাদের কাছে তা দৈনন্দিন অভ্যাস।

২০২৬ বিশ্বকাপে এই দৃশ্য আরও বেশি আলোচনায় আসে যখন আমেরিকান ফুটবলের এনএফএল খেলোয়াড় এবং ফক্স স্পোর্টসের বিশ্বকাপ প্রতিনিধি জেমিস উইনস্টন জাপানি দর্শকদের সঙ্গে আবর্জনা সংগ্রহে যোগ দেন। তাকেও নীল ব্যাগ হাতে আসনের সারি থেকে ময়লা তুলতে দেখা গেছে। একজন বাইরের মানুষ যখন এই সংস্কৃতির অংশ হয়ে যান, তখন বোঝা যায়, একটি ভালো অভ্যাস কখনও কখনও দেশের সীমাও পেরিয়ে যায়।

বাংলাদেশি, কানাডিয়ান কিংবা বিশ্বের যেকোনো সমাজের জন্য এই দৃশ্য ভাবনার জায়গা তৈরি করে। আমরা জনপরিসরকে কতটা নিজের বলে ভাবি? মেলা, কনসার্ট, খেলা বা কমিউনিটি অনুষ্ঠান শেষে আমরা জায়গাটি কী অবস্থায় রেখে আসি? পার্ক, রাস্তা বা গ্যালারির মতো সবার ব্যবহারের জায়গাগুলো আমরা কতটা সম্মান করি? আমরা কি মনে করি, টাকা দিয়ে টিকিট কিনেছি বলে নোংরা করার অধিকারও কিনে নিয়েছি?

ইরানের ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা

১০ পৃষ্ঠার পর

পুনর্বিবেচনা করছে হোয়াইট হাউজ।

ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসি জানিয়েছে, সিয়াটলে মিশরের বিপক্ষে গ্রুপের তৃতীয় ম্যাচের আগে ইরানের এই ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা শিথিল করা যায় কি না সে ব্যাপারে আলোচনা চলছে। হোয়াইট হাউজের বিশ্বকাপ টাস্কফোর্সের নির্বাহী পরিচালক অ্যান্ড্রু গিউলিয়ানি বিবিসিকে এ ব্যাপারে নিশ্চিত করেছেন।

গ্রুপ পর্বে ইরানের প্রথম দুই ম্যাচ লস অ্যাঞ্জেলেসে। গিউলিয়ানি বলেছেন, মেক্সিকো থেকে ইরানের ভেন্যুতে আসতে মাত্র ৩০ মিনিট সময় লাগে, ম্যাচের আগের দিন আসার সিদ্ধান্ত তাই অযৌক্তিক নয়। তবে সিয়াটলে যেতে যেহেতু তিন ঘণ্টার মতো সময় লাগতে পারে, তাই এই সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করছে যুক্তরাষ্ট্র।

সিয়াটলের এক স্থানীয় সংবাদ মাধ্যম কোমো টিভি নিউজের সাথে কথা বলতে গিয়ে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের 'উদারতা'কে প্রশংসায় ভাসিয়েছেন গিউলিয়ানি, 'প্রেসিডেন্ট চান আমাদের জাতীয় নিরাপত্তা অক্ষুণ্ন রেখে কীভাবে সব দলকে সমান প্রতিযোগিতার সুযোগ দেয়া যায় সেটি নিশ্চিত করতে। আমরা চাই ইরান দলও সেই সুযোগ পাক। এখন পর্যন্ত ইরানের জন্য আমরা যেটুকু করেছি সেটা দুর্দান্ত। আর এর কৃতিত্ব প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের। তিনিই ইরানকে যুক্তরাষ্ট্রে এসে বিশ্বকাপে খেলার অনুমতি দিয়েছেন'।

অনলাইনে পরিচয় পড়তে স্ক্যান করুন

37-12, 75th Street, Suite 204, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718.607.7014 | Fax: 718.559.4835
Email: parichoyny@gmail.com | web: www.parichoy.com

MLS
York Holding Realty
Licensed Real Estate Broker
Over 20 Years Experience in Real Estate Business

Zakir H. Chowdhury
President
- Now Hiring Sales Persons
- Free Training (Free course fees for selected people)
- Earn up to 300K Yearly

Call Us: 718-255-1555 | 917-400-3880
We are Specialized in Residential, Commercial, Industrial, Bank Owned, Co-op, Condo, Buying-Selling & Rentals
718-255-4555
zchowdhury646@gmail.com
www.yorkholdingrealty.com
70-32 Broadway, Jackson Heights NY-11372

DEBNATH ACCOUNTING INC.
SUBAL C DEBNATH, MAFM

MS in Accounting & Financial Management, USA
Concentration: Certified Public Accounting (CPA)
Member of National Directory of Registered Tax Professional.
Notary Public, State of New York
NOTARY PUBLIC
TAX FILING
NOTARY PUBLIC
IMMIGRATION
TRAVEL SERVICES
AUTHORIZED e-file PROVIDER
37-53, 72nd Street
Jackson Heights, NY 11372
E-mail: subalcdebnath@yahoo.com
Ph: (917) 285-5490
OPEN 7 DAYS A WEEK

যেসব বিষয়ে পরামর্শ দিই
- ASYLUM Cases
- Business Immigration/Non-Immigrant Work Visa (H-1B, L1A/L1B, O, P, R-1, TN)
- PERM Labor Certification (Employment based Green Card)
- Family Petition
- Deportation
- Cancellation of Removal
- Visas for physicians, nurses, extra-ordinary ability cases
- Appeals
- All other immigration matters

Khagendra Gharti-Chhetry, Esq
Attorney-At-Law
ইমিগ্রেশনসহ যে কোন আইনি সহায়তার জন্য
এ পর্যন্ত আমরা দুই শতাধিক বাংলাদেশীকে বিভিন্ন ডিটেনশন সেন্টার থেকে মুক্ত করেছি।
এখনো শতাধিক বাংলাদেশী ডিটেইনির মামলা পরিচালনা করছি।
আপনাদের সুবিধার্থে আমাদের বাফেলো শাখা থেকেও ইমিগ্রেশন সেবা দিচ্ছ।
বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন।
বাফেলো ঠিকানা :
Nasreen K. Ahmed
Chhetry & Associates P.C.
2290 Main Street, Buffalo, NY 14214

Nasreen K. Ahmed
Sr. Legal Consultant
LLM, New York.
Cell: 646-359-3544
Direct: 646-893-6808
nasreenahmed2006@gmail.com
CHHETRY & ASSOCIATES P.C.
363 7th Avenue, Suite 1500, New York, NY 10001
Phone: 212-947-1079 ext. 116

বারী হোম কেয়ার

BARI HOME CARE
YOUR HEALTH OUR CARE

Ultracare Family Wellness of NY, Inc.
Diana's Angels Home Care Inc.

PCA/HHA HOME CARE
Service Provider

Home care PCA/PA দের সর্বোচ্চ সাপ্তাহিক পেমেন্ট **Direct Deposit** এর মাধ্যমে দেওয়া হয়।
Home care সুবিধা পেতে আমরা কোন ফি চার্জ করি না।
আমরা **Medicaid** এর আবেদন ও নবায়নে সাহায্য করে থাকি।
We hire PCA Aides/ Provide Training & Certificate
We speak Bengali, Hindi, Urdu, Punjabi & Spanish

আমরা **HHA/PCA**
সার্টিফিকেট প্রদান করে
হোম কেয়ারে সকল সেবা প্রদান করছি।

PCA সেবা নিতে চান?
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

NYS- licensed LHCSA Agency Offering
Professional, compassionate care -
we are ready to help you to Enroll
PCA/HHA services.
Our Expert Team will guide you through the
LHCSA transition with trained PCA ready to help.

THE BARI GROUP

BARI SUPERMARKET · BARI PARTY HALL · BARI RESTAURANT · BARI HOME CARE · BARI &BARI · BARI CHARITY FOUNDATION · BUTTERFLY SENIOR DAY CARE

Head Office:
37-16 73rd St., 4th FL
Suite 401
Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-898-7100

Jamaica Office:
169-06 Hillside Ave,
2nd FL
Jamaica, NY 11432
Tel: 718-291-4163

Bronx Office:
1412 Castle Hill Ave
2nd FL, Suite 201
Bronx, NY 10462
Tel:718-319-1000

Woodside Office:
49-22 30th Ave
Woodside
NY 11377
Tel: 347-242-2175

Brooklyn Office:
31 Church Ave, #8
Brooklyn, NY 11218
Tel: 347-837-4908
Cell: 347-777-7200

Long Island Office:
469 Donald Blvd.
Holbrook, NY 11741
Tel: 631-428-1901

Ozone Park Office:
1088 Liberty Ave
Brooklyn, NY 11208
Tel: 470-447-8625

Buffalo Office:
59 Walden Ave,
Buffalo, NY 14211
Tel: 716-891-9000
716-400-8711

Buffalo Office:
977 Sycamore St
2nd Floor,
Buffalo, NY 14212
Tel: 347-272-3973

Bari Tower:
74-09 37th Ave
Room 401
Jackson Heights,
NY 11372
Tel: 718-898-7100

CALL US TODAY: 718-898-7100, 631-428-1901
Fax: 646-630-9581, info@barihomecare.com www.barihomecare.com

দুই হাঁস শিকারের এক কাহিনি: ইউএস ফেডের জন্মের উৎস ও বাংলাদেশের গণহত্যা

১৬ পৃষ্ঠার পর

সালে আনুষ্ঠানিকভাবে ফেডারেল রিজার্ভ সৃষ্টি হয়। এর ফলে পরবর্তী ব্যাংকিং সংকট এড়াতে যুক্তরাষ্ট্রকে আর কেবল কোনো একক ধনকুবেরের উদ্যোগের ওপর নির্ভরশীল থাকতে হয়নি।

বাকিটা তো ইতিহাস।

এবার হাঁস শিকারের আরেকটি সফরের গল্পে আসা যাক।

এবারে ছিল পাকিস্তানের লারকানায় আয়োজিত একটি পাখি শিকারের সফর। লারকানা ছিল ১৯৭০ সালের নির্বাচনে পরাজিত জুলফিকার আলী ভুট্টোর নিজ শহর, আর ঠিক এই সফরেই তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে অর্থাৎ বর্তমান বাংলাদেশে গণহত্যার বীজ বপন করা হয়েছিল।

শেখ মুজিবুর রহমানের হাতে কীভাবে ক্ষমতা হস্তান্তর না করে কুক্ষিগত রাখা যায়, তা নিয়ে আলোচনা করতে সেখানে বৈঠকে বসেছিলেন ভুট্টো এবং পাকিস্তানের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান। ইতিহাসে এটি লারকানা ষড়যন্ত্র নামে পরিচিত, যা মূলত পরবর্তীকালে ঘটে যাওয়া ৯ মাসের ভয়াবহ গণহত্যা, ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ এবং রক্তক্ষয়ী স্বাধীনতা যুদ্ধের মূল উৎস বা গোড়ায় ছিল।

অর্থাৎ, নিয়ত বা উদ্দেশ্যই বাস্তবতাকে রূপ দেয়।

মার্কিন শীর্ষ ব্যাংকারদের সেই হাঁস শিকারের মেকি সফরটি শেষ পর্যন্ত ফেডারেল রিজার্ভ সৃষ্টির পথ প্রশস্ত করেছিল-যে প্রতিষ্ঠান যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসেবে দেশের মুদ্রানীতি পরিচালনা, আর্থিক ব্যবস্থার স্থিতিশীলতা বৃদ্ধি, আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো নিয়ন্ত্রণ এবং পেমেন্ট সিস্টেম বা অর্থ পরিশোধ ব্যবস্থার নিরাপত্তা নিশ্চিত করার মূল দায়িত্ব পালন করে আসছে।

অধ্যাপক অ্যান্ড্রু লেই লিখেছেন, সপ্তদশ শতাব্দী থেকেই কেন্দ্রীয় ব্যাংকের অস্তিত্ব ছিল (ব্যাংক অব আমস্টারডাম, স্টকহোমের কেন্দ্রীয় ব্যাংক এবং ব্যাংক অব ইংল্যান্ড-সবই ১৬০০-এর দশকে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল), তবে বিংশ শতাব্দীতে এসে কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলো ক্রমবর্ধমানভাবে সামগ্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় স্থিতিশীলতা বজায় রাখার মূল ভূমিকা গ্রহণ করতে শুরু করে।

বইটিতে তিনি লিখেছেন: সাধারণ বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো স্বল্পমেয়াদি আমানত বা ডিপোজিট থেকে টাকা নিয়ে দীর্ঘমেয়াদি ঋণ দেয়। যেহেতু তারা স্বল্পমেয়াদে ধার করে দীর্ঘমেয়াদে ঋণ দেয়, তাই অত্যন্ত সুপরিচালিত একটি ব্যাংকও নগদ টাকার সংকটে পড়ার ঝুঁকিতে থাকে, যদি তার সমস্ত আমানতকারী একই সময়ে তাদের টাকা ফেরত দাবি করে। মানুষের এই আমানতের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার মাধ্যমে একটি কেন্দ্রীয় ব্যাংক ব্যাংক রান্ন (আমানত তুলে নেওয়ার হিড়িক) ঠেকাতে পারে এবং আর্থিক ব্যবস্থাকে আরও স্থিতিশীল করতে পারে।চ

এবার সেই একই প্রশ্ন আবার সামনে আসে। আমাদের দেশের ব্যাংকাররা কি সিটি গ্রুপকে রক্ষাচ করার মাধ্যমে আর্থিক খাতে কোনো ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে এবং একটি অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারবেন?

বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাত নিজেই এখন একের পর এক তীব্র ধাক্কায় বিপর্যস্ত। খেলাপি ঋণের নজিরবিহীন বৃদ্ধি এই খাতে চরম অপশাসনেরই একটি বাস্তব প্রতিফলন। অভিযোগ রয়েছে, দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক নিজেই এমন কিছু অলিগার্ক বা প্রভাবশালীদের কব্জায় চলে গিয়েছিল, যারা ঋণের নামে ব্যাংকগুলোকে আক্ষরিক অর্থেই লুটেপুটে খেয়েছে।

পরিশেষে এক্ষেত্রেও সেই একই কথার পুনরাবৃত্তি করা যায়: নিয়ত বা উদ্দেশ্যই বাস্তবতাকে রূপ দেয়।

ডিগ্রি আছে, চাকরি নেই: বাংলাদেশে কেন বাড়ছে শিক্ষিত বেকার

১৮ পৃষ্ঠার পর

প্রতিবেদনে তানভীর রহমান নামে এক যুবক জানান, তার বিজনেস ডিগ্রি আছে, স্বপ্নও ছিল বড়। কিন্তু ২ বছর ধরে চাকরি খোঁজার পরও প্রথম সুযোগের অপেক্ষায় আছেন তিনি।

এই 'তানভীর'রা এখন একটা বিশেষ মনোজগতে বাস করছেন। মনোবিজ্ঞানীরা এটাকে বলছেন 'অর্জিত অসহায়ত্ব'। সহজ ভাষায়, এই পরিস্থিতি তখনই আসে যখন বারবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হওয়ার পর কেউ ভাবতে শুরু করে যে চেষ্টা করে আর লাভ নেই। এই মানসিকতা একবার তৈরি হলে এর থেকে বের হওয়া কঠিন।

তার ওপর পরিবারের চাপ, আর্থিক অনিশ্চয়তা, বন্ধুদের সাফল্যের সঙ্গে নিজেকে তুলনা করার যন্ত্রণা তো রয়েছেই।

২০১৩ সালে বিশ্ববিদ্যালয়পড়া তরুণদের বেকারত্বের হার ছিল ৯ দশমিক ৭ শতাংশ। ২০২২ সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় ২৭ দশমিক ৮ শতাংশ।

একটা দেশের সবচেয়ে বড় সম্পদ তার শিক্ষিত তরুণ জনগোষ্ঠী। কিন্তু সেই সম্পদ যদি কাজে না লাগে, তাহলে সেটা আর সম্পদ থাকে না। বোঝা হয়ে যায়। এই প্রবণতা অব্যাহত থাকলে বেকারত্ব বাড়বে, সামাজিক অস্থিরতা তৈরি হবে এবং বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতি বাধাগ্রস্ত হবে।

আরেকটু সহজ করে বললে। লখো তরুণ যদি বছরের পর বছর অলস বসে থাকে, হতাশায় ডুবে থাকে, তাহলে সেই হতাশা একসময় রাস্তায় নামে। ইতিহাস বলে, দীর্ঘমেয়াদি শিক্ষিত বেকারত্ব সামাজিক অস্থিরতার ঝুঁকি বাড়ায়।

নতুন পথের খোঁজে

আমরা তরুণদের বলি, 'পড়াশোনা করো, ভালো ভবিষ্যৎ পাবে।' কিন্তু যে সিস্টেম তৈরি করেছি, সেটা কি সেই প্রতিশ্রুতি রাখার উপযুক্ত?

সমস্যাটা তরুণদের না। সমস্যাটা সিস্টেমের। এই সিস্টেম দশকের পর দশক ধরে গ্র্যাজুয়েট তৈরি করছে, কিন্তু সুযোগ তৈরি করছে না।

শিক্ষার্থীরা সনদ পাচ্ছে। কিন্তু বাজার চাইছে দক্ষতা, পরিবার চাইছে নিরাপত্তা, সমাজ চাইছে মর্যাদা। সবদিক থেকে টান পড়ছে তরুণদের ওপর এবং সে আটকে যাচ্ছে ঠিক মাঝখানে।

এই ভারটা কিছুটা সহজ করতে তরুণদের বড় একটা দল পাড়ি জমাচ্ছে প্রবাসে। কিন্তু তাও কি সহজ হয়? যাত্রাপথে প্রাণ হারান অসংখ্য মানুষ। অনেকের খোঁজ মেলে না। প্রবাসে পাড়ি দিয়েও হয়রানিতে পড়েন অনেকে।

প্রশ্ন হলো। আমরা কি তাদের জন্য একটা ভালো পরবর্তী অধ্যায় লিখতে পারব? যদি পারি, তাহলে কবে এবং কীভাবে?

কাজী সাঈদ মাহমুদ: ভিজুয়াল আর্টিস্ট।

শূন্যরেখায় আটকে থাকা মানুষ: মানবিকতা বনাম রাষ্ট্রের নিরাপত্তা

১৮ পৃষ্ঠার পর

এই ঘর-বাড়ি হারানো মানুষগুলোর আসলে অপরাধ কী? এরা কি চোর, ডাকাত, পাচারকারি, বা মাদক ব্যবসায়ী। তারা কেউ কেউ সীমান্ত পার হয়ে অন্য দেশে ঢুকেছিলেন কাজের সন্ধানে বা ওই পাড়ে থাকা স্বজনদের কাছে যাওয়ার জন্য। রাষ্ট্রের চোখে তারা হয়তো অনুপ্রবেশকারী। শূন্যস্থানে বসে থাকা বিল্লাল হোসেনের কথা থেকেই বোঝা যায়, মানুষগুলো কীভাবে ফাঁদে পড়েছেন।

তিনি বলেছেন, এক সপ্তাহ আগে দালালের মাধ্যমে কাজের আশায় ভারতে গেছিলাম। লোভে পড়ে ভারত গেছিলাম। পরে সে দেশে আটক হই। গত রোববার ভোরে কাঁটাতার পার করে দিছে। তিন দিন ধইরা নো ম্যানস ল্যান্ডে বসে আছি। আমরা বাংলাদেশি।চ (প্রথম আলো)

ষষ্ঠী চন্দ্র বর্মণের কপাল ভালো যে উনি পরিবারের কাছে ফিরতে পেরেছেন। প্রবীণ এই মানুষটির ফিরে আসার সেই দৃশ্য দেখে চোখের পানি আটকে রাখা যায়নি। বকশীগঞ্জ সীমান্ত দিয়ে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী তাকে ঠেলে পাঠিয়েছে। পরিচয় নিশ্চিত হওয়ার পর বিজিবি তাকে স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করেছে। আমরা চাইছি শূন্যস্থানে আটকে থাকা মানুষগুলোর দ্রুত পরিচয় নিশ্চিত করে তাদের ফিরিয়ে নেওয়া বা ফিরিয়ে দেওয়া হোক। রাষ্ট্রের নিরাপত্তা ও স্বার্থ গুরুত্বপূর্ণ হলেও, তা বাস্তবায়নের প্রক্রিয়ায় মানবিকতা ও মানুষের মর্যাদা রক্ষা করাও সমানভাবে জরুরি। একটি দায়িত্বশীল রাষ্ট্রব্যবস্থা এই দুইয়ের মধ্যে ভারসাম্য খোঁজার চেষ্টা করে। রাষ্ট্রের অবশ্যই সীমান্ত রক্ষার অধিকার আছে। পাশাপাশি রাষ্ট্র যদি বিপদগ্রস্ত মানুষকে আশ্রয় না দেয়, তাহলে কে দেবে?

শূন্যস্থানে থাকা মানুষগুলোর পরিচয় যাই হোক না কেন, সেখানেও কিছুটা আশ্রয়, সামান্য খাবার তাদের লাগে। সেই প্রক্রিয়া না মেনে সীমান্তে ঠেলে দেওয়া কিংবা শূন্যরেখায় অনিশ্চয়তার মধ্যে ফেলে রাখা চরমভাবে অমানবিক।

দেশভাগের কয়েক বছর পর ভারত ও পাকিস্তান সরকার সিদ্ধান্ত নেয়, শুধু সাধারণ বন্দী নয়, মানসিক হাসপাতালে থাকা রোগীদেরও দুই দেশের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হবে। সেই সিদ্ধান্তকে কেন্দ্র করেই কালজয়ী লেখক সাদত হাসান মান্টো লিখেছিলেন এক ধ্রুপদি গল্প টোবা টেক সিং। গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র বিষণ সিং। বহু বছর ধরে পাগলাগারদে থাকা এই মানুষটি সবার কাছে একটাই প্রশ্ন করতেন, টোবা টেক সিং কোথায়? পাকিস্তানে, নাকি হিন্দুস্তানে?

কারণ, টোবা টেক সিং ছিল তার গাঁ, তার পরিচয়, তার শিকড়। যেদিন তাকে সীমান্ত পার করে ভারতে পাঠানোর কথা, সেদিনও তিনি একই প্রশ্ন করেন। একজন কর্মকর্তা উত্তর দেন, পাকিস্তানে। উত্তর শুনে বিষণ সিং সীমান্ত পার হতে অস্বীকৃতি জানান। তাকে বোঝানোর চেষ্টা করা হয়, টোবা টেক সিং ভারতে, আবার কেউ বলে পাকিস্তানে। কিন্তু তিনি নড়েন না। শেষ পর্যন্ত ভারত ও পাকিস্তানের মাঝখানের নামহীন একটুকরো জমিতে দাঁড়িয়ে থাকেন। গল্পের শেষে সূর্য ওঠার আগে বিষণ সিং মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। এক পাশে ভারত, অন্য পাশে পাকিস্তান। মাঝখানে নামহীন ভূমিতে পড়ে থাকে টোবা টেক সিং। দেশভাগের ইতিহাসে এর চেয়ে শক্তিশালী প্রতীকী কথাসাহিত্য খুব কমই আছে।চ (সূত্র: আলতাফ পারভেজ/লেখক, গবেষক ও রাজনৈতিক বিশ্লেষক)

শূন্যরেখায় থাকা মানুষগুলোর সাথে মান্টোর বিষণ সিং এর অনেক মিল খুঁজে পাই। হয়তো এরাও একদিন এই সীমান্তরেখা বরাবর অবস্থান করতে করতে হারিয়ে যাবেন। এখানে তাদের বেঁচে থাকার যে করুণ বাস্তবতা, তা খুবই মর্মান্তিক। কঠির গরমে এই মানুষেরা পুড়ছে, ভিজছে। পিপাসার্ত ও ক্ষুধার্ত মানুষ কাঁদছে। আর দুই দেশের রাজনীতিবিদ, সংবাদমাধ্যম, মানবাধিকার সংস্থাগুলো সেসব দেখছে এবং নিজেদের পাতে ঝোল টানছে। ভারত ও বাংলাদেশ উভয় দেশেরই সীমান্ত নিরাপত্তা, অবৈধ অনুপ্রবেশ, চোরাচালান এবং নাগরিকত্ব সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে উদ্বেগ আছে। কিন্তু আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইন অনুযায়ী, মানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার প্রক্রিয়াতেও মানবিক মর্যাদা রক্ষা করা আবশ্যক। যেসব মানুষ সীমান্তবর্তী এলাকায় আটকে পড়েছেন, তাদের জন্য অস্থায়ী আশ্রয়, খাদ্য, স্বাস্থ্যসেবা এবং শিশুদের শিক্ষার ব্যবস্থা নিশ্চিত না করে যুদ্ধ যুদ্ধ ভাব দেখানো কতটা মানবিক হচ্ছে?

যদি কোনো ব্যক্তির নাগরিকত্ব নিয়ে বিরোধ থাকে, তাহলে নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে তা যাচাই করে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ব্যবস্থা করা উচিত। অনির্দিষ্টকালের জন্য মানুষকে ঝুলিয়ে রাখা উচিত নয়। কোনো মানুষকে দিনের পর দিন নো ম্যান্স ল্যান্ডে অনিশ্চিত অবস্থায় বসবাস করতে বাধ্য করা মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে অত্যন্ত উদ্বেগজনক।

সভ্য সমাজের মানদণ্ড হলো সীমান্তের রেখা যেখানেই টানা হোক না কেন, মানুষের মৌলিক অধিকার ও মর্যাদা যেন সেই রেখার ওপারে হারিয়ে না যায়। মানুষের জীবন, মর্যাদা ও মৌলিক অধিকার সবার আগে আসা উচিত। আন্তর্জাতিক মানবাধিকার নীতিগুলোও এই ধারণার ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে যে রাষ্ট্রের সীমান্ত, জাতীয়তা বা রাজনৈতিক মতপার্থক্যের ঊর্ধ্বে মানুষের মৌলিক অধিকার রক্ষা করতে হবে। কোনো মানুষ খাদ্য, আশ্রয়, নিরাপত্তা থেকে বঞ্চিত হয়ে খোলা আকাশের নিচে পড়ে থাকবে, এটা কোনো আইন ও সভ্যতা হতে পারে না।

যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েল সম্পর্ক কি নতুন দিকে মোড় নিচ্ছে

১৬ পৃষ্ঠার পর

ইসরায়েলের সবচেয়ে বড় সমর্থকদের একজন হিসেবে দেখা হয়েছে।

ভ্যান্স শুধু কূটনৈতিক দিকেই সীমাবদ্ধ থাকেননি। তিনি বৈরুতের ওপর ইসরায়েলের সাম্প্রতিক হামলারও সমালোচনা করেছেন। তাঁর বক্তব্য, এই হামলায় বহু সাধারণ মানুষের মৃত্যু হয়েছে এবং এমন পদক্ষেপ চলমান আলোচনাকে ব্যাহত করতে পারে। এতে বোঝা যায়, ট্রাম্প প্রশাসনের একাংশ মনে করছে, ইসরায়েল ইচ্ছাকৃতভাবে এই কূটনৈতিক প্রক্রিয়াকে জটিল করে তুলতে চাইছে।

এ মতবিরোধ শুধু ইরান-চুক্তিকে ঘিরে নয়; এর পেছনে রয়েছে বৃহত্তর কৌশলগত বিভাজন। ট্রাম্প প্রশাসন মনে করছে, ইরানের সঙ্গে একটি কার্যকর কূটনৈতিক কাঠামো গড়ে তুলতে পারলেই মধ্যপ্রাচ্যে স্থিতিশীলতা আনা সম্ভব। অন্যদিকে নেতানিয়াহু বিশ্বাস করেন, চাপ, প্রতিরোধ এবং মুখোমুখি অবস্থানই এই অঞ্চলে ভারসাম্য রক্ষার উপায়। এ দুই দৃষ্টিভঙ্গি শুধু কৌশলের পার্থক্য নয়, বরং মধ্যপ্রাচ্যের ভবিষ্যৎ কাঠামো নিয়ে দুই বিপরীত ধারণা।

দীর্ঘদিন ধরে ইসরায়েলের নেতৃত্ব ধরে নিয়েছিল, শেষ পর্যন্ত মার্কিন প্রশাসন তাদের নিরাপত্তা মূল্যায়নের সঙ্গে নিজেদের অবস্থান মেলাবে। ভ্যান্সের মন্তব্যে সেই ধারণা ভেঙে পড়ার ইঙ্গিত মিলেছে।

এ ছাড়া একটি বৃহত্তর আন্তর্জাতিক বাস্তবতাও এখানে গুরুত্বপূর্ণ। গাজা ও লেবাননে যুদ্ধের কারণে ইসরায়েল বিশ্বজুড়ে সমালোচনার মুখে পড়েছে। বহু ঐতিহ্যগত মিত্রদেশের সঙ্গেও সম্পর্কের টানাপোড়েন তৈরি হয়েছে। ফলে তাদের কূটনৈতিক পরিসর সংকুচিত হয়েছে এবং যুক্তরাষ্ট্রের ওপর নির্ভরতা আরও বেড়েছে।

ভ্যান্স এ বাস্তবতাকে সরাসরি তুলে ধরেছেন। তাঁর বক্তব্যের মূল কথা ছিল ইসরায়েলের বিকল্প এখন আগের চেয়ে অনেক কম।

তবে এর অর্থ এই নয় যে দুই দেশের সম্পর্ক ভেঙে যাচ্ছে। সামরিক, গোয়েন্দা, প্রযুক্তিগত ও রাজনৈতিক স্তরে দুই দেশের সম্পর্ক এখনো গভীর ও সুদৃঢ়। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে জোটের চরিত্র বদলায়। এখানে সবচেয়ে সম্ভাব্য পরিবর্তন হলো একধরনের পুনর্গঠন।

ওয়াশিংটন হয়তো ইসরায়েলের নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে, কিন্তু আঞ্চলিক বৃহত্তর স্বার্থের প্রশ্নে ইসরায়েলের অবস্থানকে অন্ধভাবে সমর্থন করবে না। ভবিষ্যতে মার্কিন প্রশাসন ইসরায়েল রাষ্ট্রের প্রতি সমর্থন এবং নির্দিষ্ট কোনো সরকারের নীতির প্রতি সমর্থনের মধ্যে পার্থক্য করতে পারে।

সব মিলিয়ে ভ্যান্সের মন্তব্য একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের ইঙ্গিত বহন করছে। এত দিন মার্কিন নেতারা প্রকাশ্যে ইসরায়েলের ওপর নির্ভরতার কথা বলতে এড়িয়ে গেছেন। ভ্যান্স তা স্পষ্ট করে বলেছেন। এত দিন ইসরায়েল ধরে নিয়েছিল, চাপ সৃষ্টি করে ওয়াশিংটনের সিদ্ধান্ত বদলানো সম্ভব। ভ্যান্স সেই ধারণাকে প্রশ্নের মুখে তুলেছেন।

এ কারণেই তাঁর সতর্কবার্তা শুধু ইরান ইস্যুতে সীমাবদ্ধ নয়; এটি হয়তো ভবিষ্যতে সেই মুহূর্ত হিসেবে চিহ্নিত হবে, যখন প্রথমবার কোনো শীর্ষ মার্কিন নেতা প্রকাশ্যে জানিয়ে দিলেন, ইসরায়েলকে ঘিরে অন্ধ সমর্থনের যুগ শেষের পথে এবং নতুন এক বাস্তবতার দিকে এগোচ্ছে দুই দেশের সম্পর্ক, যেখানে প্রাধান্য পাবে মার্কিন স্বার্থ, আঞ্চলিক পরিস্থিতি এবং বদলে যাওয়া রাজনৈতিক হিসাব।

সাইদ এরাকাত ওয়াশিংটনভিত্তিক সাংবাদিক।

আল-জাজিরা থেকে নেওয়া। অনুবাদ: সারফুদ্দিন আহমেদ

২০২৮ সালের আগে বাংলাদেশ

৬০ পৃষ্ঠার পর

হোটেলে সাংবাদিকদের সাথে আলাপকালে বেবিচক চেয়ারম্যান জানান, আগামী দুই বছরে আন্তর্জাতিক বেসামরিক বিমান চলাচল সংস্থার (আইকাও) দুটি গুরুত্বপূর্ণ অডিটের (নিরীক্ষা) মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ।

তিনি বলেন, এ বছরের অক্টোবর মাসে আইকাও-এর সিকিউরিটি অডিট অনুষ্ঠিত হবে এবং ২০২৭ সালের অক্টোবরে আরও একটি সেফটি অডিট হওয়ার কথা রয়েছে। নিউইয়র্কের সাথে সরাসরি আকাশ যোগাযোগ পুনরায় চালুর বিষয়ে দীর্ঘদিনের প্রচেষ্টার বিষয়ে এক প্রশ্নের জবাবে মোস্তফা মাহমুদ সিদ্দিক বলেন, বিষয়টি আইকাও অডিটের চেয়ে সরাসরি যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল এভিয়েশন অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (এফএএ)-এর ক্যাটাগরি-২ এভিয়েশন সেফটি রেটিং অর্জনের সাথে সম্পৃক্ত।

তিনি বলেন, আমরা প্রথমে আইকাও অডিটগুলো শেষ করব। ২০২৭ সালের অডিটে সফলভাবে উত্তীর্ণ হওয়ার পর এফএএ ক্যাটাগরি-১ মর্যাদা পাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।চ

বেবিচক চেয়ারম্যান বলেন, অডিট পরবর্তী মূল্যায়ন ও অনুমোদন প্রক্রিয়া সফলভাবে শেষ করতে পারলে বাংলাদেশ কাঙ্ক্ষিত এই রেটিং অর্জন করতে সক্ষম হবে। তবে ২০২৮ সালের আগে সরাসরি নিউইয়র্ক ফ্লাইট শুরু হতে পারে কি নাড়এমন প্রশ্নে তিনি বলেন, এখনই কোনো সুনির্দিষ্ট প্রতিশ্রুতি দেওয়া ঠিক হবে না।

তিনি আরও বলেন, ২০২৭ সালের অডিট শেষ হওয়ার আগে নিশ্চিত করে কিছু বলা সম্ভব নয়। বিষয়টি অডিট পরবর্তী মূল্যায়ন এবং অনুমোদন প্রক্রিয়ার ওপর নির্ভর করবে।চ

উল্লেখ্য, টানা চার বছর এই রুটে ফ্লাইট পরিচালনা না করার কারণে ফেডারেল এভিয়েশন অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (এফএএ) বাংলাদেশকে ক্যাটাগরি-২ তে নামিয়ে দিয়েছিল। এর ফলে ২০০৬ সালের জুলাই মাস থেকে বিমানের ঢাকা-নিউইয়র্ক ফ্লাইট বন্ধ রয়েছে। এই রেটিং পুনরুদ্ধার করা দীর্ঘ সময় ধরে সরকার এবং বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। বিমান কর্তৃপক্ষ নিউইয়র্কে পুনরায় সেবা চালুর বিষয়ে বারবার আগ্রহ প্রকাশ করে আসছে। তবে সব মিলিয়ে এই রুটে ডানা মেলতে যাত্রীদের আরও অন্তত দুই বছর অপেক্ষা করতে হতে পারে।

We are Here to Serve you
as per your Taste
Aasha
RESTAURANT & PARTY HALL
GRAND
Opening
আশা রেস্টুরেন্ট
মান আপসহীন, স্বাদ সীমাহীন
সুধী, আগামী ২৬ শে জুন, রোজ শুক্রবার, বাদ জুমা আশা রেস্টুরেন্ট এন্ড পার্টি হল-এর গ্রান্ড ওপেনিং হতে যাচ্ছে। আমাদের এই বিশেষ ক্ষণে আপনার উপস্থিতি একান্ত কাম্য। একইসাথে আশা রেস্টুরেন্টের উদ্বোধনী খাবারের স্বাদ উপভোগের সাদর আমন্ত্রণ।
তারিখ:
২৬ জুন ২০২৬
শুক্রবার
সময়:
বিকেল ৩:০০
টা
ভেন্যু:
১৭৬-২০ জ্যামাইকা এভিনিউ,
নিউইয়র্ক, ১১৪৩২
আয়োজনে
আকাশ রহমান
এশা রহমান

বাংলাদেশে একদলীয় শাসন

৯ পৃষ্ঠার পর

ব্যাংকের গভর্নর নিয়োগ; ইসলামী ব্যাংকসহ বিভিন্ন ব্যাংকের দিকে কালো হাত; বিশ্ববিদ্যালয়ের যোগ্য ভিসিদের সরিয়ে দিয়ে দলের একান্ত অনুগত দলের কর্মীদেরকে ভিসি হিসেবে বসিয়ে দেওয়া; জেলা পরিষদের মতো গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় নিজেদের দলীয় ক্যাডার এবং নেতাদেরকে প্রশাসক হিসেবে বসিয়ে দেওয়া; এইভাবে একটা দলীয় শাসন-একদলীয় শাসন বাংলাদেশে কায়েম করার চেষ্টা করা হচ্ছে।'

'ইতিহাস ভুলে গেলে হবে না! শেখ মুজিবুর রহমান সাহেব একদলীয় বাকশাল কায়েম করেছিলেন। অর্ধবছরও ক্ষমতায় রাখতে পারেননি এরপরে। সুতরাং একদলীয় শাসন দেশের মানুষ মেনে নেবে না,' যোগ করেন তিনি।

জামায়াত আমির আরও বলেন, 'সংসদে দাঁড়িয়ে বিরোধী দলকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করার এই সংস্কৃতি চালু করেছিল আওয়ামী লীগ। সবচেয়ে বেশি গালি দিতো বিএনপিকে। সাথে সাথে আমাদেরকেও একটু রাখতো, ছাড় দিত না। এখন বিএনপিও ওই পুরোনো আওয়ামী লীগ যা বলতো, সেই পুরোনো আমলের কথাগুলো এখন তারাও জপা শুরু করেছে। যে কথাগুলো জপতে জপতে আওয়ামী লীগ গিয়ে পড়েছে দিল্লিতে, আপনারা সেই কথাগুলো জপতে জপতে কোথায় গিয়ে পড়বেন?'

'জনগণ এগুলো খায় না! তরুণ-যুব সমাজ এগুলো শুনতে চায় না। তরুণ-যুব সমাজের মুখের ভাষা বোঝার চেষ্টা করুন, না হলে ভুল করবে। আমরা আশা করতে চাই, সরকার নিজেদের ভুল নীতি পরিহার করে জনকল্যাণমূলক, জনবান্ধব নীতিতে ফিরে আসবে,' বলেন তিনি।

প্রস্তাবিত বাজেট নিয়ে শফিকুর রহমান বলেন, 'একটা বড় বাজেট দেওয়া হয়েছে। অসুবিধা নাই, বাজেট দেওয়ার দায়িত্ব সরকারের, বাস্তবায়ন করার দায়িত্বও সরকারের। শুধু এতটুকু বলবো, গত সাড়ে ১৫ বছরে এই বাজেট থেকে যেভাবে আওয়ামী লীগ আর তার দোসর ২৯ লাখ কোটি টাকা চুরি করে নিয়ে গিয়েছিল, সেই পথে আপনারা হাঁটবেন না। তবে কীভাবে আস্থা রাখব? কারণ সরকার গঠন করার আগে এবং পরে আপনারা তো চাঁদাবাজদের হাত আটকাতে পারেন নাই! একটা চাঁদাবাজকে আপনারা শাস্তির আওতায় আনেন নাই। ঘুষ-দুর্নীতি বন্ধ করেন নাই, বরং তার মিটার আগের থেকে বেড়ে গেছে। যদি এই অবস্থা জারি থাকে, তাহলে জনগণ জনগণের জায়গায় তার ভাগ্য নিয়ে হুমড়ি খাবে। আর কিছু দল, দলকানা কিছু মানুষ এবং কিছু গোষ্ঠীর হয়তো ভাগ্যের পরিবর্তন হবে। বাংলাদেশ আর এটা দেখতে চায় না।'

জুলাই যোদ্ধাদের অবদান খাটো করে না দেখার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, '২০২৬ সালে বাংলাদেশে কোন নির্বাচন হওয়ার কথা ছিল না। সুতরাং, তাদের রক্ত ও ত্যাগের কারণে আজকের এই সংসদ, সরকার, বিরোধী দল।'

নারায়ণগঞ্জবাসীকে অভিনন্দন জানিয়ে জামায়াত আমির বলেন, 'বিগত নির্বাচনে হাজার জাল-জালিয়াতি, সন্ত্রাস, কালো টাকার ছড়াছড়ি, ভয়ভীতি প্রদর্শন, হাজার জাতের মেকানিজম-ইঞ্জিনিয়ারিং, সব কিছুকে উপেক্ষা করে আপনারা ১১ দলীয় ঐক্যকে একটি আসন কমপক্ষে আপনারা উপহার দিতে পেরেছেন।'

তিনি বলেন, 'আমরা বিশ্বাস করি, নির্বাচন যেভাবে সুষ্ঠু হয়েছিল, তার ভোট গণনা এবং ফলাফল যদি সেইভাবে সুষ্ঠু হতো, অন্য আসনটিতেও অবশ্যই জোটের বিজয় হতো। বিজয় ছিনতাই করে নেওয়া হয়েছে।'

জনগণের মতামতের মূল্য দিতে জামায়াত ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ফলাফল মেনে নিয়েছে বলেও জানান শফিকুর।

তিনি আরও বলেন, বিএনপি প্রথমে চুপ থাকলেও, নীরবে 'না' এর পক্ষে ক্যাম্পেইন করেছিল। পরবর্তীতে জনরোষের মুখে রংপুরে বলতে বাধ্য হয়েছিল, ১২ তারিখ দুটি ভোট। একটি গণভোট, আরেকটি জাতীয় সংসদের ভোট। তিনি হ্যাঁ এর পক্ষে ভোট দেওয়ার আহ্বান জানান।

'আউয়াল, ওয়াস্তে, আখের একবারই তিনি বলেছেন।'

জামায়াত আমির বলেন, 'তিনি তো সেই দলটির নেতা, বর্তমান সংসদে তিনি সংসদ নেতা, প্রধানমন্ত্রী, সরকারের প্রধান, বাংলাদেশের প্রধান নির্বাহী। তিনি এই যে বললেন কথাটা, সেই গণভোটে ৬৭ দশমিক ৮ শতাংশ মানুষ ভোট দিলো, তাদের ভোটের মূল্যটা তিনি কী দিলেন? তিনি শপথ নিয়েই গণভোটকে অস্বীকার করলেন।' 'তার (প্রধানমন্ত্রীর) সহকর্মী, যাকে বলা হয় তিনি "সর্বমন্ত্রী"। সব মন্ত্রণালয়ে তিনি আজানও দেন, একামতও দেন। মাঝে মাঝে তিনি সংসদে ফতোয়াও দেন। তিনি বলেছেন, নির্বাচনটা যাতে হয়ে যায় এ জন্য আমরা এগুলো বলেছিলাম। লজ্জা...! একটা সংগঠনের শীর্ষ জায়গা থেকে যদি জনগণকে এভাবে ধোঁকা দেওয়া হয়, তাহলে রাজনীতি এবং রাজনীতিবিদদের প্রতি মানুষের আস্থা থাকবে কেন? মানুষ কেন রাজনীতি এবং রাজনীতিবিদদেরকে বিশ্বাস করবে? আমরা ওই রাজনীতি করি নাই, আমরা ওই রাজনীতি করব না,' যোগ করেন তিনি।

শফিকুর বলেন, 'আমরা সংসদে নোটিশ দিয়ে আলোচনা করেছিলাম, গণভোট যেন হারিয়ে না যায়। গণভোটকে যেন সম্মান দেখানো হয়। আমরা বলেছিলাম, যারা জনগণের রায়কে সম্মান করে না, তারা কখনো গণতন্ত্রপন্থী হতে পারে না। গণতন্ত্রের দাবি হচ্ছে, বেশির ভাগের রায়কে সম্মান করা। যেহেতু বেশিরভাগ জনগণ, প্রায় ৭০ ভাগ জনগণ হ্যাঁ এর পক্ষে ভোট দিয়েছে, অতএব সরকারকে এই রেফারেন্ডামের যে সংস্কার প্রস্তাব, সবগুলো বাস্তবায়ন করতে হবে। তারাও বলেছিলেন ভোটের আগে, জনগণ যদি হ্যাঁ এর পক্ষে রায় দেয়, তাহলে যেই সরকার গঠন করুক, আমরা এই জনরায় পরিপূর্ণ করতে, মানতে আমরা বাধ্য থাকব।'

'এখনো আহ্বান জানাই, সময় আছে, ফিরে আসেন। রেফারেন্ডাম মেনে নিন, মানুষের রায়ের প্রতি সম্মান দেখান। নইলে মনে রাখবেন, মানুষের রায়কে উপেক্ষা-অগ্রাহ্য করে জোর করে যদি শাসন ব্যবস্থা চালাতে চান, এই জনগণ আপনাদের সামনে হিমালয় পর্বত হয়ে দাঁড়িয়ে যাবে। আমাদের রায়কে মানেন না, তাহলে দেশ আপনারা কীভাবে শাসন করবেন? জবাব দিতে পারবেন না,' সরকারের উদ্দেশে বলেন তিনি।

নারায়ণগঞ্জ এক সময় সন্ত্রাসের রাজধানী হিসেবে পরিচিত হয়েছিল উল্লেখ করে জামায়াত আমির বলেন, 'দফায় দফায় ছোপ ছোপ রক্ত, আর কাঁড়ি কাঁড়ি লাশ এই নারায়ণগঞ্জকে উপহার দেওয়া হয়েছে। কোনো কোনো নেতা হুংকার দিয়ে বলতেন খেলা হবে। এখন কার বিরুদ্ধে খেলতেছেন? এখন কোন মাঠে খেলতেছেন?'

তিনি আরও বলেন, 'হুংকার দেওয়া ভালো নয়। অহংকার আল্লাহ তাআলার চাদর। আল্লাহ তাআলা পছন্দ করে না এটা নিয়ে কোনো মানুষ টানাটানি করুক। অহংকারীরা তাদের কিছুটা পাওনা পেয়েছে, বাকি পাওনাটাও তারা পাবে এটা দেশবাসী দেখতে চায়। নতুন করে ও রকম কোনো গডফাদার এখানে তৈরি হোক আমরা এটা চাই না।'

নারায়ণগঞ্জের বিশিষ্ট কিছু ব্যবসায়ীর উদ্ধৃতি দিয়ে জামায়াত আমির উল্লেখ করেন, চাঁদাবাজদের কারণে ব্যবসায়ীরা ভালো নেই।

'দলের নেতা হয়ে বলা হবে, আমরা দুর্নীতির টুঁটি চেপে ধরবো। আর ঘরে ঘরে চাঁদাবাজদেরকে লেলিয়ে দেবেন। কথার সাথে কাজের মিল নেই।

চাঁদাবাজির অভিযোগে পুলিশ

৯ পৃষ্ঠার পর

বাসা থেকে হেফাজতে নেওয়া হয়। সেখান থেকে আমাদের সঙ্গে আসার জন্য সহযোগিতা কামনা করি। তিনি আমাদেরকে সহযোগিতা করেছেন। তাকে আমরা এসপি অফিসে জিজ্ঞাসাবাদ করেছি।'

জেলা পুলিশ সুপারের কার্যালয়ে এক ঘণ্টারও বেশি জিজ্ঞাসাবাদের পর তাকে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশের হেফাজতে দেওয়া হয়েছে। সজীবকে তারা ডিএমপির ডিবি কার্যালয়ের দিকে নিয়ে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছেন বলে সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার দিকে জানান তারেক আল মেহেদী।

তবে, চাঁদাবাজির অভিযোগের বিষয়ে বিস্তারিত কিছু জানাননি এ পুলিশ কর্মকর্তা। তিনি বলেন, 'ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে আমরা তাকে এনেছিলাম। বিষয়টি নিয়ে এখনই বিস্তারিত কিছু জানাতে পারছি না।'

কলাম্বিয়া ইউনিভার্সিটি ল' গ্রাজুয়েট, লন্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে ব্রিটিশ ফরেন ও কমনওয়েলথ অফিসের অধীনে শেভনিং স্কলার ও হিউম্যান রাইটস-এ মাস্টার্স, ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে আইনে অনার্স ও মাস্টার্স (১ম শ্রেণী), বিসিএস (জুডিশিয়াল) এর সদস্য, বাংলাদেশে প্রাক্তন সিনিয়র সহকারী জজ আইন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব ও বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন মাননীয় আইন মন্ত্রীর কাউন্সিল অফিসার হিসেবে ৮ বছর এবং নিউইয়র্ক- এর বিভিন্ন ল'ফার্মের অভিজ্ঞতাসম্পন এ্যাটর্নী।

অশোক কুমার কর্মকার
এ্যাটর্নী এ্যাট ল'

আমেরিকায় যে কোন নতুন ব্যবসায় ন্যূনতম বিনিয়োগের মাধ্যমে Treaty (E-2) ভিসার অধীনে এদেশে ব্যবসা করার সুযোগ পেতে পারেন এবং পরবর্তীতে গ্রীন কার্ড পাওয়ার যোগ্য হতে পারেন।

তাছাড়া ১ মিলিয়ন বা নূন্যতম ৫ লাখ ডলার বিনিয়োগ করে EB-5 ভিসার অধীনে আপনি ও আপনার পরিবার ও সন্তান-সন্ততিসহ সরাসরি গ্রীন কার্ড পেতে পারেন।

বৈধভাবে এদেশে আপনার বিনিয়োগের অর্থ আনয়নে আমাদের সাথে পরামর্শ করতে পারেন।

দেশে কোন কোম্পানীর মালিক/পরিচালক হলে আপনি ও আপনার পরিবার L Visa'র সুবিধা নিতে পারেন এবং দু'বছর পর গ্রীন কার্ডের আবেদন করতে পারেন।

আপনি কি বিনিয়োগের মাধ্যমে নিজের যোগ্যতায় খুব দ্রুত গ্রীন কার্ড পেতে চান?

- আপনার সার্বিক আইনী (ইমিগ্রেশন, এসাইলামসহ সর্বপ্রকার রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং, পার্সোনাল ইনজুরি, মেডিকেল ম্যালপ্রাক্টিস, ডিভোর্স, পারিবারিক, লিগালাইজেশনসহ সকল ধরণের) সমস্যার সমাধানে যোগাযোগ করুন (সোম - শনিবার)।
- আমেরিকায় বসে আমাদের ঢাকা অফিসের মাধ্যমে খরচ ও সময় বাঁচিয়ে আপনি বাংলাদেশে আপনার যে কোন মামলা পরিচালনা, সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়সহ যে কোন আইনী সমস্যার সমাধান সহজেই করতে পারেন।
- আপনার সম্পত্তি ব্যাবস্থাপনায় (Property Management) আমাদের ঢাকা অফিস আপনাকে সহায়তা করতে পারে।

Law Offices of Ashok K. Karmaker, P.C.

Queens Main Office:
143-08 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11435, Tel: (212) 714-3599, Fax: (718) 408-3283, ashoklaw.com

Bronx Office: Karmaker & Lewter, PLLC
1506 Castlehill Avenue, Bronx, NY 10462, Tel: (718) 662-0100, ashok@ashoklaw.com

Dhaka Office: US-Bangladesh Global Law Associates, Ltd.
Dream Apartments, Apt. C2, Hse 3G, Road 104, Gulshan Circle 2, Dhaka 1212, Bangladesh, Tel: 011-880-2-8833711

নিউইয়র্ক সিটি ইলেকট্রিশিয়ান

NASRIN CONTRACTING
FULL LICENCED @ INSURED
718-223-3856

আমরা যে সব কাজে পারদর্শি

- যে কোন ইলেকট্রিক বায়োলেশন রিমুভ
- সার্ভিস আপগ্রেট এবং নতুন
- ট্রাবল স্যুর্টিং এবং শটসার্কিট
- নিউওয়েরিং এবং পুরাতন ওয়েরিং
- ইলেকট্রিক আপগ্রেট
- সবধরনের লাইট, হায়হেট, সুইস আউট লাইট, নতুন ও আপগ্রেট
- সকল প্রকার ইলেকট্রিক কাজ করি
- রেসিডেন্টশিয়াল এবং কমার্শিয়াল

বিঃদ্রঃ কাউকে কাজ দিয়ে সমস্যায় আছেন অ-সমাপ্ত কাজ নিয়ে? নিশ্চিন্তে ফোন করুন। আপনার কাজ খুবই দায়িত্ব সহকারে শেষ করে বুঝিয়ে দিবো **Inspection** নিয়ে সমস্যা কল করুন

Nasrin Contracting Corp
116 Avenue C, Suite # 3C
Brooklyn, NY 11218
nysarker@gmail.com
nasrincontracting10@gmail.com
Visit Us : www.nasrincontractingcorp.com

ARMAN CHOWDHURY, CPA

MBA I CMA I CFM

Quick refund with free e-file.
We're open every day.
WE'VE GOT YOU COVERED
Call today for an appointment.
Walk-ins Welcome.

AUTHORIZED e-file PROVIDER

সঠিক ও নির্ভুলভাবে ইনকাম ট্যাক্স ফাইল করা হয়

- Individual Income Tax
- Business Income Tax
- Non-Profit Tax Return
- Accounting & Bookkeeping
- Retirement and Investment Planning
- Tax Resolution (Individual & Business)

F to 169 Street
87-54 168th Street, Suite 201, Jamaica, NY 11432
Phone: (718) 475-5686, Email: ArmanCPA@gmail.com
www.ArmanCPA.com

Sahara Homes

NOW IS THE TIME TO LIVE THE AMERICAN DREAM!

BUY IT, LIVE IT AND ENJOY IT !!!

Nayeem Tutul
Lic. Real Estate Sales Executive
Cell: 917-400-8461
Office: 718-805-0000
Fax: 718-850-3888
Email: nayeem@saharahomesinc.com
Web: www.saharahomesinc.com

WOMEN'S MEDICAL OFFICE

(NEW LIFE MEDICAL SERVICES, P.C)

OBSTETRICS & GYNECLOGICAL

ডাঃ রাবেয়া চৌধুরী

Rabeya Chowdhury, MD, FACOG
(Obsterics & Gynecology) *Board Certified*
Attending Physician (Obs & Gyn Dept.)
Flushing Hospital Medical Center
North Shore (LIJ) Forest Hill Hospital
Long Island Jewish (LIJ) Hospital

Gopika Nandini Are, M.D.
(Obsterics & Gynecology)
Attending Physician
Flushing Hospital Medical Center

বাংলাদেশী মহিলা ডাক্তার

Dr. Alda Andoni, M.D.
(Obsterics & Gynecology)
Attending Physician (OBS & GYN Dept.)
Flushing Hospital Medical Center

(F Train to 179th Street (South Side)

91-12, 175th St, Suite-1B
Jamaica, NY 11432

Tel: 718-206-2688, 718-412-0056
Fax: 718-206-2687
email: info@mynewlifemd.com, www.mynewlifemd.com

WALI KHAN, D.D.S

Family Dentistry

- স্বল্প মূল্যে চিকিৎসা ব্যবস্থা
- জীবাণুমুক্ত যন্ত্রপাতি
- সর্বাধুনিক প্রযুক্তির সমন্বয়ে চিকিৎসা
- অত্যাধুনিক পদ্ধতি ব্যবহারে Implant/Biaces
- সব ধরনের মেডিকেইড/ ইন্সুরেন্স ও ইউনিয়ন কার্ড গ্রহণ করা হয়

আপনাদের সেবায় আমাদের দুটি শাখা

জ্যাকসন হাইটস
37-33 77TH STREET,
JACKSON HEIGHTS NY 11372
TEL : 718-478-6100

ব্রঙ্কস ডেন্টাল কেয়ার
1288 WHITE PLAINS ROAD
BRONX NY 10472
TEL : 718-792-6991

Office Hours By Appointment

আমরা সব ধরনের ক্রেডিট কার্ড গ্রহণ করে থাকি

মাথাপিছু আয় প্রথমবারের মতো ৩ হাজার

১২ পৃষ্ঠার পর

২০২৪-২৫ অর্থবছরের সংশোধিত হিসাব ২ হাজার ৭৬৯ ডলার থেকে ২৫১ ডলার বা ৯ দশমিক ১ শতাংশ বেশি। স্থানীয় মুদ্রার হিসাবে, মাথাপিছু বার্ষিক আয় আগের বছরের ৩ লাখ ৩৪ হাজার ৫১১ টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৩ লাখ ৬৮ হাজার ৮৭৩ টাকা হবে বলে প্রাক্কলন করা হয়েছে। সবশেষ এই তথ্য আসাতে দক্ষিণ এশিয়ার উচ্চ-আয়ের অর্থনীতিগুলোর মধ্যে স্থান করে নিল বাংলাদেশ।

প্রাক্কলিত ৩ হাজার ২০ ডলারে মাথাপিছু আয়ের ফলে ভারত, পাকিস্তান ও নেপালের চেয়ে এগিয়ে গেল বাংলাদেশ। দেশ তিনটির সবশেষ মাথাপিছু আয় যথাক্রমে ২ হাজার ৯৪০ ডলার, ১ হাজার ৫৮০ ডলার ও ১ হাজার ৫০০ ডলার। তবে শ্রীলঙ্কার মাথাপিছু আয় প্রায় ৪ হাজার ২০ ও ভুটানের ৩ হাজার ৭১০ ডলার।

আর প্রায় ১৩ হাজার ৯২০ ডলার মাথাপিছু জাতীয় আয় নিয়ে এ অঞ্চলে শীর্ষস্থান ধরে রেখেছে মালদ্বীপ। দেশে বসবাসকারীদের উপার্জন, ব্যবসার মাধ্যমে অর্জিত মোট আয় ও বিদেশ থেকে আসা আয় মিলিয়ে জাতীয় মাথাপিছু আয় হিসাব করা হয়।

বিবিএসের নতুন তথ্য অনুযায়ী, দেশে মাথাপিছু জিডিপি আগের অর্থবছরের ২ হাজার ৬২৫ ডলার থেকে বেড়ে এ অর্থবছরে ২ হাজার ৮৬৬ ডলার হয়েছে।

ব্যাংক খাতে গত বছর ১ লাখ ৩৬ হাজার

১২ পৃষ্ঠার পর

ইউনিয়ন ব্যাংকের ৪ হাজার ৬৮৫ কোটি টাকা। মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক সৈয়দ মাহবুবুর রহমান বলেন, পুরো ব্যাংকিং খাত এখন অত্যন্ত খারাপ অবস্থায় রয়েছে। আয় সৃষ্টির সুযোগ সীমিত, এবং কার্যত কোনো মুনাফা নেই।

যখন খেলাপি ঋণ ৩০ শতাংশের বেশি হয়ে যায়, এবং সমস্যাগ্রস্ত সম্পদের পরিমাণ ৫০ শতাংশ ছাড়িয়ে যায়, তখন লোকসান অনিবার্য হয়ে পড়ে,' গতকাল দ্য ডেইলি স্টারের সঙ্গে আলাপকালে বলেন তিনি।

বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুসারে, ২০২৫ সালের শেষে খেলাপি ঋণের পরিমাণ বেড়ে দাঁড়ায় ৫ লাখ ৫৭ হাজার ২১৭ কোটি টাকা। অশ্রেণিকৃত পুনঃতফসিলকৃত ঋণ ছিল ২ লাখ ৬৮ হাজার ৭৩৩ কোটি টাকা, স্থগিতাদেশের আওতায় থাকা ঋণের পরিমাণ ছিল ১ লাখ ৮২ হাজার ৪১৯ কোটি টাকা, এবং অবলোপন করা ঋণ ছিল ৮৩ হাজার ৪৭৯ কোটি টাকা। বাংলাদেশ ব্যাংকার্স অ্যাসোসিয়েশনের (এবিবি) সাবেক চেয়ারম্যান মাহবুবুর রহমান বলেন, সম্প্রতি পুনঃতফসিল করা বিপুল পরিমাণ ঋণে দুই বছর পর্যন্ত গ্রেস পিরিয়ড দেওয়া হয়েছে। যার অর্থ হলো, এই সময়ে ব্যাংকগুলো ঋণ থেকে কোনো আয় করতে পারবে না। তিনি আরও বলেন, 'কিছু ব্যাংকের অবস্থা আরও খারাপের দিকে যাচ্ছে।' কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, বেসরকারি খাতের ব্যাংকগুলোর মধ্যে এবি ব্যাংকের নিট লোকসান হয়েছে ৩ হাজার ৭০৬ কোটি টাকা, ন্যাশনাল ব্যাংকের ২ হাজার ৪৩০ কোটি টাকা, আইএফআইসি ব্যাংকের ২ হাজার ৫৬১ কোটি টাকা ও প্রিমিয়ার ব্যাংকের ৯৯২ কোটি টাকা।

২০২৪ সালে রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর এসব ব্যাংকের খেলাপি ঋণ ও অন্যান্য সমস্যাগ্রস্ত সম্পদের পরিমাণ দ্রুত বেড়েছে। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলোর মধ্যে ২০২৫ সালে জনতা ব্যাংকের নিট লোকসান হয়েছে ৩ হাজার ৮২০ কোটি টাকা।

সামগ্রিক লোকসানের মধ্যেও তুলনামূলক শক্তিশালী আর্থিক ভিত্তি ও উন্নত সম্পদমানের কারণে কয়েকটি ব্যাংক গত বছর উল্লেখযোগ্য মুনাফা করেছে।

অন্যান্য ব্যাংকের মধ্যে ব্র্যাক ব্যাংক এককভাবে ১ হাজার ৫৮০ কোটি টাকার নিট মুনাফা করেছে। ডাচ-বাংলা ব্যাংকের মুনাফা ছিল ৯৩৮ কোটি টাকা, সিটি ব্যাংকের ১ হাজার ৩০৫ কোটি টাকা, প্রাইম ব্যাংকের ৮৯০ কোটি ও ইস্টার্ন ব্যাংকের (ইবিএল) ৯০০ কোটি টাকা। বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য আরও বলছে, গত বছর ব্যাংক খাতের নিট সুদ আয় ঋণাত্মক ১২ হাজার ৫৩৭ কোটি টাকায় নেমে আসে।

মে মাসে ঘুরে দাঁড়ালেও চলতি অর্থবছরে

১২ পৃষ্ঠার পর

ডলারে পৌঁছায়। তবে শিল্পসংশ্লিষ্টরা বলছেন, ওই প্রবৃদ্ধি মূলত বেশি দামের কারণে হয়েছে, ক্রয়াদেশের পরিমাণ বাড়ার কারণে নয়।

মে মাসের পুনরুদ্ধারেও সামগ্রিক ধীরগতি কাটেনি

এপ্রিলের ১ দশমিক ৫২ বিলিয়ন ডলার থেকে মে মাসে রপ্তানি বেড়ে ১ দশমিক ৮২ বিলিয়ন ডলারে দাঁড়ায়। এতে মাসভিত্তিক প্রবৃদ্ধি হয়েছে ১৯ দশমিক ৬ শতাংশ। জানুয়ারির ১ দশমিক ৮৮ বিলিয়ন ডলারের পর এটি চলতি অর্থবছরের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ মাসিক আয়।

তবে এ পুনরুদ্ধার সত্ত্বেও বছরের বড় অংশজুড়ে রপ্তানি প্রত্যাশার চেয়ে অনেক কম ছিল। জুলাইয়ে ১ দশমিক ৯৮ বিলিয়ন ডলার থেকে সেপ্টেম্বরে রপ্তানি কমে ১ দশমিক ৩৪ বিলিয়ন ডলারে নামে। পরে ফেব্রুয়ারি ও মার্চে তা আবার কমে যথাক্রমে ১ দশমিক ৩৫ বিলিয়ন ও ১ দশমিক ৩৩ বিলিয়ন ডলারে দাঁড়ায়।

রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর পরিচালক আলমগীর হোসেন বলেন, অর্থবছরের শুরুর মাসগুলোতে রপ্তানির পতন বেশি ছিল। তবে সাম্প্রতিক তথ্য ধীরে ধীরে পুনরুদ্ধারের ইঙ্গিত দিচ্ছে।

তিনি টিবিএসকে বলেন, সাম্প্রতিক মাসগুলোতে ইইউ বাজারে উন্নতির লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। চাহিদা পরিস্থিতি স্থিতিশীল থাকলে অর্থবছরের বাকি সময়েও এই ইতিবাচক ধারা অব্যাহত থাকবে বলে আমরা আশা করছি।

বাজারের তালিকায় শীর্ষে জার্মানি, তবে ক্রয়াদেশ এখনো সবচেয়ে কম

ইউরোপীয় ইউনিয়নের মধ্যে বাংলাদেশের পোশাক রপ্তানির সবচেয়ে বড় বাজার হিসেবে জার্মানি তার অবস্থান ধরে রেখেছে।

এপ্রিলের ৩১৬ দশমিক ২ মিলিয়ন ডলার থেকে মে মাসে জার্মানিতে রপ্তানি বেড়ে ৪০৯ দশমিক ৩ মিলিয়ন ডলারে দাঁড়িয়েছে। তবে রপ্তানি এখনো জুলাইয়ের সর্বোচ্চ ৪৭১ দশমিক ৮ মিলিয়ন ডলারের নিচে রয়েছে; এতে বোঝা যায়, চাহিদা এখনো আগের পর্যায়ে ফেরেনি। মে মাসে ইউরোপীয় ইউনিয়নে বাংলাদেশের মোট পোশাক রপ্তানির প্রায় ২২ দশমিক ৫ শতাংশই গেছে জার্মানিতে।

স্পেন দ্বিতীয় বৃহত্তম গন্তব্য হিসেবে অবস্থান ধরে রেখেছে। মে মাসে দেশটিতে ৩০০ দশমিক ১ মিলিয়ন ডলারের পোশাক রপ্তানি হয়েছে, যা এপ্রিলের ২৮৫ দশমিক ৫ মিলিয়ন ডলারের তুলনায় কিছুটা বেশি।

ইইউ বাজারগুলোতে মিশ্র চিত্র

অন্য বড় গন্তব্যগুলোর মধ্যে ফ্রান্সে রপ্তানি এপ্রিলের ১৭৩ দশমিক ২ মিলিয়ন ডলার থেকে মে মাসে বেড়ে ১৯০ দশমিক ১ মিলিয়ন ডলারে দাঁড়িয়েছে। কয়েক মাস কম হলেও পরে ইতালিতে রপ্তানি বেড়ে হয়েছে ১৩৯ দশমিক ৯ মিলিয়ন ডলার।

১০০ কোটি ব্যারেলের বেশি তেলের সরবরাহ থেকে বঞ্চিত হয়েছে

১২ পৃষ্ঠার পর

হতে পারে। ফলে অপরিশোধিত তেলের মজুত কার্যত শূন্য হয়ে যাওয়া আটকানো কঠিন।

তেলের দাম তাই আবারও বাড়তে পারে।

খাদের কিনারে

তেলের বাজার নিশ্চিতভাবেই মনে করে, ট্রাম্পের টাইমিং নিখুঁত। ইরানের সঙ্গে সমঝোতা স্মারক চূড়ান্ত হয়ে কার্যকর হওয়ার সাথে সাথেই, ট্রাম্পের ভবিষ্যদ্বাণী ফলিয়ে দিয়ে গত কদিন ধরে তেলের দাম হুড়মুড় করে পড়েছে।

এপ্রিলের মাঝামাঝি যুদ্ধবিরতি ঘোষণার পর থেকেই ব্রেন্ট ক্রুডের দাম কমতে শুরু করে। যুদ্ধের সময় এ তেলের দাম যেখানে ব্যারেলপ্রতি ১২৬.৪১ ডলারে পৌঁছেছিল, এখন তা ৮০ ডলারের নিচে নেমে এসেছে।

তেলের এই দাম কমার নেপথ্যে ছিল যুদ্ধের আগে অপরিশোধিত তেলের ঐতিহাসিক অতি-সরবরাহ। ইতিহাসের সবচেয়ে বড় সরবরাহ বিপর্যয়ের ধাক্কা সামলাতে এটাই গোটা বিশ্বকে সুরক্ষা দিয়েছিল। কিন্তু সেই বাড়তি মজুত ফুরিয়ে গেছে, দেখা দিয়েছে উদ্বেগজনক ঘাটতি।

গত কয়েক মাসে বিশ্বজুড়ে তেলের মজুত আশঙ্কাজনক হারে কমেছে-প্রায় ১৯ কোটি ব্যারেল। গোটা যুক্তরাষ্ট্রে জ্বালানি সরবরাহকারী ওকলাহোমার কাশিংয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ তেল হাব সবে তার কার্যক্ষমতার শেষ সীমায় এসে ঠেকেছে। তেলের ট্যাংকের একেবারে নিচে যা জমে থাকে, তার বেশিরভাগই অব্যবহারযোগ্য গাদ বা তলানি। এর ফলে পাইপের ভেতর প্রয়োজনীয় চাপ ধরে রাখা কঠিন হয়ে পড়ে এবং গ্রাহকের কাছে তেল পৌঁছানো কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। কাশিংয়েই শুধু এই দশা নয়, সারা বিশ্বের তেল মজুতাগারগুলোই এখন বিপজ্জনক খাদের কিনারে এসে দাঁড়িয়েছে। এমন একটা সময় আসত যখন তেল পাওয়াই অসম্ভব হয়ে যেত, বুধবার এই সতর্কবাণী শোনান ট্রাম্প। হরমুজ না খুললে বিশ্ব অর্থনৈতিক মহাবিপর্যয়ের মুখে পড়ত বলে হুঁশিয়ারি দেন তিনি।

চড়া দাম

হরমুজ খুলে দিলেই যে বিশ্বের এই তেলের সংকট রাতারাতি মিটে যাবে, তা নয়। প্রণালি খুললে তেল সরবরাহ আবার স্বাভাবিক করার প্রক্রিয়াটুকু শুরু হবে মাত্র।

প্রথমে হরমুজ থেকে সামুদ্রিক মাইন সরাতে হবে। তারপর খালি তেলের ট্যাংকারগুলোকে আবার এই এলাকায় ফিরিয়ে আনা, তেল উৎপাদন নতুন করে চালু করা এবং গন্তব্যের উদ্দেশ্যে তেলের ধীরগতির যাত্রা শুরু করা-সবকিছুর জন্যই অপেক্ষা করতে হবে। এর কোনোটিই চটজলদি হওয়ার নয়।

তেল শিল্প-সংশ্লিষ্টদের ধারণা, পরিস্থিতিকে স্বাভাবিকের কাছাকাছি জায়গায় ফিরিয়ে আনতেই কয়েক মাস লেগে যেতে পারে।

আর তেলের বাজার যতদিন না পুরোপুরি স্বাভাবিক হচ্ছে, ততদিন গোটা বিশ্বকে ওই তেলের মজুদের ওপরই ভরসা করে চলতে হবে। এ কারণেই বাজার বিশ্লেষকদের একাংশ মনে করছেন, তেলের দাম প্রয়োজনের চেয়ে অনেক বেশি কমে গেছে। তেলের ট্যাংকগুলো নতুন করে ভর্তি করার আগেই যে বিশ্বজুড়ে তেল পুরোপুরি ফুরিয়ে যেতে পারে, বাজার সেই ঝুঁকিটাকে এখনো পাত্তাই দিচ্ছে না।

আরবিসি ক্যাপিটাল মার্কেটস-এর গ্লোবাল কমোডিটি স্ট্র্যাটেজি প্রধান হেলিমা ক্রফট বলেন, বাজার বর্তমান পরিস্থিতির চেয়ে এক লাফে সাত কদম এগিয়ে গেছে। সবাই ভাবছে, ঝামেলা তো মিটেই গেল। কিন্তু আগের অবস্থায় ফিরে যাওয়ার পেছনে যে কত বড় লজিস্টিক্যাল চ্যালেঞ্জ রয়েছে, তা কেউ দেখছে না।

হরমুজ খোলার প্রাথমিক উচ্ছ্বাস থিতিয়ে এলেই বাজারের মৌলিক নিয়মগুলো আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে। আর তখনই আবারও লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়তে শুরু করবে তেলের দাম।

হিসাব কষলে দেখা যাবে: আন্তর্জাতিক জ্বালানি সংস্থা-আইইএ-র পূর্বাভাস অনুযায়ী, বিশ্ববাজারে যদি গ্রাহকদের চাহিদার চেয়ে দৈনিক প্রায় ৫০ লাখ ব্যারেল বাড়তি তেলও উৎপাদিত হয়, তারপরও হারিয়ে যাওয়া ওই ১১৫ কোটি ব্যারেল তেলের ঘাটতি মেটাতে প্রায় পুরো এক বছর সময় লেগে যাবে ।

দরপতন

কিন্তু বাজার সবসময় যুক্তি মেনে চলে না।

ব্যবসায়ীরা দেখছেন, বাজারে খুব জলদি তেলের বন্যা বয়ে যেতে চলেছে। বিশেষ করে অর্থকষ্টে ভোগা ওপেকের সদস্য দেশগুলো উৎপাদন বাড়াতে ছটফট করছে। এই নতুন বাস্তবতার কারণে তেলের বাজারের বর্তমান গতিপথ বদলে দেওয়া বেশ কঠিন হবে বলে মনে করেন সম্পদ ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠান ইনফ্রাস্ট্রাকচার ক্যাপিটাল অ্যাডভাইজার্সএর সিইও জে হ্যাটফিল্ড।

তবে পরিপ্রেক্ষিতটাও মাথায় রাখা দরকার। যুদ্ধের আগে বিশ্বজুড়ে তেলের এত বড় উদ্বৃত্ত ছিল যে মজুতের এই নজিরবিহীন ধস এখনো আমাদের পুরোপুরি কুপোকাত করতে পারেনি।

ম্যাককোয়ারি গ্রুপের গ্লোবাল অয়েল অ্যান্ড গ্যাস স্ট্র্যাটেজিস্ট বিকাশ দ্বিবেদী বলেন, আমাদের একটা বড় রক্ষাকবচ ছিল, যা আমরা ইতিমধ্যে শেষ করে ফেলেছি। গত বছরের আগের তুলনায় আমাদের মজুত এখন কম ঠিকই, তবে তা আশঙ্কাজনক কিছু নয়। উদাহরণস্বরূপ, যুক্তরাষ্ট্রের ডিজেল মজুত ২০০৩ সালের পর এখন সর্বনিম্ন স্তরে থাকলেও, তা গত ৫ বছরের গড়ের চেয়ে মাত্র ১২.৪ শতাংশ কম। মার্কিন গ্যাসোলিনের মজুতও গত বছরের তুলনায় মাত্র ৫ শতাংশ কমেছে।

দ্বিবেদী বলেন, মজুত ফুরিয়ে যাওয়ার ঝুঁকি বাস্তব হলেও, বাজারে চড়া দামের প্রবক্তারা সমস্যাটিকে একটু বেশিই ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে দেখছেন।

তিনি আরও বলেন, ধরা যাক, আপনি কোনো শোধনাগারের তেল ব্যবসায়ী। তেল জোগাড় করাই আপনার কাজ। সংকটের দিনগুলোতে যেখানে তেল পেতে আপনাকে ১০ জায়গায় ফোন করতে হতো, এখন করতে হচ্ছে ৫-৬ জায়গায়। আর আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যে বিক্রেতারাই সেধে আপনার কাছে আসবে। বলবে-আমার কাছে তেল আছে, কিনবেন নাকি?

বিশ্বকাপ থেকে তুরস্কের বিদায়

১০ পৃষ্ঠার পর

আমরা জাতির কাছে ক্ষমা চাইছি'।

কেনান ইয়েলদিজ, আর্দা গুলেরদের মতো ইউরোপ মাতানো তরুণদের নিয়ে বিশ্বকাপে আসা এই দলটিকে বলা হচ্ছিল তুরস্কের 'গোল্ডেন জেনারেশন'। কিন্তু সেই দলটিই ফেরত যাচ্ছে একরাশ হতাশা নিয়ে। রিয়াল মাদ্রিদে খেলা গুলের বলেছেন, বিশ্বকাপের এই হতাশা পরবর্তী বড় টুর্নামেন্টগুলোতে ভুলিয়ে দেওয়ার সর্বোচ্চ চেষ্টা করবেন তারা।

দলের ভেতর কোনো মনোমালিন্য কিংবা ব্যক্তিত্বের লড়াইয়ের কারণে তুরস্কের এমন বিপর্যয় কি না, প্রশ্ন উঠেছে এটি নিয়েও। গুলের অবশ্য এরকম কিছুর সম্ভাবনা একদমই নাকচ করে দিয়েছেন, 'টিম স্পিরিট কিংবা আমাদের নিজেদের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক কোনোটিরই ঘাটতি ছিল না। আমরা স্রেফ মাঠে নেমে গোল করতে পারিনি। এমনটা হওয়ার কথা ছিল না। আমরা সত্যিই ক্ষমাপ্রার্থী'।

হতাশার এই বিদায়ে একটি অনাকাঙ্ক্ষিত রেকর্ডও করেছে তুরস্ক। ফুটবলের পরিসংখ্যান নিয়ে কাজ করা প্রতিষ্ঠান অপ্টা জানাচ্ছে, ১৯৬৬ সালের পরে এই প্রথমবার কোনো দল বিশ্বকাপে প্রথম দুই ম্যাচে ৬২টি শট নিয়েও কোনো গোল করতে পারেনি। কেবল প্যারাগুয়ের বিপক্ষে ম্যাচেই গোল অভিমুখে ৩৩টি শট নিয়েছে তুরস্ক, কিন্তু কাজের কাজ হয়নি কোনো।

দলটির কোচ ভিনসেঞ্জো মন্টেলা এখনো বুঝতে পারছেন না কীভাবে এমনটা হলো, 'আমরা প্রচুর গোলের সুযোগ তৈরি করেছি। কিন্তু কীভাবে একটিও গোল হলো না, আমি জানি না।

KARNAFULLY HOME CARE

KARNAFULLY HOME CARE LLC

A TRUSTED INSTITUTION FOR HOME CARE SERVICES

WE ARE LICENSED HOME CARE SERVICES AGENCY

We Care
Your Family
Like Ours

LHCSAs

Our Services in New York Counties

We Provide The Following Home Care Services

- HHA (Home Health Aide)
- PCA (Personal Care Assistant)
- CDPAP (Consumer Directed Personal Assistance Program)

Service Areas (Boroughs & Counties)

- Queens
- Nassau
- Suffolk
- Bronx
- Westchester
- Dutchess
- Orange
- Rockland
- Sullivan
- Ulster

NYS Department of Health LHCSAs

Main Office
37-20 74th Street, 2nd Fl,
Jackson Heights, NY, 11372

Jamaica Office
167-18 Hillside Ave, 2nd Fl,
Jamaica, NY, 11432

Mohammed Hasem, EA, MBA
President and CEO

MBA in Accounting
IRS Enrolled Agent
Admitted to Practice before the IRS
IRS Certifying Acceptance Agent

Fax: 347-338-6799

347-621-6640

বৈশ্বিক বিনিয়োগ আকর্ষণে

১২ পৃষ্ঠার পর

থেকে এটি কার্যকর হবে। এর ফলে বিদেশি বিনিয়োগকারীরা বেসরকারি আইসিডি ও অফ-ডক পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠানের শতভাগ মালিকানা রাখতে পারবেন।

খাতসংশ্লিষ্ট অংশীজনরা এই সিদ্ধান্তকে ইতিবাচক হিসেবে দেখছেন। তারা বলছেন, এটি আন্তর্জাতিক বিনিয়োগকারীদের জন্য একটি ইতিবাচক বার্তা। তবে তাদের মতে, শুধু মালিকানার বিধিনিষেধ তুলে দিলেই উল্লেখযোগ্য বিদেশি বিনিয়োগ আসবে-এমনটি নিশ্চিত নয়।

এই সিদ্ধান্ত বাংলাদেশের লজিস্টিক শিল্পের জন্য একটি বড় নীতিগত পরিবর্তন। এতদিন বিদেশি অপারেটররা কেবল স্থানীয় অংশীদারদের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগের মাধ্যমে এই খাতে প্রবেশ করতে পারত। সেখানে স্থানীয়দেরই সিংহভাগ মালিকানা থাকত।

নতুন কাঠামোর অধীনে আন্তর্জাতিক কোম্পানিগুলো এখন স্বাধীনভাবে এসব স্থাপনা প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করতে পারবে।

আগামী বছরগুলোতে রপ্তানি ও পণ্য পরিবহনের পরিমাণ বাড়বে-এমন প্রত্যাশার ভিত্তিতে লজিস্টিকস অবকাঠামোয় নতুন বিনিয়োগ উৎসাহিত করতেই সরকার এই উদ্যোগ নিয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে।

বাংলাদেশ ইনল্যান্ড কনটেইনার ডিপোজ অ্যাসোসিয়েশনের (বিকডা) তথ্য অনুযায়ী, দেশে বর্তমানে বেসরকারি খাতে পরিচালিত ২৪টি আইসিডি রয়েছে। এর মধ্যে কয়েকটিতে যৌথ উদ্যোগের মাধ্যমে বিদেশি অংশীদারও যুক্ত রয়েছে।

এসব প্রতিষ্ঠানের সম্মিলিত সংরক্ষণ সক্ষমতা ১ লাখ ৬ হাজার টোয়েন্টি-ফুট ইকুইভ্যালেন্ট ইউনিট (টিইইউ)। তারা প্রতি মাসে প্রায় ৯০ হাজার রপ্তানি কনটেইনার, ৫০ হাজার আমদানি কনটেইনার এবং ৬০ হাজার খালি কনটেইনার পরিচালনা করতে পারে।

এছাড়া আরও তিনটি আইসিডি নির্মাণাধীন রয়েছে। সেগুলো চলতি বছর বা আগামী বছরের মধ্যে চালু হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

বৈশ্বিক বন্দর ও লজিস্টিকস খাতের অপারেটরদের মধ্যে ডিপি ওয়ার্ল্ড, মেডলগ, রেড সি গেটওয়ে টার্মিনাল (আরএসজিটি), এপিএম টার্মিনালস এবং পিএসএ সিঙ্গাপুর ইতোমধ্যে বাংলাদেশের বন্দর, টার্মিনাল ও অফ-ডক খাতে বিনিয়োগ করেছে অথবা বিনিয়োগে আগ্রহ দেখিয়েছে।

বিনিয়োগ আকর্ষণে গুরুত্বপূর্ণ পরিচালনাগত দক্ষতা

বাংলাদেশ ইনল্যান্ড কনটেইনার ডিপো অ্যাসোসিয়েশনের (বিকডা) মহাসচিব রুহুল আমিন সিকদার বলেন, প্রায় দুই দশক ধরে এই খাত গড়ে তোলা স্থানীয় বিনিয়োগকারীদের সুরক্ষা দিতেই মালিকানার সীমা নির্ধারণ করা হয়েছিল।

তিনি টিবিএসকে বলেন, খাতটিতে শতভাগ বিদেশি মালিকানার সুযোগ দেওয়ায় বিনিয়োগের চিত্র বদলে যাচ্ছে। তবে মালিকানার সীমা তুলে দিলেই যে বিদেশি বিনিয়োগকারীরা আসবেন, বিষয়টি এমন নয়।

তার মতে, উল্লেখযোগ্য বিদেশি অংশগ্রহণ আশা করার আগে বাংলাদেশকে কয়েকটি পরিচালনাগত প্রতিবন্ধকতা দূর করতে হবে।

তিনি বলেন, বিনিয়োগকারীরা প্রথমেই পরিচালনাগত দক্ষতা দেখবেন। চট্টগ্রাম বন্দরের চ্যালেঞ্জ, পরিবহনসংক্রান্ত বাধা এবং যোগাযোগ অবকাঠামোর উন্নয়ন প্রয়োজন।

তিনি আরও বলেন, দীর্ঘদিন ধরে সংস্কার চললেও লজিস্টিকস কার্যক্রমের অনেক প্রক্রিয়া এখনো ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে চলছে। ফলে ডিজিটালাইজেশনের গতি প্রত্যাশার তুলনায় ধীর।

রুহুল আমিন সিকদার শুল্ক নির্ধারণ ব্যবস্থার বিষয়েও উদ্বেগ জানান। তার মতে, দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগ থেকে টেকসই মুনাফা পাওয়া যাবে-এমন আস্থা বিনিয়োগকারীদের থাকতে হবে।

তিনি বলেন, এগুলো মূলধননির্ভর বিনিয়োগ। বিনিয়োগের আগে বিদেশি বিনিয়োগকারীরা দেখবেন, এখানে স্থিতিশীল ও পূর্বানুমানযোগ্য মুনাফার পরিবেশ আছে কি না।

তিনি জানান, আগামী দুই বছরের মধ্যে আরও তিন থেকে চারটি ইনল্যান্ড কনটেইনার ডিপো (আইসিডি) চালু হতে পারে। এতে কনটেইনার পরিচালনা সক্ষমতা উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়বে।

বিদ্যমান স্থাপনাগুলোর সঙ্গে এগুলো যুক্ত হলে ২০৩০ সাল পর্যন্ত দেশের আইসিডি চাহিদা পূরণ সম্ভব হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

প্রযুক্তি স্থানান্তর ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির সম্ভাবনা

চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের সাবেক সদস্য জাফর আলম মনে করেন, বিদেশি বিনিয়োগকারীদের বড় অংশগ্রহণ পরিচালনাগত সক্ষমতা উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়াবে।

তিনি বলেন, আন্তর্জাতিক অপারেটররা আধুনিক প্রযুক্তি, ডিজিটাল ব্যবস্থা এবং ব্যবস্থাপনা দক্ষতা নিয়ে আসে। এতে সামগ্রিক কার্যকারিতা ও দক্ষতা বাড়ে।

তার মতে, বৈশ্বিক লজিস্টিকস কোম্পানির প্রবেশ প্রযুক্তি স্থানান্তর এবং জনশক্তি উন্নয়নের নতুন সুযোগ তৈরি করবে।

তিনি বলেন, তারা উন্নত তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবস্থা, প্রশিক্ষণ কর্মসূচি এবং আন্তর্জাতিক মানের সেরা চর্চা নিয়ে আসবে। তাদের সঙ্গে কাজ করে স্থানীয় কর্মীরা গুরুত্বপূর্ণ দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা অর্জন করবে।

তবে তিনি বিদেশি বিনিয়োগ টানতে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ এবং দক্ষ জনশক্তির প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দেন।

তিনি বলেন, বিনিয়োগের গন্তব্য নির্বাচন করার সময় বিদেশি বিনিয়োগকারীরা এসব বিষয়কে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেন।

জাফর আলম আরও বলেন, ভবিষ্যতে বিদেশি অপারেটরদের সঙ্গে চুক্তিতে স্থানীয় কর্মীদের প্রশিক্ষণ ও নিয়োগের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। এতে বাংলাদেশ দীর্ঘমেয়াদে সর্বোচ্চ সুফল পাবে।

বৃহত্তর বিদেশি বিনিয়োগ কৌশলের অংশ

বিদেশি মালিকানার ওপর থাকা সীমাবদ্ধতা প্রত্যাহার সরকারের বৃহত্তর প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণের কৌশলের অংশ। একই সঙ্গে স্বল্পোন্নত দেশ (এলডিসি) থেকে উত্তরণের আগে বাংলাদেশের বাণিজ্য-সহায়ক অবকাঠামো আরও শক্তিশালী করাও এর অন্যতম লক্ষ্য।

নীতিনির্ধারকদের প্রত্যাশা, বিদেশি অংশগ্রহণ বাড়লে লজিস্টিকস সক্ষমতা সম্প্রসারিত হবে, সেবার মান উন্নত হবে এবং রপ্তানি গন্তব্য হিসেবে বাংলাদেশের প্রতিযোগিতামূলক অবস্থান আরও শক্তিশালী হবে।

খাতসংশ্লিষ্ট পর্যবেক্ষকদের মতে, এই সংস্কারের ফলে এমন একটি বড় বাধা দূর হয়েছে, যা এতদিন কিছু আন্তর্জাতিক অপারেটরকে বাংলাদেশের ইনল্যান্ড কনটেইনার ডিপো (আইসিডি) খাতে প্রবেশে নিরুৎসাহিত করেছিল।

তবে তাদের মতে, অবকাঠামো উন্নয়ন, নীতিগত পূর্বানুমানযোগ্যতা এবং পরিচালনাগত দক্ষতাই শেষ পর্যন্ত নির্ধারণ করবে-এই নীতিগত উদারীকরণকে বাংলাদেশ বাস্তব ও অর্থবহ বিনিয়োগ প্রবাহে রূপ দিতে পারবে কি না।

বিশ্ব অর্থনীতির সঙ্গে যেভাবে পুনরায়

১২ পৃষ্ঠার পর

প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং ইরানের প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ানের মধ্যে সম্পাদিত এই প্রাথমিক চুক্তি বা সমঝোতা স্মারকটি- একটি চূড়ান্ত চুক্তিতে রূপ নেওয়ার পথটি মোটেও মসৃণ নয়, বরং নানাবিধ বাধা-বিপত্তিতে জর্জরিত। যেমন সুইজারল্যান্ডে গত শুক্রবার যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যে পরিকল্পিত বৈঠকটি স্থগিত করা হয়, যেখানে মূলত প্রাথমিক চুক্তি সইয়ের কথা ছিল। ওদিকে লেবাননেও ইসরায়েল ও হিজবুল্লাহর মধ্যে নতুন করে পাল্টাপাল্টি হামলার ঘটনাও ঘটেছে।

তা সত্ত্বেও, ট্রাম্পের সই করা এই চুক্তিটি যদি শেষ পর্যন্ত টিকে থাকে, তবে ইরানের বুকে বিঁধে থাকা সবচেয়ে বড় কাঁটাটি-অর্থাৎ দেশটির তেল রপ্তানি এবং আর্থিক লেনদেনের ওপর আরোপিত শাস্তিমূলক আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞা-খুব শিগগিরই অপসারিত হতে পারে।

এর ফলে বিভিন্ন দেশে ফ্রিজ করে রাখা ইরানের শতকোটি ডলারের সম্পদ অবমুক্ত হতে পারে। এছাড়া যুদ্ধবিধ্বস্ত ইরানের অর্থনীতি পুনর্গঠন ও উন্নয়নের লক্ষ্যে আঞ্চলিক দেশগুলোর সাথে যৌথভাবে ৩০ হাজার কোটি (৩০০ বিলিয়ন) ডলারের একটি বিশেষ পুনর্গঠন তহবিল গঠনেও সম্মতি দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প।

একই সাথে এই প্রথমবারের মতো বিশ্বের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জ্বালানি তেল পরিবহন রুট বঙ্চোক পয়েন্ট- আগলে বসে থাকা এই জ্বালানি পরাশক্তি আয়ের একটি সম্পূর্ণ নতুন খাত বা উৎস তৈরিতে সমর্থ হতে পারে। হরমুজ প্রণালী দিয়ে প্রতি বছর চলাচলকারী হাজার হাজার বাণিজ্যিক বা কার্গো জাহাজ থেকে টোল বা অর্থ আদায়ের হুঁশিয়ারি দিয়ে আসছিল ইরান। যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে এমন একটি বিষয় কল্পনা করাও অসম্ভব ছিল, তবে বর্তমান মার্কিন-ইরান চুক্তিতে এখন বিষয়টি আলোচনার টেবিলে স্থান পেয়েছে। প্রাথমিকভাবে যুক্তরাষ্ট্র থেকে এই ছাড় আদায়ও করেছে তেহরান।

লন্ডন-ভিত্তিক অর্থনৈতিক গবেষণা সংস্থা বোর্স অ্যান্ড বাজার ফাউন্ডেশন-এর প্রধান নির্বাহী এসফান্দিয়ার বাতমানেলিজ বলেন, "এটি সত্যিই একটি অসাধারণ দলিল বা চুক্তি।চ তার মতে, এই চুক্তিটি "যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক শেষ পর্যন্ত কোন উচ্চতায় পৌঁছাতে পারে, তার একটি উচ্চাভিলাষী লক্ষ্য নির্ধারণ করে দিয়েছে।চ

তিনি আরও বলেন, "তেহরানের নীতিনির্ধারকেরা ভালো করেই জানেন যে ট্রাম্প একজন খামখেয়ালি মানুষ, তার সাথে আলোচনা চালানো বেশ কঠিন এবং অতীতে তিনি নিজেকে একজন অবিশ্বস্ত ব্যক্তি হিসেবেও প্রমাণ করেছেন। কিন্তু একই সাথে তার হাতে এমন আমূল পরিবর্তনকারী কূটনীতি (ট্রান্সফরমেটিভ ডিপ্লোম্যাসি) পরিচালনার ক্ষমতা রয়েছে, যা তার আগে অন্য কোনো মার্কিন প্রেসিডেন্টের ছিল না।চ

আমেরিকার দীর্ঘদিনের প্রধান শত্রু হিসেবে বিবেচিত ইরান আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদে মদদ দেওয়া এবং পারমাণবিক অস্ত্র কর্মসূচির অভিযোগে বিশ্বের সবচেয়ে কঠোর অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞার শিকার হওয়া দেশগুলোর একটি। এর আগে কখনো বৈরিতার অবসান এবং নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের এমন সুদূরপ্রসারী ও ব্যাপক কোনো পরিকল্পনা আলোচনার টেবিলে আসেনি।

"আর এই কারণেই পুরো প্রক্রিয়াটি যেমন একদিকে চরম অনিশ্চয়তায় ভরা, তেমনি অন্যদিকে ইরানিদের জন্য এটি অত্যন্ত আকর্ষণীয় ও লোভনীয়চ যোগ করেন বাতমানেলিজ।

আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ)-এর সাবেক উপ-পরিচালক আদনান মাজারেয়ি উল্লেখ করেন যে, এই যুদ্ধ পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চলের আরব দেশগুলোর কাছে ওয়াশিংটনের দেওয়া নিরাপত্তা গ্যারান্টি বা প্রতিশ্রুতির ওপর বিশ্বাসের ভিতকে অনেকটাই নাড়িয়ে দিয়েছে। ফলে বর্তমান এই চুক্তির রূপরেখা ওই অঞ্চলে নতুন করে ভূ-রাজনৈতিক সমীকরণ এবং আঞ্চলিক সম্পর্ক পরিবর্তনের পথ প্রশস্ত করছে।

ইরানের অর্থনৈতিক ভবিষ্যতের জন্য সংযুক্ত আরব আমিরাতের সাথে সম্পর্ক পুনর্গঠন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমিরাত দীর্ঘদিন ধরে ইরানি বাণিজ্য, অর্থায়ন এবং ব্যবসার একটি প্রধান আন্তর্জাতিক কেন্দ্র বা হাব হিসেবে কাজ করে আসছিল। আদনান মাজারেয়ি বলেন, "সেই সম্পর্ক ঠিক কতটুকু এবং কীভাবে আবার সচল হবে, তা পুরোপুরি স্পষ্ট নয়।চ

আগামী ৬০ দিনের মধ্যে যখন একটি চূড়ান্ত চুক্তির বিষয়ে আলোচনা চলবে, তখন উভয় পক্ষের মধ্যে একগুচ্ছ আস্থা তৈরির পদক্ষেপ নেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে। এগুলো বাস্তবায়িত হলে যুদ্ধের প্রভাবে বিপর্যস্ত ইরানের প্রায় ৯ কোটি সাধারণ মানুষের জন্য কিছুটা অর্থনৈতিক স্বস্তি বয়ে আনবে। এসব পদক্ষেপের মধ্যে রয়েছে হরমুজ প্রণালী পুনরায় উন্মুক্ত করা এবং গত এপ্রিল থেকে ইরানের সামুদ্রিক বাণিজ্যের ওপর যুক্তরাষ্ট্রের জারি করা সর্বাত্মক নৌ-অবরোধের অবসান ঘটানো। ট্রাম্প প্রশাসন ইরানকে পুনরায় তেল রপ্তানি শুরু করার অনুমতি দিতেও রাজি হয়েছে, যা দেশটির আয়ের প্রধান উৎস। এর অর্থ হলো, ইরানকে আর নিষেধাজ্ঞাজনিত কারণে আন্তর্জাতিক বাজারের চেয়ে কম দামে বা ছাড় দিয়ে তেল বিক্রি করতে হবে না। একই সঙ্গে বিভিন্ন দেশের ব্যাংকে আটকে থাকা অবরুদ্ধ ইরানি তহবিলের একটি অংশও ছাড় করার কথা রয়েছে।

এছাড়া এই নৌ-অবরোধ উঠে যাওয়ার ফলে আমদানিকৃত পণ্য কেনার ক্ষেত্রে ইরানি নাগরিকদের আর কালোবাজার থেকে তা কিনতে অতিরিক্ত চড়া দাম দিতে হবে না। তবে দেশটিতে আরও বৈপ্লবিক, সুদূরপ্রসারী এবং দীর্ঘস্থায়ী অর্থনৈতিক অগ্রগতি নিশ্চিত হবে কি না, তা অনেকটাই নির্ভর করছে ইরানের নেতৃত্বের ওপর।

যুক্তরাষ্ট্রের ইউনিভার্সিটি অব মেরিল্যান্ডের সেন্টার ফর গ্লোবাল বিজনেস-এর একাডেমিক ডিরেক্টর কিশলয়া প্রসাদ বলেন, একটি বড় ঝুঁকি হলো ইরানের সরকার হয়তো অতিরিক্ত সুবিধা আদায়ের লোভে বা অতি-উৎসাহী হয়ে পুরো শান্তি প্রক্রিয়াটিকেই নস্যাৎ বা লাইনচ্যুত করে দিতে পারে।

এছাড়া আগামী দিনগুলোতে সরকার কীভাবে অভ্যন্তরীণ অর্থনীতি পরিচালনা করবে, সেটিও একটি বড় পরীক্ষা। আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞাগুলো নিঃসন্দেহে ইরানের অর্থনীতিকে পঙ্গু করে দিয়েছিল; তবে সরকারের অব্যবস্থাপনা, কঠোর দমনপীড়ন এবং দুর্নীতিও কম দায়ী ছিল না। এই সবকিছুর সম্মিলিত প্রভাবেই দেশটিতে লাগামহীন মূল্যস্ফীতি, আকাশচুম্বী বেকারত্ব এবং ব্যাপক জনবিক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছিল।

আন্তর্জাতিক উত্তেজনা হ্রাস পাওয়ার মানেই এই নয় যে, ইরানের অভ্যন্তরীণ তীব্র সংকট ও সীমাবদ্ধতাগুলো রাতারাতি গায়েব হয়ে যাবে। যুদ্ধ ইরানের জ্বালানি, শিল্প এবং পরিবহন অবকাঠামোর যে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি করেছে, তা কাটিয়ে ওঠার পাশাপাশি গত কয়েক বছর ধরে চলে আসা তীব্র বিনিয়োগের ঘাটতি এবং নানাবিধ পণ্যের সংকট দূর করাও বড় চ্যালেঞ্জ।

নিষেধাজ্ঞা ইরানকে তার নিজস্ব প্রয়োজনীয় পণ্য দেশে উৎপাদন করতে বাধ্য করেছিল। এর ফলে তাদের অর্থনীতিতে এক ধরনের বৈচিত্র্য এসেছে, যা দীর্ঘমেয়াদে দেশটিকে সাহায্য করতে পারে।

গত বৃহস্পতিবার তেহরানে পৌঁছানো ভার্জিনিয়া টেকের অর্থনীতির অধ্যাপক জাভাদ সালেহি-ইসফাহানি বলেন, "ভবিষ্যতের ব্যাপারে তেলের চেয়েও যে বিষয়টি আমাকে সবচেয়ে বেশি আশাবাদী করে তুলছে, তা হলো আর্থিক খাতের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার।চ

তিনি ব্যাখ্যা করে বলেন, তেলের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া বা আটকে থাকা সরকারি সম্পদ অবমুক্ত করা হলে মূলত সরকারের তহবিলে অর্থ আসবে। তবে আর্থিক লেনদেনের ওপর থেকে বিধিনিষেধ উঠে গেলে সরাসরি সাধারণ ইরানি নাগরিকদের পকেটে অর্থ আসবে এবং ব্যবসা-বাণিজ্য সচল হবে। আর এটাই পুরো অর্থনীতিকে চাঙ্গা বা গতিশীল করতে অনুঘটক (ক্যাটালিস্ট) হিসেবে কাজ করবে।

ইরানি বংশোদ্ভূত এই অধ্যাপক আরও বলেন, সরকার তাদের নতুন এই রাজস্ব কীভাবে ব্যবহার করবে-তা কেউ নিশ্চিত করে জানে না। তবে ইরানি নাগরিকদের বিশ্ববাজারে সরাসরি কেনাবেচার সুযোগ দেওয়া হলে, তা নতুন ব্যবসা ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি করবে। এছাড়া বর্তমানে ইরানি রিয়ালের মান আন্তর্জাতিক বাজারে ব্যাপকভাবে কমে যাওয়ার কারণে তারা তৈরি পোশাক বা অন্যান্য রপ্তানি পণ্যে- বাংলাদেশ ও চীনের মতো দেশগুলোর সঙ্গে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে বাড়তি সুবিধা পাবে।

তিনি পরিশেষে বলেন, "সবকিছুর মূল কথা হলো-এখন বিশ্ববাজারে তেল এবং অন্যান্য পণ্যসামগ্রী অবাধে বিক্রির সক্ষমতা অর্জন করা।চ

নজিরবিহীন পদক্ষেপে অর্থনীতি

১৪ পৃষ্ঠার পর

তবে দিয়াজ-ক্যানেল স্বীকার করেন যে বর্তমান অর্থনৈতিক সংকটের পেছনে কিছু অভ্যন্তরীণ কারণও দায়ী। তিনি বলেন, কিছু বাধা আছে যেগুলো বাইরে থেকে আসেনি বা অবরোধের কারণেও হয়নি।

তিনি ধীরগতি, আমলাতান্ত্রিক জটিলতা এবং উৎপাদনে ইচ্ছুক ব্যক্তিদের বাধা দেওয়া নিয়মকানুনের কথা উল্লেখ করেন। তিনি আরও বলেন, বর্তমান পরিস্থিতি দ্রুত ও জরুরি পরিবর্তনের দাবি রাখে।

বৃহস্পতিবার ইউরোপীয় ইউনিয়নও (ইইউ) কিউবার ওপর চাপ বাড়িয়েছে। তারা একটি প্রস্তাব পাস করেছে, যেখানে প্রেসিডেন্ট দিয়াজ-ক্যানেল এবং কিউবার সামরিক বাহিনী পরিচালিত ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান গ্রুপো দে অ্যাডমিনিসত্রাসিওন এমপ্রেসারিয়াল এসএ-এর শীর্ষ নেতৃত্বের ওপর নিষেধাজ্ঞার আহ্বান জানানো হয়েছে।

ইউরোপীয় ইউনিয়নের এই প্রস্তাবে কিউবা সরকারের পদ্ধতিগত নিপীড়নের তীব্র নিন্দা জানানো হয়েছে এবং দেশটিতে গভীর অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তনের আহ্বান জানানো হয়েছে।

কমিউনিস্ট পার্টির কট্টরপন্থীদের বাধা?

১৯৬৫ সাল থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে কিউবা শাসন করে আসছে কমিউনিস্ট পার্টি। প্রেসিডেন্ট দিয়াজ-ক্যানেল তার ভাষণে ইঙ্গিত দেন যে পার্টির ভেতরের কট্টরপন্থীদের দিক থেকে এই জরুরি অর্থনৈতিক পরিকল্পনার কিছুটা বিরোধিতা আসতে পারে।

তবে তিনি স্পষ্ট করে বলেন, কিছু সংস্কারের ক্ষেত্রে হয়তো সবার পূর্ণ সম্মতি থাকবে না, কিন্তু সেগুলো আর পিছিয়ে রাখাও সম্ভব নয়।

গত মে মাসে যুক্তরাষ্ট্রের হাতে অভিযুক্ত হওয়া কিউবার সাবেক নেতা রাউল কাস্ত্রোও এই সংস্কার পরিকল্পনার প্রতি তার সমর্থন জানিয়েছেন।

কী ভাবছে যুক্তরাষ্ট্র?

ট্রাম্প প্রশাসনের কর্মকর্তারা, বিশেষ করে পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও বারবার বলে আসছেন যে অর্থনৈতিক সংস্কার করলে কিউবার ওপর ওয়াশিংটনের চাপ কমানো হতে পারে। তবে কিউবার এই সর্বশেষ পদক্ষেপের বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্র তাৎক্ষণিকভাবে কোনো প্রতিক্রিয়া জানায়নি।

বৃহস্পতিবার মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্সকে প্রশ্ন করা হয়েছিল- ইরান যুদ্ধ অবসানে একটি সমঝোতা স্মারকে পৌঁছানোর পর, ট্রাম্প প্রশাসন কি এবার কিউবার দিকে নজর দেবে?

উল্লেখ্য, ট্রাম্প বারবার কিউবায় সামরিক হামলা এবং বন্ধুত্বপূর্ণ দখলের (ফ্রেন্ডলি টেকওভার) কথা বলে আসছেন।

ভ্যান্স এর জবাবে বলেন, ওয়াশিংটন চায় কিউবানরা সুখী ও সফল হোক। তিনি বলেন, কিউবা সরকার কীভাবে তাদের পথ বদলাতে পারে, তা নিয়ে আমরা বর্তমানে তাদের সঙ্গে কথা বলছি। তারা যদি সঠিক ও বুদ্ধিমান সিদ্ধান্ত নেয়, তবে এই দ্বীপটির সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক অনেক ভালো হবে।

NAWABGONJ ASSOCIATION OF USA INC.
নবাবগঞ্জ এসোসিয়েশন অব ইউএসএ ইন্‌ক

উদারতা ও অসাম্প্রদায়িকতায় লোকজ উৎসবে একদিন

২১তম বার্ষিক **Annual Picnic**

বনভোজন ২০২৬

২৮ জুন, রবিবার

স্থান

Bethpage State Park } **Pavilion Eagle**
99 Quaker Meeting House Road
Farmingdale, NY 11735

সঙ্গীত পরিবেশনায়:

মানিক মালহোত্রা, হাফিজুর রহমান গিনি, সেলিম ইব্রাহিম, মেহজাবীন মেহা, মামুন, শাওন ভূইয়া, সোহেলা পারভীন বেবী, মোস্তফা কামাল মুকুল, মনিকা, রক্তিম ও নৃত্য শিল্পী শুভ কৃষ্ণা।

র‍্যাফেল ড্র

প্রথম পুরস্কার: স্বর্ণালংকার
২য় পুরস্কার:
নিউইয়র্ক-ঢাকা এয়ার টিকেট (রিটার্ন)
৩য় পুরস্কার: আইফোন ১৭
৪র্থ পুরস্কার: অ্যাপেল ওয়াচ
৫ম পুরস্কার: অ্যাপেল ওয়াচ
৬ষ্ঠ পুরস্কার: অ্যাপেল ওয়াচ
৭ম পুরস্কার: ৬৫ ইঞ্চি টিভি
৮ম পুরস্কার: ল্যাপটপ
৯ম পুরস্কার: ৬৫ ইঞ্চি টিভি
১০ম পুরস্কার: ল্যাপটপ

প্রধান অতিথি:
শাহ নেওয়াজ, এমবিএ
সিইও এবং প্রেসিডেন্ট, গোল্ডেন এইজ হোমকেয়ার

গেষ্ট অব অনার:
গিয়াস আহমেদ
সভাপতি, জেবিবিএ ও বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ

উদ্বোধক:
আবু তাহের মৃধা বাদল
বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও সমাজসেবক

সম্মানিত অতিথিবৃন্দ

আতাউর রহমান সেলিম
সভাপতি-বাংলাদেশ সোসাইটি

মোহাম্মদ আলী
সাধারণ সম্পাদক-বাংলাদেশ সোসাইটি

মো: মহিউদ্দিন দেওয়ান
সি: সহ সভাপতি- বাংলাদেশ সোসাইটি

মো: ইস্রাফিল ম্যাক্স
বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও সমাজ সেবক

এম,বাসেত রহমান
প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি-ঢাকা জেলা

আরিফ আহম্মেদ চৌধুরী
সাবেক সভাপতি- ঢাকা জেলা

সার্বিক তত্ত্বাবধানে উপদেষ্টামন্ডলী: **প্রধান উপদেষ্টা মো: মনছুর আলম**

উপদেষ্টা: আব্দুস সাত্তার খাঁন, মো: মনিরুজ্জামান, এম রহমান সাচ্চু, সোয়েব হোসেন খান, মো: নেসার আহমেদ, বখতিয়ার মোহাম্মদ খোকন, আলাউদ্দিন আহমেদ বাদশা, মোহাম্মদ আরিফ রহমান, মীর রেজাউল হক রেজা, আতাউর রহমান আতা, মো: বাবুল হোসেন, রমেশ চন্দ্র মন্ডল।

আমন্ত্রণে

আমিন মেহেদী বাবু — আহবায়ক, ৯১৭-৬০১-১৬৫০
মোহাম্মদ জাহিদ আলম — প্রধান পৃষ্ঠপোষক, ৯২৯-৩২৮-৫৯৭১
বদরুল ইসলাম খান বাদল — প্রধান সমন্বয়কারী, ৭১৮-৩১২-২৭২০
মো: মজিবুর রহমান বাবু — সদস্য সচিব, ৯১৭-৬০০-৩৬৪০

এস মিয়া তৌহিদ — যুগ্ম আহবায়ক
আবুল কালাম আজাদ কিরণ — পৃষ্ঠপোষক
বাবুল দেওয়ান — সমন্বয়কারী
মোহাম্মদ লাবলু মিয়া — যুগ্ম সদস্য সচিব

সংস্কৃতি পর্ব পরিচালনায়: **সোহেলা পারভীন বেবী, ঝর্না বীথি**, সাংস্কৃতিক সম্পাদিকা

শফিক খান, অর্থ সম্পাদক **মো: শাহরিয়ার**, আপ্যায়নে **আসিফুল ইসলাম শাওন**, ক্রীড়া অনুষ্ঠান পরিচালনায়

মো: মিলন মোল্লা
সার্বিক ব্যবস্থাপনায়, সাবেক সাধারণ সম্পাদক
৩৪৭-৬২১-৬২৬৮

বি.এইচ.এম সাইফুর
অনুষ্ঠান পরিকল্পনায়, সাবেক সাধারণ সম্পাদক
৯১৭-৪৯৬-২৪৭৩

আকর্ষণীয় ইভেন্ট
- সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান
- শিশু-কিশোর ইভেন্ট
- খেলাধুলা
- র‍্যাফেল ড্র
- পুরস্কার বিতরনী

সার্বিক সহযোগিতা

সিনিয়র সহ সভাপতি শেখ আব্দুল মালেক, সহ সভাপতি শেখ মাহমুদ সিদ্দিক, সহ সভাপতি গোলাম মোস্তফা, রুবেল চৌধুরী, ফিরোজ আলম, যুগ্ম সম্পাদক মেহেদী হাসান, সাংগঠনিক সম্পাদক আলবীন রোজারিও, সহ সাংগঠনিক সম্পাদক মো: মোয়াজ্জেম হোসেন এশা, মহিলা সম্পাদক শিল্পী রাণী মন্ডল, দপ্তর সম্পাদক সৈয়দ এহসান, সমাজকল্যাণ সম্পাদক শামীম আহমেদ, তথ্য ও প্রকাশনা সম্পাদক মো: সাইফুল ইসলাম। সম্মানিত সদস্য: মো: গোলাম রিপন, মো: রেজা উজ্জ্বল, ইমতিয়াজ আহমেদ, ইশরাত জাহান, ওয়াহিদা সুলতানা লোনা, জয়নব আক্তার, জায়েদুল ইসলাম, নিরঞ্জন শীল, শেখ অয়ন আহমেদ, নাসিম খান, মো: খায়রুল ইসলাম, সায়েমা সালাম রুনি, তৌফিকুল ইসলাম পিয়াস, ইব্রাহিম ভূঁইয়া, মো: লিটন।

শুভেচ্ছান্তে

মোহাম্মদ উজ্জল বিপুল
সভাপতি, ৯১৭-৫৪৭-৩৭৭৪

গনেশ কীর্ত্তনীয়া
সাধারণ সম্পাদক, ৩৪৭-৩৪৫-৯৯১১

প্রচার সম্পাদক হাবিবুর রহমান (৬৪৬-৬৪৭-৪৫৮৮) কর্তৃক প্রচারিত

শুক্রবার ২৬ জুন যুক্তরাষ্ট্রের ২০টি ষ্টেটের ৩১টি শহরে প্রদর্শিত হচ্ছে ‘রইদ’

পরিচয় ডেস্ক : বায়োস্কোপ ফিল্মস’র ৫৫তম ছবি হিসেবে এবার উত্তর আমেরিকায় মুক্তি পাচ্ছে বাংলা ছবি ‘রইদ’। শুক্রবার (২৬ জুন) যুক্তরাষ্ট্রের ২০টি ষ্টেটের ৩১টি শহরে ছবিটি প্রদর্শনীর মধ্য দিয়ে মুক্তি পাচ্ছে বাংলাদেশের তরুণ পরিচালক মেজবাউর রহমান সুমন এর ছবিটি। ব্যতিক্রমী এই ছবিটি দর্শকদের ভালো লাগবে। ছবিটি নির্মান করতে মাসের পর মাস অপেক্ষা করে নতুন সেট তৈরী করে ছবিটির শুটিং করা হয়েছে। আর এর মধ্য দিয়ে ছবিটি নতুন রূপে আসছে দর্শকদের কাছে। এসব তথ্য জানিয়েছেন ছবিটির পরিবেশন বায়োস্কোপ ফিল্মস’র কর্ণধার রাজ হামিদ।

নিউইয়র্ক সহ উত্তর আমেরিকায় ‘রইদ’ ছবির মুক্তি উপলক্ষ্যে বুধবার (২৪ জুন) সন্ধ্যায় সিটির জ্যাকসন হাইটসের একটি রেষ্টুরেন্টে আয়োজিত ‘বায়োস্কোপ আড্ডা’ শীর্ষক অনুষ্ঠানে রাজ হামিদ উপরোক্ত তথ্য জানিয়ে আরো বলেন, উত্তর আমেরিকায় বাংলা ছবি, বাংলাদেশের ছবির চাহিদা বাড়ছে, বাড়ছে দর্শকও। এটাই বায়োস্কোপ ফিল্মস’র সফলতা। তিনি বলেন, ভিন্ন গল্প, ভিন্ন পরিবেশ আর ভিন্ন দৃষ্টি ভঙ্গি নিয়ে নির্মিত ‘রইদ’ ছবিটি ইতিমধ্যেই দেশে মুক্তি পেয়েছে এবং ছবিটি দর্শকদের নজর কেড়েছে। উত্তর আমেরিকার দর্শকদের কাছে ছবিটি নিয়ে আসতে পেরে আমরা আনন্দিত। তিনি বলেন, নিউইয়র্ক সহ যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন রাজ্যে ছবিটি ২৬ জুন মুক্তি পেলেও কানাডায় মুক্তি পেতে কয়েকদিন সময় লাগবে। নিউইয়র্কের কিউ গার্ডেন সিনেমা হলে ছবিটি প্রতিদিন বেলা ২টা, বিকেল ৫টা ও সন্ধ্যা ৮টায় প্রদর্শিত হবে। আর ফরেস্ট হিলের রিগ্যাল রিগ্যাল মুভি থিয়েটারে শুক্র, শনি ও রোববার রাত ১১টায় প্রদর্শিত হবে।

‘বায়োস্কোপ আড্ডা’ অনুষ্ঠানের শুরুতে ছবিটির প্রস্তুতি সহ অংশ বিশেষ প্রদর্শিত হয়। এরপর স্বাগত বক্তব্য রাখেন বায়োস্কোপ ফিল্মস’র মিডিয়া ডিরেক্টর বিশিষ্ট সাংবাদিক ও সঙ্গীত শিল্পী তানভির তারেক। এরপর রাজ হামিদ বিস্তারিত তুলে ধরেন।

রাজ হামিদ বলেন, ছবিটি ভারতের মেঘালয় রাজ্যে সমান্তে আর বাংলাদেশের শ্রীমঙ্গলে টিলার উপরে নিজস্ব সেটআপে শুটিং করা হয়েছে। আর সেটআপ তৈরী হতে ১০ মাস অপেক্ষা করতে হয়েছে। ছবিটিতে নাজিফা তুশি নামের ২০২৬ এর বড় পর্দার সেনশেসনের অনবদ্য অভিনয়ের পাশাপাশি নতুন শক্তিমান অভিনেতা মুস্তাফিজুর নূর ইমরানের সাবলীল উপস্থিতি দর্শকদের ভালো লাগবে। ‘রইদ’ ছবিটি দর্শকগণ অনেকদিন মনে রাখবেন এবং সবমিলিয়ে ছবিটি একটি মাইলস্টোন ছবি হিসেবে স্থান করে নেবে- এমন প্রত্যাশা রাজ হামিদের।

তিনি বলেন, প্রবাসের নতুন প্রজন্মকে বাংলা ছবির সাথে সম্পৃক্ত করতে আমরা যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন রাজ্যের ১০টি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের বাংলা ছবি ফ্রি দেখার উদ্যোগ নিয়েছি।

অনুষ্ঠানে এক প্রশ্নের উত্তরে রাজ হামিদ বলেন, বাংলাদেশের ছবি একাডেমী পুরস্কার পাবে এমন প্রত্যাশা নিয়েই তিনি তার বায়োস্কোপ ফিল্মস’র মাধ্যমে উত্তর আমেরিকায় বাংলা ছবি মুক্তি দিয়ে আসছেন। তিনি বলেন, এখন বাংলাদেশে এমন অনেক ছবি তৈরী হচ্ছে যেগুলো আন্তর্জাতিক মানের। অপর এক প্রশ্নের উত্তরে রাজ হামিদ বলেন, সামনে এমন দিন আসছে যে, বাংলা ছবি বানাতে অভিনেতা-অভিনেত্রীদের খুঁজতে আর বাংলাদেশে যেতে হবে না। দেশের অনেক সনামধন্য অভিনেতা-অভিনেত্রী এখন যুক্তরাষ্ট্রে বসবাস করেন। আগামী দিনে তাদেও নিয়ে ছবি তৈরীরও পরিকল্পনা রয়েছে বায়োস্কোপ ফিল্মস’র। অপর এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, বাংলাদেশের পরেই উত্তর আমেরিকায় বাংলা ছবির দর্শকের স্থান বেশী।

এজনই আমরাও উৎসাহী। তিনি বলেন, দেশের নতুন নতুন ছবির গল্প, স্ক্রিপ্ট, রেজুলেশন, কনটেন্ট, ক্যামেরা আন্তর্জাতিক মানের হওয়ায় প্রবাসী দর্শকরাও দেশের ছবি দেখতে আগ্রহী হচ্ছেন। তারভীর তারেক বলেন, উত্তর আমেরিকায় বাংলা ছবির দর্শক বাড়াতে আমরা বায়োস্কোপ ফিল্মস’র মাধ্যমে নতুন প্রজন্মকে টার্গেট করে পরিকল্পনা নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে।

এক প্রশ্নের উত্তরে রাজ হামিদ বলেন, বাংলাদেশে ছবির দর্শক বড়াতে সরকারী উদ্যোগের পাশাপাশি সিনেমা হলগুলোর উন্নতি দরকার। তারভীর তারেক বলেন, বড় বাজেটের ছবি হলেই হবে না, দর্শক বাড়াতে হলে আগে ভালো গল্পের ছবি দরকার। খবর ও ছবি: ইউএনএ

যুক্তরাষ্ট্রে কাজের অনুমতির স্বয়ংক্রিয় নবায়ন বাতিলের

৬০ পৃষ্ঠার পর

চূড়ান্ত বিধি পর্যালোচনা করছে। ডিপার্টমেন্ট অফ হোমল্যান্ড সিকিউরিটি (DHS) একটি অন্তর্বর্তীকালীন চূড়ান্ত বিধি কার্যকর করেছে, যার ফলে নবায়নের জন্য আবেদনকারী অধিকাংশ ব্যক্তির ক্ষেত্রে ‘এমপ্লয়মেন্ট অথ রাইজেশন ডকুমেন্ট’ (EAD)-এর মেয়াদ স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাড়ানোর সুবিধাটি বন্ধ হয়ে গেছে। এর ফলে, ২০২৫ সালের ৩০ অক্টোবর বা তার পরে যারা নবায়নের আবেদন করবেন, তাদের কাজের অনুমোদনের ক্ষেত্রে বিরতি বা ‘গ্যাপ’ তৈরি হবে; কারণ আবেদনটি বিবেচনাধীন থাকা অবস্থায় তাদের কাজের অনুমোদনের মেয়াদ আর স্বয়ংক্রিয়ভাবে (Auto Renewal) বাড়ানো হবে না।

যুক্তরাষ্ট্র-ইরান যুদ্ধবিরতির আভাসে কমল যুক্তরাষ্ট্রে

৬০ পৃষ্ঠার পর

পরিস্থিতি সাময়িক শান্ত হওয়া এবং হরমুজ প্রণালি খুলে দেওয়ার সিদ্ধান্তের পর যুক্তরাষ্ট্রের ট্রেজারি বন্ডের মুনাফা কমে আসায় মর্টগেজের এই পতন ঘটেছে।

ফ্রেডি ম্যাকের প্রাইমারি মর্টগেজ মার্কেট সার্ভের সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, যুক্তরাষ্ট্রে ৩০ বছর মেয়াদী ফিক্সড বা স্থায়ী মর্টগেজের গড় হার গত সপ্তাহের ৬.৫২% থেকে কমে এখন ৬.৪৭%-এ দাঁড়িয়েছে। গত বছরের ঠিক এই সময়ে এই সুদের হার ছিল ৬.৮১%। ফ্রেডি ম্যাকের প্রধান অর্থনীতিবিদ স্যাম খাটার এক বিবৃতিতে বলেন, “সাম্প্রতিক অর্থনৈতিক তথ্য প্রমাণ করছে যে যুক্তরাষ্ট্রের বাড়ী ক্রেতারা বাজারে ফিরছেন। খুচরা বিক্রি বৃদ্ধি এবং নতুন বাড়ি কেনার আগ্রহ বাড়ার কারণে বাজারে আবাসনের চাহিদা আগের চেয়ে কিছুটা উন্নত হচ্ছে।চ একই সময়ে ১৫ বছর মেয়াদী ফিক্সড মর্টগেজের গড় হারও সামান্য কমে ৫.৮৪% থেকে ৫.৮১%-এ নেমে এসেছে।

অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞরা বলছেন, গত কয়েক সপ্তাহে ইরানকে কেন্দ্র করে মধ্যপ্রাচ্যে তৈরি হওয়া তীব্র সামরিক অস্থিরতার কারণে আন্তর্জাতিক আর্থিক বাজারগুলো চরম অস্থিতিশীল ছিল, যার ফলে মর্টগেজ রেটও বেশ উঁচুতে অবস্থান করছিল। তবে গত ১৭ জুন ফ্রান্সের এক শীর্ষ বৈঠকে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প একটি বিশেষ সমঝোতা স্মারকে (গড়ট) সই করেন, যেখানে ইরানি কর্মকর্তারাও দূর থেকে যুক্ত হয়ে স্বাক্ষর প্রদান করেন। এই সাময়িক চুক্তির শর্ত অনুযায়ীড়অবিলম্বে সব ধরনের সামরিক হামলা বন্ধ করা, হরমুজ প্রণালি পুনরায় উন্মুক্ত করা এবং ইরানের ওপর থেকে কিছু অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে তাদের আটকে থাকা বৈদেশিক সম্পদ অবমুক্ত করার কথা বলা হয়েছে। স্থায়ী চুক্তির জন্য দুই দেশকে ৬০ দিন সময় দেওয়া হয়েছে।

রিয়েলটর ডটকম-এর সিনিয়র অর্থনীতিবিদ অ্যাস্থনি স্মিথ বলেন, “বিগত সপ্তাহগুলোতে আমরা দেখেছি যে শান্তি আলোচনার সামান্য অগ্রগতির পরেই আবার নতুন করে বড় ধরনের সামরিক সংঘাত শুরু হচ্ছিল। তবে এবারের পরিস্থিতি অনেক বেশি আশাব্যঞ্জক, কারণ স্বয়ং প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প এই খসড়া চুক্তিতে সই করেছেন।চ সাধারণত যুক্তরাষ্ট্রের মর্টগেজ রেট সরাসরি যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় ব্যাংক ‘ফেডারেল রিজার্ভ’-এর সুদের হারের সাথে যুক্ত না থাকলেও, এটি ১০ বছর মেয়াদী যুক্তরাষ্ট্রের ট্রেজারি নোটের মুনাফার (ণরবষফ) সাথে ওঠানামা করে, যা গত ১৯ জুন শুক্রবার বিকেলে ৪.৪৫%-এর কাছাকাছি ছিল।

ফেডারেল আপীল আদালত আইস (ICE)- কে যুক্তরাষ্ট্র

৬০ পৃষ্ঠার পর

কেবল সীমান্ত-সংলগ্ন এলাকাগুলোর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল এবং এটি কেবল তাদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হতো যারা সদ্য প্রবেশ করেছে এবং প্রমাণ করতে পারেনি যে তারা দুই সপ্তাহের বেশি সময় ধরে দেশটিতে বসবাস করছে।

তবে ১৬ জুন মঙ্গলবার কার্যকর হওয়া এই নীতিটিড়া ২০২৫ সালের জানুয়ারিতে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের দ্বিতীয় মেয়াদের প্রথম সপ্তাহে প্রণয়ন করা হয়েছিলড্রুত বহিষ্কারের আওতা পুরো যুক্তরাষ্ট্রজুড়ে বিস্তৃত করেছে। কর্মকর্তারা এখন এমন যেকোনো অননুমোদিত অভিবাসীর ক্ষেত্রে এটি প্রয়োগ করতে পারবেন যারা প্রমাণ করতে ব্যর্থ হবেন যে তারা দুই বছরের বেশি সময় ধরে দেশটিতে অবস্থান করছেন।

অভিবাসী-অধিকার বিষয়ক সংগঠনঙমেক দ্য রোড নিউ ইয়র্ক-এর দায়ের করা একটি মামলার প্রেক্ষিতে, ২০২৫ সালের আগস্ট মাসে একজন ফেডারেল বিচারক রায় দিয়েছিলেন যে ট্রাম্প প্রশাসনের ত্বরান্বিত বহিষ্কার (বীঢ়বফরঃবফ ৎবসড়াধষ) প্রক্রিয়াটির সম্প্রসারণ যথাযথ আইনি প্রক্রিয়ার অধিকার লঙ্ঘন করেছে। তবে মঙ্গলবার আপিল আদালতের বিচারকদের একটি প্যানেল সেই মতের সাথে দ্বিমত পোষণ করে এবং ওই বিচারকের আদেশটি বাতিল করে দেয়।

সংখ্যাগরিষ্ঠ মতামতের পক্ষে থাকা আপিল আদালতের দুই বিচারকড্রাম্প-নিযুক্ত জাস্টিন ওয়াকার ও নিওমি রাওড়মতামত দেন যে, এই নীতিটিতে যথাযথ আইনি সুরক্ষার পর্যাপ্ত ব্যবস্থা রয়েছে।

তাঁরা লেখেন, ‘মেক দ্য রোড এমন কোনো প্রমাণ দেখাতে পারেনি যে, এই ত্বরান্বিত বহিষ্কার প্রক্রিয়ায় তাদের সদস্যদের নোটিশ বা আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা হয়।চ

এর আগে গত আগস্টে নিম্ন আদালতের একজন বিচারক ভুলবশত কাউকে ত্বরান্বিত বহিষ্কারের শিকার হওয়া থেকে রক্ষা করার জন্য সরকারের গৃহীত পদক্ষেপগুলোকে “অত্যন্ত অপর্যাপ্তচ বলে অভিহিত করেছিলেন। তিনি উল্লেখ করেছিলেন যে, অভিবাসীদের এমনকি এ কথাও জানানো হতো না যেড়দেশে অন্তত দুই বছর অবস্থান করাটা বহিষ্কারের বিরুদ্ধে একটি সম্ভাব্য আইনি যুক্তি বা সুরক্ষা হতে পারে। কিন্তু মঙ্গলবার আপিল আদালত সেই অবস্থান প্রত্যাখ্যান করে জানায় যে, ওই মানদণ্ডটি মেনে চলতে হলে অভিবাসন কর্মকর্তাদের কার্যত আইনি পরামর্শ দেওয়ার মতো কাজ করতে হতো।

ওবামার নিয়োগকৃত সার্কিট জাজ রবার্ট উইলকিন্স এই রায়ের মূল অংশের সাথে দ্বিমত পোষণ করে যুক্তি দেন যে, এই নীতিটি মানুষকে যথাযথ আইনি প্রক্রিয়ার (ফঁব ঢ়ৎড়পবংং) অধিকার থেকে বঞ্চিত করে। তিনি তাঁর পর্যবেক্ষণে উল্লেখ করেন যে, এই নীতির আওতায় অভিবাসন কর্মকর্তাদের অভিবাসীদের কাছে জানতে চাওয়া বা তাদেরও দুই বছরের নিয়ম্ব সম্পর্কে অবহিত করার কোনো বাধ্যবাধকতা নেই।

উইলকিন্স লেখেন, “এই তথ্য জানা না থাকলে, একজন অ-নাগরিককে কেবল এই আশাতেই থাকতে হয় যে, প্রাথমিক বাছাইয়ের সাক্ষাৎকারে অভিবাসন কর্মকর্তা হয়তো মেনে নেবেন যে তারা টানা দুই বছর দেশটিতে অবস্থানের বিষয়টি প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছেন।চ

ডিপার্টমেন্ট অফ হোমল্যান্ড সিকিউরিটির (উঐঝ) প্রধান আইনজীবী জেমস পার্সিভাল বলেন, মঙ্গলবারের এই আদেশ “আইনটি যেভাবে লেখা আছে ঠিক সেভাবে প্রয়োগ করার বিষয়ে আমাদের সিদ্ধান্তকেই সঠিক বলে প্রমাণ করেছে।চ

পার্সিভাল আরও বলেন, “২,৬০০ ডলারের চেক এবং বিনামূল্যে বাড়ি ফেরার বিমান ভ্রমণের সুযোগটি গ্রহণ করার সময় এখনো ফুরিয়ে যায়নি!চ তিনি ট্রাম্প প্রশাসনের সেই প্রণোদনা কর্মসূচির কথা উল্লেখ করছিলেন, যার মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রে অবৈধভাবে বসবাসকারীদের স্বেচ্ছায় নিজ দেশে ফিরে যেতে উৎসাহিত করা হচ্ছে।

আমেরিকান সিভিল লিবার্টিজ ইউনিয়নের (অঈখট) জ্যেষ্ঠ আইনজীবী এবং দ্রুত বহিষ্কার বাওএক্সপেডাইটেড রিমুভাল্ব নীতির বিরুদ্ধে দায়ের করা মামলার প্রধান কৌঁসুলি আনন্দ বালাকৃষ্ণান জানান যে, তাদের সংগঠনটি এখন “পরবর্তী পদক্ষেপের বিষয়ে পর্যালোচনা করছে।চ

এক বিবৃতিতে বালাকৃষ্ণান বলেন, “ট্রাম্প প্রশাসনের দ্রুত বহিষ্কারের এই উদ্যোগ মানুষকে এমন এক ব্যবস্থার মুখোমুখি করবে যা অন্যায় এবং ত্রুটিপূর্ণ। এই রায় সেই মৌলিক নীতিকেই ক্ষুণ্ন করে, যার অধীনে সরকার যখন কাউকে দেশ থেকে বহিষ্কার করতে চায়, তখন সেই ব্যক্তির যথাযথ আইনি প্রক্রিয়া পাওয়ার অধিকার থাকে।চ

মেক দ্য রোড নিউ ইয়র্ক-এর উপ-পরিচালক ইয়ারিৎজা মেন্ডেজ এক বিবৃতিতে বলেছেন: “ট্রাম্প প্রশাসনের ওত্বরান্বিত বহিষ্কার (বীঢ়বফরঃবফ ৎবসড়াধষ) প্রক্রিয়া সম্প্রসারণের প্রচেষ্টা অভিবাসী সম্প্রদায়ের ওপর প্রতিদিন যে নানাবিধ আক্রমণের শিকার হতে হয়, তার মধ্যে অন্যতম। এই পদক্ষেপটি বাস্তবায়িত হলে তা আইনি যথাযথ প্রক্রিয়াকে (ফঁব ঢ়ৎড়পবংং) মারাত্মকভাবে ক্ষুণ্ন করবে এবং অসংখ্য মানুষকে অন্যায়ভাবে বা ভুলবশত দেশ থেকে বহিষ্কারের ঘটনা ঘটাবে, যার ফলে পরিবারগুলো চিরতরে ও অপূরণীয়ভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে।চ

ত্বরান্বিত বহিষ্কার প্রক্রিয়ার এই সম্প্রসারণ ট্রাম্প প্রশাসনের এমন সব নীতির অংশ, যার লক্ষ্য হলো বহিষ্কারের প্রক্রিয়াকে দ্রুততর করার মাধ্যমে বহিষ্কারের সংখ্যা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি করা। গত মাসে সরকার এযাবৎকালের সবচেয়ে বড় সংখ্যক অভিবাসন বিচারক নিয়োগ দিয়েছে; শতাধিক বিচারককে সরিয়ে দেওয়ার পর তারা নতুন করে বহু বিচারককে কাজে যুক্ত করেছে। অপসারিত বিচারকদের মধ্যে কেউ কেউ অভিযোগ করেছেন যে, গণ-বহিষ্কারের নীতির প্রতি সমর্থন না জানানোর কারণেই তাঁদের বরখাস্ত করা হয়েছিল।

প্রশাসন জামিন শুনানির সুযোগ না দিয়েই বিপুল সংখ্যক অভিবাসন-বন্দিকে আটকে রাখারও চেষ্টা করেছে, যা ব্যাপক আইনি চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছে। এছাড়া গত বছরের শুরুর দিকে, সরকার ১৭৯৮ সালেরও এলিয়েন এনিমিজ অ্যাক্ট (অষরবহ উহবসরবং অপঃ) ব্যবহার করেও ট্রেন দে আরাগুয়া (ঞৎবহ উব অৎধমঁধ) গ্যাংয়ের সদস্য হিসেবে অভিযুক্ত শত শত ভেনেজুয়েলার পুরুষকে দ্রুত বহিষ্কার করেছিল, যা আইনি যথাযথ প্রক্রিয়া নিয়ে উদ্বেগের জন্ম দিয়েছিল।

২৮ জুন রবিবার নওয়াবগঞ্জ এসোসিয়েশনের বনভোজন

পরিচয় ডেস্ক: আগামী ২৮ জুন রবিবার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মনোরম পরিবেশে নওয়াবগঞ্জ এসোসিয়েশনের বনভোজন অনুষ্ঠিত হবে লং আইল্যান্ডের Bethpage State Park এ অনুষ্ঠিত হবে। বনভোজনের সকল প্রস্তুতি ইতিমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে।

২৭ জুন শনিবার রুপসী চাঁদপুর ফাউন্ডেশন ইনক এর বনভোজন

পরিচয় ডেস্ক: আগামী ২৭ জুন শনিবার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মনোরম পরিবেশে রুপসী চাঁদপুর ফাউন্ডেশন ইনক এর বনভোজন অনুষ্ঠিত হবে নিউ জার্সির ওয়েস্ট উইন্ডসর টাউনশিপ এর Mercer County Park (East) এ অনুষ্ঠিত হবে। বনভোজনের সকল প্রস্তুতি ইতিমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে বলে জানিয়েছেন সংগঠনের সভাপতি বিপ্লব সাহা ও সাধারণ সম্পাদক সোহেল গাজী ।

ক্যালিফোর্নিয়ায় মসজিদে আবারও হামলার বড় চেষ্টা ব্যর্থ

৬০ পৃষ্ঠার পর

একজন অত্যন্ত সতর্ক নিরাপত্তা প্রহরীর বুদ্ধিমত্তা এবং দূরদর্শিতার কারণে এবার এক বড় ধরনের রক্তক্ষয়ী ট্র্যাজেডি এড়ানো সম্ভব হয়েছে।

গত মে মাসে কেইনি ক্লার্ক এবং ক্যালেব ভাজকুয়েজ নামের দুই কিশোর উগ্রবাদীর ভয়াবহ বন্দুক হামলায় ওই উপাসনালয়ে তিনজন মুসল্লি নিহত হয়েছিলেন। সেই মর্মান্তিক ঘটনার পর থেকে মসজিদটিতে কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা জারি রাখা হয়েছে। সোমবার (২২ জুন) একাধিক গণমাধ্যমের বিশেষ প্রতিবেদনে এই চাঞ্চল্যকর তথ্য নিশ্চিত করা হয়েছে।

ইসলামিক সেন্টার অব সান ডিয়েগো নামের ওই মসজিদে গত বৃহস্পতিবার (১৮ জুন) এই উদ্বেগজনক ঘটনাটি ঘটে। মসজিদের ইমাম তাহা হাসান জানান, তাদের একজন ব্যক্তিগত নিরাপত্তা প্রহরী লক্ষ্য করেন যে একটি সন্দেহভাজন গাড়ি মসজিদের চারপাশ দিয়ে বারবার চক্কর দিচ্ছে। বিষয়টি দেখে তার মনে সন্দেহ জাগলে তিনি তাৎক্ষণিকভাবে সেখানে দায়িত্বরত আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কর্মকর্তাদের বিষয়টি অবহিত করেন। ক্যালিফোর্নিয়ার স্থানীয় পুলিশ প্রশাসনকে তথ্যটি দেওয়ার সাথে সাথেই মসজিদের দায়িত্বে থাকা পুলিশ সদস্যরা অত্যন্ত দ্রুততার সাথে অ্যাকশনে যান এবং আশেপাশের অন্যান্য পুলিশ ইউনিটকে ওই নির্দিষ্ট গাড়ির বিবরণ ও নম্বর জানিয়ে দেন।

সান ডিয়েগো পুলিশ বিভাগ জানিয়েছে, মসজিদ থেকে কিছুটা দূরেই পুলিশ কর্মকর্তারা সন্দেহভাজন ওই গাড়িটিকে আটক করতে সক্ষম হন এবং গাড়ির চালককে তাৎক্ষণিকভাবে হেফাজতে নেন। আটককৃত চালকের গাড়িটির ভেতরে তল্লাশি চালিয়ে পুলিশ সদস্যরা একটি নাৎসি উগ্রবাদী আদর্শের পতাকা এবং অত্যন্ত রহস্যময় একটি ক্যানিস্টার বা সিলিন্ডার পাত্র উদ্ধার করেন। বিষয়টিকে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে নিয়ে এবং জনসাধারণের নিরাপত্তার স্বার্থে পুলিশের বিশেষ বোমা ও অগ্নিসংযোগ বিষয়ক তদন্তকারী দল 'মেট্রো আর্সন স্ট্রাইক টিম'-কে ঘটনাস্থলে ডাকা হয়। ক্যানিস্টারটি পরীক্ষার সময় নিরাপত্তার খাতিরে আশেপাশের সমস্ত বাড়িঘর ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান সাময়িকভাবে খালি করে দেওয়া হয়েছিল।

মসজিদের ইমাম তাহা হাসান এই ঘটনার পর গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন, "ঠিক এক মাস আগের হামলার বার্ষিকীর দিনে এই ঘটনাটি ঘটায় আমাদের পুরো মুসলিম কমিউনিটি এবং আশেপাশের সব মানুষ চরম আতঙ্কের মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন। তবে আমরা সৃষ্টিকর্তার কাছে কৃতজ্ঞ যে সেই সময় পুলিশ কর্মকর্তারা মসজিদের ভেতরেই উপস্থিত ছিলেন এবং তারা অত্যন্ত দ্রুততার সাথে সাড়া দিয়েছেন।চ গত মে মাসের ১৮ তারিখে ঘটে যাওয়া ওই প্রথম হামলায় মসজিদের বীর নিরাপত্তা প্রহরী এবং আট সন্তানের জনক আমিন আবদুল্লাহ নিজের জীবন দিয়ে অনেক মুসল্লির প্রাণ রক্ষা করেছিলেন। ওই হামলায় নাদের আওয়াদ এবং মনসুর কাজিহা নামের আরও দুই মুসল্লি নিহত হন।

পূর্বের ওই হামলায় দুই বন্দুকধারী কিশোর নিজেরা একটি উগ্রবাদী ইশতেহার লিখেছিল এবং হামলার ঘটনাটি অনলাইনে সরাসরি সম্প্রচার বা লাইভস্ট্রিম করেছিল। সেই লাইভ ভিডিওতে হামলাকারী ক্লার্কের গায়ে নাৎসি প্রতীক দেখা গিয়েছিল এবং শেষ মুহূর্তে সে তার সহযোগী ভাজকুয়েজকে গুলি করার পর নিজে আত্মহত্যা করে। পুলিশ পরবর্তীতে তাদের গাড়ি থেকে ইসলামভীতি বা মুসলিম বিদ্বেষী বিভিন্ন ধরণের লেখা উদ্ধার করেছিল। পূর্বের সেই ভয়াবহ স্মৃতি কাটিয়ে ক্যালিফোর্নিয়ার এই মুসলিম সমাজ যখন ধীরে ধীরে স্বাভাবিক জীবনে ফেরার চেষ্টা করছিল, ঠিক তখনই এই নাৎসি পতাকাসহ নতুন করে গাড়ি আটকের ঘটনাটি পুরো এলাকায় তীব্র ক্ষোভ ও চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছে।

সান ডিয়েগো পুলিশ বিভাগ এক বিবৃতিতে নিশ্চিত করেছে যে বর্তমানে ইসলামিক সেন্টার অব সান ডিয়েগোর ওপর আর কোনো সরাসরি বা সক্রিয় হুমকি নেই এবং পুরো ঘটনার তদন্ত এখনও চলমান রয়েছে। এদিকে মসজিদের পরিচালনা কমিটি জানিয়েছে, তারা বর্তমান পরিস্থিতি বিবেচনা করে নিরাপত্তার স্বার্থে একটি বেসরকারি নিরাপত্তা সংস্থার সাথে কাজ শুরু করেছে। ক্যালিফোর্নিয়ার এই মসজিদে আসা সমস্ত দর্শনার্থীদের জন্য এখন থেকে মেটাল ডিটেক্টর দিয়ে শরীর তল্লাশি করা এবং মসজিদে প্রবেশের পূর্বে সমস্ত ব্যাগ বা বড় ব্যক্তিগত জিনিসপত্র বাইরে নির্দিষ্ট স্থানে জমা রাখার মতো কঠোর নিয়মাবলী কার্যকর করার বিষয়ে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হচ্ছে।

প্রবাসীদের জন্য 'কনভার্টিবল টাকা অ্যাকাউন্ট' খোলার

৬০ পৃষ্ঠার পর

অর্থ খরচ করা যাবে। গতকাল সোমবারে এ সংক্রান্ত নির্দেশনা সব ব্যাংকে পাঠানো হয়।

বাংলাদেশ ব্যাংক নতুন নির্দেশনার উদ্দেশ্য হিসেবে জানিয়েছেড়প্রবাসীদের অর্থ আনুষ্ঠানিক চ্যানেলে নিয়ে আসা, বিনিয়োগ জোরদার এবং তফসিলি ব্যাংকগুলোর অফশোর বা বৈদেশিক ব্যাংকিং কার্যক্রম সম্প্রসারণের লক্ষ্যে নতুন হিসাব খোলার সুযোগ দেওয়া হয়েছে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের একজন উর্ধতন কর্মকর্তা জানান, "এ ব্যবস্থায় প্রবাসীরা ব্যাংকিং চ্যানেলের মাধ্যমে পাঠানো অর্থ অফশোর ব্যাংকিং ইউনিটের মাধ্যমে অনিবাসী রূপান্তরযোগ্য চলতি, সঞ্চয়ী বা ফিক্সড ডিপোজিট টাকা হিসাব খুলতে পারবেন। এখানে অন্য অনিবাসী টাকা হিসাব থেকে স্থানান্তরিত অর্থ, সুদ বা মুনাফা, বিনিয়োগ থেকে প্রাপ্ত আয়, শেয়ার সাবস্ক্রিপশনের ফেরত এবং অন্যান্য অনুমোদিত বৈদেশিক মুদ্রা-সংক্রান্ত অর্থ জমা করা যাবে।চ

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সার্কুলারে বলা হয়েছে, অনিবাসী রূপান্তরযোগ্য টাকা হিসাবে জমা করা মূল অর্থ ও অর্জিত সুদ বা মুনাফা সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাবাসনযোগ্য থাকবে। একইসঙ্গে জমা হওয়া অর্থ স্থানীয়ভাবে ব্যবহার করা যাবে। যেমন প্রয়োজনীয় স্থানীয় পরিশোধ, বিদেশি মুদ্রা অ্যাকাউন্টে রূপান্তর এবং বাংলাদেশে বিদেশি প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ বা পোর্টফোলিও বিনিয়োগ করা যাবে। এ হিসাবের তহবিল ব্যবহার করে বিশেষায়িত অঞ্চলের টাইপ-এ তথা শতভাগ বিদেশি মালিকানার শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলোকে টাকায় ঋণ দেওয়া যাবে। এই ঋণ শুধুমাত্র অনুমোদিত চলতি ব্যয়ের বেতন, মজুরি এবং ইউটিলিটি বিলের জন্য ব্যবহার করা যাবে। এসব ঋণের পরিশোধ অবশ্যই সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের রপ্তানি আয় থেকে করতে হবে।

এতে আরও বলা হয়েছে, ব্যাংকের স্থানীয় শাখা তথা ডমেসটিক ব্যাংকিং ইউনিটের মাধ্যমে অনিবাসী রূপান্তরযোগ্য টাকা হিসাবে জামানত প্রবাসীদের বা তাদের মনোনীত ব্যক্তিদের জন্য ঋণ সুবিধা দেওয়া যাবে। এসব ঋণ ব্যক্তিগত বা ব্যবসায়িক কাজে ব্যবহার করা যাবে। তবে কৃষি, বনায়ন, এবং আবাসনখাতে বিনিয়োগ নিষিদ্ধ থাকবে। পাশাপাশি এসব অর্থ বাংলাদেশে অ-প্রত্যাবাসনযোগ্য বিনিয়োগ বা নিজস্ব ব্যবহারের জন্য আবাসিক সম্পত্তি কেনা যাবে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের অপর এক কর্মকর্তা জানান, এই নতুন অনিবাসী রূপান্তরযোগ্য টাকা হিসাব ব্যবস্থাড় রেমিট্যান্সের আর্থিক মধ্যস্থতা আরও জোরদার করবে। অফশোর ব্যাংকিং কার্যক্রমকে গতিশীল করবে। আর প্রবাসী বাংলাদেশিদের দেশীয় বিনিয়োগে অংশগ্রহণের জন্য একটি প্ল্যাটফর্ম তৈরি করবে। এ ছাড়া বিশেষায়িত অঞ্চলের টাইপ-এ শিল্পপ্রতিষ্ঠানে ঋণ দেওয়ার সুযোগের ফলে টাকার তারল্য সহায়তা বাড়াবে। সুত্র টিবিএস

মধ্যপ্রাচ্যকে বদলে দিচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র-

১৪ পৃষ্ঠার পর

চুক্তিকে একটি কৌশলগত মহাবিপর্যয় হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তার মতে, শুরুতে এটিকে ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানকে দুর্বল করা বা এমনকি হটিয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের একটি যৌথ অভিযান হিসেবে সাজানো হয়েছিল। এখন সেটি আমেরিকার পক্ষ থেকে ইরানকে স্বীকৃতি দেওয়ার দিকে মোড় নিয়েছে। ইসরায়েলের ইনস্টিটিউট ফর ন্যাশনাল সিকিউরিটি স্টাডিজের জ্যেষ্ঠ গবেষক সিট্রিনোভিজ বলেন, আমরা যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থনে ইরানি সরকারকে উৎখাত করতে গিয়েছিলাম, কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখলাম ওয়াশিংটন উল্টো সেই সরকারকেই বৈধতা দিচ্ছে এবং শক্তিশালী করছে যাদের আমরা পতন ঘটাতে চেয়েছিলাম। তিনি বলেন, এই চুক্তি ইসরায়েলের কোনো মৌলিক দাবিই পূরণ করেনি। ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র কর্মসূচি বা তাদের অনুসারী সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলোর ওপর কোনো বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়নি এবং তাদের পারমাণবিক স্থাপনাগুলো ধ্বংস করারও কোনো স্পষ্ট নির্দেশনা এতে রাখা হয়নি। এমনকি ইরানের দাবির মুখে লেবাননে ইসরায়েলের অভিযানও এই যুদ্ধবিরতি কাঠামোর কারণে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে।

এর প্রভাব রাজনৈতিক এবং কৌশলগত উভয় দিক থেকেই সুদূরপ্রসারী। এই চুক্তি ইরানের বিষয়ে নেতানিয়াহুর দীর্ঘদিনের প্রচারণাকে দুর্বল করে দিয়েছে। সেই সাথে ইসরায়েলের ঘনিষ্ঠ মিত্র হিসেবে পরিচিত একজন মার্কিন প্রেসিডেন্টের ওপর নেতানিয়াহুর প্রভাবের সীমাবদ্ধতাও এতে স্পষ্ট হয়েছে। সিট্রিনোভিজের মতে, ইরান এখন আগের চেয়ে বেশি সুবিধাজনক অবস্থানে রয়েছে। এই চুক্তি ইরানের অবস্থানকে আরও শক্ত করার ঝুঁকি তৈরি করেছে, যা ইসরায়েলকে আরও কোণঠাসা করে ফেলবে। তিনি সরাসরি বলেন, সবকিছুই খারাপের দিকে যাচ্ছে এবং এটি আরও ভয়াবহ রূপ নেবে। এই চুক্তিটি শেষ পর্যন্ত টিকে থাকলে ইরানই সবথেকে সুবিধাজনক ফল পাচ্ছে বলে মনে হচ্ছে: যুদ্ধের অবসান, ধাপে ধাপে নিষেধাজ্ঞা থেকে মুক্তি, পুনরায় তেল রপ্তানির সুযোগ এবং পুনর্গঠনের জন্য বিশাল তহবিল পাওয়ার সম্ভাবনা। এর পাশাপাশি তাদের রাজনৈতিক ব্যবস্থাটিও এক ধরণের পরোক্ষ স্বীকৃতি পাচ্ছে।

এর বিপরীতে, ওয়াশিংটন ইসরায়েলের সাথে থাকা তাদের অভিন্ন লক্ষ্যগুলো অর্জনে ব্যর্থ হয়েছে। ইরানি শাসনব্যবস্থার পতন ঘটানো, পারমাণবিক কর্মসূচি পুরোপুরি বন্ধ করা বা এই অঞ্চলে তাদের প্রভাব কমানোর মতো লক্ষ্যগুলো পূরণ হয়নি। ইরানের অবস্থানকে আমূল বদলে দেওয়ার বদলে এই চুক্তি মূলত তাদের আগের অবস্থানেই ফিরিয়ে আনছে।

গত ২৮ ফেব্রুয়ারি যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল ইরানের বিরুদ্ধে এই যুদ্ধ শুরু করে এবং তৎকালীন সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনিসহ বেশ কয়েকজন শীর্ষ নেতাকে হত্যা করে। পরবর্তীতে এই সংঘাত ভয়াবহ আকার ধারণ করলে ইরান ও লেবাননসহ সব মিলিয়ে ৭,০০০-এর বেশি মানুষ প্রাণ হারান। এই যুদ্ধের ফলে বিশ্বজুড়ে জ্বালানি তেলের দাম বেড়ে যাওয়ার পাশাপাশি উন্নয়নশীল দেশগুলোতে খাদ্য সংকটের আশঙ্কা তৈরি হয়।

লেবাননে আরও শক্তিশালী হলো ইরানের প্রভাব

লেবাননের ক্ষেত্রে এই চুক্তি ক্ষমতার ভারসাম্য এখন ইরানের দিকেই ঠেলে দিয়েছে। এটি তেহরান সমর্থিত হিজবুল্লাহর ভূমিকাকে যেমন আরও শক্তিশালী করেছে, তেমনি বৈরুত-ইসরায়েল দ্বিপাক্ষিক আলোচনাকে একপাশে সরিয়ে লেবাননকে একটি বৃহত্তর যুক্তরাষ্ট্র-ইরান কাঠামোর অন্তর্ভুক্ত করেছে।

এই চুক্তি লেবাননকে ৬০ দিনের যুদ্ধবিরতিতে আবদ্ধ করেছে। সেখানে সব পক্ষ সব ফ্রন্টে সামরিক অভিযান বন্ধ রাখতে অঙ্গীকারবদ্ধ।

লেবাননের প্রেসিডেন্ট জোসেফ আউন গত সপ্তাহে সতর্ক করে বলেছিলেন, যুদ্ধবিরতি এবং দক্ষিণাঞ্চল থেকে ইসরায়েলি সেনা প্রত্যাহারের মতো লেবাননের নিজস্ব ইস্যুতে ইরান তাদের হয়ে দরকষাকষি করতে পারে না। তবে হিজবুল্লাহর ঘনিষ্ঠ সূত্রগুলো এর উল্টো যুক্তি দিচ্ছে। তাদের মতে, যুক্তরাষ্ট্র-ইরান সংযোগ মূলত লেবাননের অবস্থানকেই শক্তিশালী করেছে, কারণ বিষয়টি এখন অনেক উচ্চপর্যায়ের আলোচনার টেবিলে উঠে এসেছে। তাদের বিশ্বাস, তেহরান এবং ওয়াশিংটন এখন তাদের নিজ নিজ মিত্র হিজবুল্লাহ এবং ইসরায়েলের ওপর চাপ প্রয়োগ করে একটি স্থায়ী সমাধানে পৌঁছাতে পারবে। সবথেকে বেশি আতঙ্ক ছড়িয়েছে উপসাগরীয় দেশগুলোতে। ইরানি হামলার ফলে দীর্ঘদিনের নিরাপত্তা ব্যবস্থার ওপর তাদের আস্থা নড়বড়ে হয়ে গেছে। এই যুদ্ধের প্রধান ক্ষতিগ্রস্ত হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে উপসাগরীয় দেশগুলো। তাদের নিরাপত্তা পরিস্থিতি বদলে দেওয়ার মতো বড় বড় সিদ্ধান্তের সময় তারা ছিলেন স্রেফ দর্শক। আর এখন এর নেতিবাচক প্রভাবগুলো তাদেরই সইতে হচ্ছে।

উপসাগরীয় সূত্রগুলো বলছে, এই চুক্তি ইতিমধ্যে তাদের কৌশলগত চিন্তাভাবনায় পরিবর্তন আনছে। যুক্তরাষ্ট্রের সুরক্ষার ওপর আস্থা কমছে, অঞ্চলজুড়ে ইরানকে একটি স্থায়ী শক্তি হিসেবে মেনে নেওয়া হচ্ছে এবং সংঘাতের বদলে সমঝোতার দিকে ঝোঁকার প্রবণতা বাড়ছে।

ওয়াশিংটনের মিডল ইস্ট ইনস্টিটিউটের জ্যেষ্ঠ গবেষক এবং ইরান বিশেষজ্ঞ অ্যালেক্স ভাতানকা অবশ্য এই উদ্বেগের সাথে পুরোপুরি একমত নন। তিনি একে পরাজয় হিসেবে না দেখে বরং দীর্ঘ বছরের ব্যর্থ চাপের পর সবথেকে কম খারাপ একটি ফলাফল হিসেবে দেখছেন।

তিনি বলেন, তারা ইরানকে সামরিকভাবে ধ্বংস করতে চেয়েছিল, কিন্তু পারেনি। এর বিকল্প হতে পারত এক ভয়াবহ বিপর্যয়-একটি বৃহত্তর যুদ্ধ কয়েক দশকের জন্য পুরো উপসাগরীয় অঞ্চলকে ধ্বংস করে দিতে পারত। ভাতানকা মনে করেন, আসল পরীক্ষা এখনো সামনে রয়ে গেছে-চুক্তির বাস্তবায়ন, অমীমাংসিত পারমাণবিক আলোচনা এবং এর ফলে তৈরি হওয়া আঞ্চলিক প্রতিক্রিয়া। তিনি বলেন, এটি অনেক বড় বিষয়, কিন্তু এখানেই সব শেষ নয়। এটি কেবল শুরু।

চুক্তির পথে বাধা হতে পারে ইসরায়েল

কিছু বিশ্লেষক ইসরায়েলকে এই চুক্তির পথে প্রধান ওয়াইল্ড কার্ড হিসেবে দেখছেন। ট্রাম্পের নেতৃত্বাধীন একটি প্রক্রিয়াকে নস্যাৎ করা ইসরায়েলের জন্য কঠিন হলেও বিশ্লেষকরা সতর্ক করে বলছেন, ঝুঁকি এখনো রয়ে

চুক্তির অধীনে ৬০ দিনের জন্য

১৪ পৃষ্ঠার পর

ইচ্ছুক জাহাজগুলোকে অবশ্যই পারস্য উপসাগর প্রণালি কর্তৃপক্ষ থেকে অনুমোদন নিতে হবে। তারাই মূলত এই জলপথে নৌ-চলাচল তদারকি বা দেখভালের দায়িত্বে থাকা ইরানি সংস্থা হিসেবে কাজ করবে। কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যেন অগ্রাধিকার ভিত্তিতে আবেদনগুলো প্রক্রিয়াকরণ করা হয় এবং যত দ্রুত সম্ভব অনুমতি প্রদান করা হয়, যাতে চুক্তি বাস্তবায়ন সহজ হয়।

ইরানি কর্মকর্তারা বলেছেন, এই পদক্ষেপের লক্ষ্য হলো কয়েক মাসের বিঘ্ন ও অনিশ্চয়তার পর উপসাগর অঞ্চলে বাণিজ্যিক জাহাজ চলাচল ধীরে ধীরে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনা।

ফি মওকুফ থাকা সত্ত্বেও তেহরান জোর দিয়ে বলেছে, সব জাহাজকে অবশ্যই কর্তৃপক্ষ নির্ধারিত কার্যক্রমগত নিয়ম মেনে চলতে হবে।

নিরাপত্তা বিধিনিষেধ বহাল

ইরান জানিয়েছে, জাহাজগুলোকে প্রণালি অতিক্রমের সময় নির্ধারিত নৌপথ এবং নির্ধারিত সময়সূচি অনুসরণ করতে হবে।

এসএনএসসি বলেছে, এই বিধিনিষেধগুলো এলাকার কার্যক্রমগত পরিস্থিতি এবং নিরাপত্তা উদ্বেগের কারণে প্রয়োজন।

কর্মকর্তারা যুক্তি দিয়েছেন, জাহাজ চলাচল নিয়ন্ত্রণ করা সামুদ্রিক দুর্ঘটনা রোধ করবে, নৌচলাচলের নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে এবং নিয়ন্ত্রিতভাবে যানবাহনের পরিমাণ বাড়াতে সহায়তা করবে।

কাউন্সিল আরও জানিয়েছে, পারস্য উপসাগর প্রণালি কর্তৃপক্ষ আগামী দিনে অতিরিক্ত প্রযুক্তিগত নির্দেশনা ও বাস্তবায়ন বিবরণ প্রকাশ করবে। ইরান আরও বলেছে, জলপথের আশপাশে এবং ভেতরে মাইন পরিষ্কার কার্যক্রম এমওইউ-তে থাকা বিধান অনুযায়ী পরিচালিত হবে।

যুক্তরাষ্ট্রইরান চুক্তির গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা

এই ঘোষণা গুরুত্বপূর্ণ কারণ হরমুজ প্রণালি বিশ্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সামুদ্রিক সংকীর্ণ পথ, যার মাধ্যমে বৈশ্বিক অপরিশোধিত তেল এবং তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস রপ্তানির একটি বড় অংশ পরিবাহিত হয়। ফি স্থগিতকরণটি আরও তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ আগে আশঙ্কা ছিল যে ইরান এই রুট ব্যবহারকারী জাহাজগুলোর ওপর ট্রানজিট চার্জ আরোপ করতে পারে। এই বিষয়টি আলোচনার সময় একটি সংবেদনশীল ইস্যু হিসেবে উঠে এসেছিল, যেখানে মার্কিন কর্মকর্তারা বলেছিলেন যে প্রণালি দিয়ে মুক্ত নৌচলাচল বৈশ্বিক শিপিং বাজারে আস্থা ফিরিয়ে আনার জন্য অপরিহার্য।

যুক্তরাষ্ট্রের সামুদ্রিক নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার

ইরানের এই ঘোষণার কিছুক্ষণ পরেই যুক্তরাষ্ট্র ইরানের আশপাশে সামুদ্রিক নিষেধাজ্ঞা শিথিল করার একটি বড় সিদ্ধান্তের ইঙ্গিত দেয়। যুক্তরাষ্ট্রের সেন্ট্রাল কমান্ড জানিয়েছে, মার্কিন বাহিনী ইরানের বন্দর এবং উপকূলীয় জলসীমায় প্রবেশ বা প্রস্থানকারী জাহাজগুলোর ওপর আর কোনো অবরোধ কার্যকর করছে না।

কমান্ড এক বিবৃতিতে বলেছে, যা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্স-এ প্রকাশ করা হয়েছে, মার্কিন বাহিনী ইরানের বন্দর থেকে বা বন্দরের উদ্দেশ্যে চলাচলকারী জাহাজগুলোর চলাচলে বাধা দিচ্ছে না। মার্কিন সামরিক অবরোধ বাস্তবায়নের সব প্রচেষ্টা বন্ধ করা হয়েছে।

ওয়াশিংটন ও তেহরানের এই সমান্তরাল পদক্ষেপগুলো যুক্তরাষ্ট্রইরান চুক্তির অধীনে প্রথম বাস্তব অগ্রগতি হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে এবং ৬০ দিনের বাস্তবায়ন সময়কালে এটি শিপিং কোম্পানি, জ্বালানি বাজার এবং আঞ্চলিক সরকারগুলোর কাছ থেকে নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করা হবে।

গেছে-বিশেষ করে লেবানন ইস্যুতে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন ইরানি কর্মকর্তা বলেন, এই যুদ্ধের পর ইসরায়েল অঞ্চল এবং বিশ্ব-উভয় ক্ষেত্রেই একঘরে হয়ে পড়েছে। অন্য এক কর্মকর্তা যোগ করেন, ইরান যা চেয়েছিল তা-ই পেয়েছে। আমরা হিজবুল্লাহর মতো মিত্রদের ছেড়ে দিইনি, বরং তাদের জন্য আমরা আলোচনার টেবিল ছেড়ে উঠে যেতে এবং পুনরায় যুদ্ধে ফিরতেও প্রস্তুত ছিলাম।

ট্রাম্পের ইরান চুক্তির কারণে কেন

১৪ পৃষ্ঠার পর

সম্পর্কটিই এখন নেতানিয়াহুর জন্য একটি মারাত্মক রাজনৈতিক বোঝায় পরিণত হয়েছে।

ব্লুমবার্গের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ইরান চুক্তির বিরোধিতা করছে ইসরায়েলের সিংহভাগ মানুষ এবং রাজনৈতিক মহল। আর এতেই নেতানিয়াহুর জনপ্রিয়তায় ভাটা পড়েছে। আগামী অক্টোবরে অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া ইসরায়েলের জাতীয় নির্বাচনের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন নেতানিয়াহু। তিনি গভীরভাবে আশা করেছিলেন, হোয়াইট হাউসে বসা তার দেশের 'সবচেয়ে ভালো বন্ধুর' প্রত্যক্ষ সাহায্য নিয়ে তিনি অনায়াসে এই নির্বাচনে জয়লাভ করতে পারবেন।

কিন্তু বাস্তব পরিস্থিতি সম্পূর্ণ ভিন্ন। বিপরীতে নেতানিয়াহুকে এমন একটি চুক্তির মোকাবিলা করতে হচ্ছে যা ইরানের ইসলামিক রিপাবলিককে সম্পূর্ণ অক্ষত অবস্থায় রেখে দেবে।

চুক্তি ও সম্পর্কের অবনতি

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের নেওয়া এই পদক্ষেপের নেতিবাচক প্রভাব ইতোমধ্যেই ইসরায়েলের জনমত জরিপগুলোতে পড়তে শুরু করেছে। সেখানে প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহুর প্রতি সাধারণ মানুষের সমর্থন উল্লেখযোগ্য হারে কমেছে।

এর পেছনে একটি বড় কারণ হলো, ট্রাম্পের সঙ্গে মিলে নেতানিয়াহু যে যুদ্ধ শুরু করেছিলেন, তার কৌশলগত লক্ষ্যগুলোর খুব সামান্যই অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। ইসরায়েলি ধারাভাষ্যকার ইয়িনন মাগাল আগে নেতানিয়াহুর কট্টর সমর্থক ছিলেন। তিনি তেল আবিবের রেডিও ১০৩ এফএম-এ বলেছেন, 'ট্রাম্প নেতানিয়াহুর পিঠে ছুরি মেরেছেন।'

২০২৩ সালের ৭ অক্টোবরের হামাসের ভয়াবহ হামলা ঠেকাতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হওয়ায় নেতানিয়াহুর জনপ্রিয়তায় আগে থেকেই বড় ধরনের ধস নেমেছিল। এএফপির প্রতিবেদন অনুযায়ী, এই ইরান-বিরোধী যৌথ অভিযানে ট্রাম্প বারবার বলছেন, সব সিদ্ধান্ত তিনিই নেবেন। এতে ইসরায়েলিরা নতুন করে তাদের আধিপত্য চিন্তায় পড়ে গেছে।

দুই নেতার ফোনালাপে নেতানিয়াহুকে কড়া ভাষায় গালিগালাজ করে তিরস্কার করেছেন ট্রাম্প। এতে স্পষ্ট হয়ে গেছে, এই অংশীদারত্বে নেতানিয়াহু এবং ইসরায়েল আসলে কতটা ছোট ও অধীনস্থ অবস্থানে আছে। গত রোববার নিউইয়র্ক টাইমসকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ট্রাম্প নেতানিয়াহুকে 'কঠিন লোক' বলে অভিহিত করেন। তিনি কড়া ভাষায় বলেন, তাদের জন্য যা করা হচ্ছে, তাতে ইসরায়েলের কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। কারণ ইরানের হাতে পারমাণবিক অস্ত্র থাকলে ইসরায়েল দুই ঘণ্টাও টিকে থাকতে পারত না। ব্লুমবার্গের প্রতিবেদনে বলা হয়, ফ্রান্সে জি-৭ সম্মেলনেও ট্রাম্পকে নেতানিয়াহুর ওপর বিরক্ত ও হতাশ দেখা গেছে।

মঙ্গলবার কাতারের আমির শেখ তামিম বিন হামাদ আল-থানির সঙ্গে বৈঠকে ট্রাম্প বলেন, 'লেবানন ও হিজবুল্লাহর সঙ্গে ইসরায়েল যে আচরণ করছে, তাতে আমি খুশি নই।'

সোমবার হোয়াইট হাউস জানায়, এই চুক্তির ফলে ইরান কখনো পারমাণবিক অস্ত্র বানাতে পারবে না এবং অস্ত্র তৈরির উপযোগী সমৃদ্ধ ইউরেনিয়াম মজুতও রাখতে পারবে না। এতে যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্ররা আরও নিরাপদ হবে। তিনি আবার নির্বাচনে লড়ার ও জেতার ইচ্ছা প্রকাশ করে বলেন, 'প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প আর আমি বহু বছর ধরে একে অপরকে চিনি। অনেক বিষয়ে আমরা একমত হই, কিছু বিষয়ে মতের অমিল হয়। ইসরায়েলের নিরাপত্তার দায়িত্ব আমার এবং তা রক্ষায় আমি সব সময় সোচ্চার থাকব।'

এদিকে মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্স সোমবার সিএনবিসি নিউজকে বলেন, চুক্তির খসড়া এই সপ্তাহেই প্রকাশ করা হবে। এটি পুরো অঞ্চলকে সবার জন্য নিরাপদ করবে।

রিপাবলিকান সিনেটর লিন্ডসে গ্রাহামও এই চুক্তির পক্ষে কথা বলেছেন। ট্রাম্প প্রশাসন এই সমঝোতাকে মধ্যপ্রাচ্যে ইসরায়েল ও যুক্তরাষ্ট্রের মিত্রদের জন্য বড় জয় হিসেবে দেখাতে চাইছে।

সিএনএনের প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়, ২৮ ফেব্রুয়ারি শুরু হওয়া এই সামরিক সংঘাতে ইরানের পারমাণবিক স্থাপনা ও ব্যালিস্টিক-ক্ষেপণাস্ত্র অবকাঠামোর ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। এই দুটিই দীর্ঘদিন ইসরায়েলের জন্য বড় হুমকি ছিল। নিরাপত্তা মন্ত্রিসভার মন্ত্রী মিরি রেগেভ গালি ইসরায়েল রেডিওকে বলেন, তেহরানে নেতৃত্ব না বদলালে এই ধ্বংস হওয়া কর্মসূচিগুলো কয়েক বছরেই আবার গড়ে তোলা সম্ভব।

লেবানন ও হিজবুল্লাহ ইস্যু

নেতানিয়াহুকে লেবাননে ইসরায়েলের আক্রমণ বন্ধ করার জন্য পুনরায় অনুরোধ জানিয়েছেন ট্রাম্প।

রয়টার্স জানায়, দক্ষিণ লেবাননে ইসরায়েলের এই আগ্রাসনের ফলে ইতোমধ্যেই হাজারো মানুষ নিহত হয়েছে। প্রায় ১০ লাখ মানুষ বাস্তুচ্যুত হতেও বাধ্য হয়েছে, যা যুক্তরাষ্ট্র-ইরান আলোচনার অন্যতম প্রধান বাধা হিসেবে দাঁড়িয়েছিল। সোমবার ট্রাম্প বলেন, 'লেবাননের বিষয়টি সমাধান করা যায় কি না, আমরা দেখতে চাই। হিজবুল্লাহর সঙ্গে তাদের একটু কথা বলতে হবে।'

তবে এক মার্কিন কর্মকর্তা ব্লুমবার্গকে নিশ্চিত করেছেন, লেবানন থেকে ইসরায়েলি সেনা প্রত্যাহার এই চুক্তির বাধ্যতামূলক শর্ত নয়। হিজবুল্লাহর কোনো হামলার জবাব দেওয়ার পূর্ণ অধিকার ইসরায়েলের থাকবে।

রোববার সংবাদমাধ্যম অ্যাক্সিওসকে ট্রাম্প বলেন, সেদিন বৈরুতে ইসরায়েলের বিমান হামলা ইরানের সঙ্গে আলোচনা প্রায় ভেস্তে দিয়েছিল। তিনি দাবি করেন, এরপর এক ফোনালাপে তিনি নেতানিয়াহুকে বলেন- তার 'বিচারবুদ্ধি নেই'। তবে ইসরায়েলের বেশিরভাগ মানুষ হিজবুল্লাহকে অস্তিত্বের জন্য বড় হুমকি মনে করে। কারণ এই গোষ্ঠী ইসরায়েল ধ্বংসের শপথ নিয়েছে এবং তেহরানের সমর্থনে উত্তর ইসরায়েলে বারবার ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন হামলা চালিয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে নেতানিয়াহু ট্রাম্পের নির্দেশে পিছু হটলে তাকে এই সমালোচনার মুখে পড়তে হবে যে, তিনি ইসরায়েলকে যুক্তরাষ্ট্রের অনুগত রাষ্ট্রে পরিণত করেছেন।

ইসরায়েলের কট্টর ডানপন্থী মন্ত্রী ইতামার বেন গভির সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে মার্কিন-ইরান চুক্তির বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, 'ইসরায়েল যুক্তরাষ্ট্রের অধীনস্থ নয়। আমরা এই চুক্তির পক্ষ নই, এটি আমাদের নিরাপত্তার দিকে নজর দেয় না এবং এটি আমাদের জন্য বাধ্যতামূলক নয়।'

হরমুজ প্রণালি ও বৈশ্বিক প্রভাব

ইসরায়েলের বিরোধী দলীয় নেতা ইয়ার ল্যাপিদের মতো মধ্যপন্থী রাজনীতিকরা সরাসরি নেতানিয়াহুকে দায়ী করেছেন। তাদের মতে, ইরান হরমুজ প্রণালি বন্ধ করে দিলে যে ভয়াবহ পরিণতি হবে, তা নেতানিয়াহু আগে থেকে বুঝতে পারেননি।

এই পদক্ষেপে বিশ্বজুড়ে জ্বালানির দাম বেড়ে যায় এবং এই সংঘাত আমেরিকা ও বিশ্বের অন্য মানুষের কাছে অজনপ্রিয় হয়ে ওঠে। এই অর্থনৈতিক ক্ষতি ইসরায়েলিদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ না হলেও, নভেম্বরের মধ্যবর্তী নির্বাচনের আগে ট্রাম্প ও রিপাবলিকান পার্টির ওপর এটি বড় রাজনৈতিক চাপ তৈরি করে। ল্যাপিদ বলেন, নেতানিয়াহু আমেরিকানদের কাছে ঝুঁকির বিস্তারিত হিসাব না দিয়ে এক ধরনের অতি-আশাবাদী চিত্র তুলে ধরেছিলেন। যার ফলে যুদ্ধের মাঝপথেই তিনি তাদের আস্থা হারান। তিনি আরও বলেন, নির্বাচনের কয়েক মাস আগে আমেরিকায় তেলের দাম বাড়ার গুরুত্ব নেতানিয়াহু বিবেচনায় নেননি।

ব্লুমবার্গের প্রতিবেদন অনুযায়ী, লড়াইয়ের শুরুতে নেতানিয়াহু ও ট্রাম্প উভয়েই ইরানি জনগণকে শাসনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে আহ্বান জানিয়েছিলেন।

প্রাণবন্ত উৎসবের আমেজ আনন্দ আর দর্শনার্থীদের সুখানুভুতিতে সিক্ত নিউ ইয়র্কে BHALO'র জমজমাট মেলা

পরিচয় ডেস্ক: গত ১৯ জুন শুক্রবার উৎসবের আমেজ আনন্দ আর দর্শনার্থীদের সুখানুভুতিতে সিক্ত নিউ ইয়র্কে ইঐঅখঙ'র জমজমাট মেলা। হিলসাইড অ্যাভিনিউয়ের পাশে ১৭৩ থেকে ১৭৫ স্ট্রিটের মাঝের ছোট্ট সবুজ পার্কটি আবাল বৃদ্ধ বনিতার কলকাকলীতে শুক্রবার বিকেলে রূপ নিয়েছিল একটি ক্ষুদ্র পরিসরের বাংলাদেশে।

অত্যন্ত সুশৃঙ্খল আয়োজনে কেনাকাটার জন্য নানান ধরনের পণ্যের স্টল, হালাল কোরিয়ান খাবার সহ মুখরোচক খাবারের ফুড কর্নার, শিশুদের জন্য নানা রাইড আর খেলাধুলার আয়োজন ছাড়াও ছিল ফুটবলপ্রেমীদের জন্য বিশাল পর্দায় বিশ্বকাপ ফুটবল এর ওয়াচ পার্টি, । সেই সাথে খোলা মঞ্চে একের পর এক সাংস্কৃতিক পরিবেশনা।

শুরুতেই বিউটি দাস ও রাজীব রহমানের ব্যান্ডের প্রাণবন্ত সংগীত পরিবেশনা মেলার উৎসবের আমেজে যোগ করেছিল নতুন মাত্রা ।

মেলার সবুজ প্রাঙ্গণ জুড়ে কোথাও পরিবার-পরিজন নিয়ে আড্ডা, কোথাও বন্ধুদের হাসি-আনন্দ, কোথাও আবার দীর্ঘদিন পর পরিচিত মুখের সঙ্গে দেখা, সব মিলিয়ে মেলার প্রতিটি মুহূর্ত ছিল আশাতীত প্রাণবন্ত, উষ্ণ এবং উপভোগ্য।

প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম অবধি নিজস্ব সংস্কৃতি চর্চা, কমিউনিটির বন্ধনকে ধরে রাখার এক হৃদয়গ্রাহী প্রয়াস ছিল যুক্তরাষ্ট্র এবং বাংলাদেশে জনসেবায় নিবেদিত ভালো কাজের সংগঠন শাহরিয়ার রহমানের পরিচালনাধীন ইঐঅখঙ-র এই মেলা।

এমন একটি সুন্দর ও সুশৃঙ্খল আয়োজনে পরিবারবান্ধব এবং প্রাণবন্ত মেলা এই নিউ ইয়র্কে স্মরণকালে চোখে পড়েনি বলে মেলা প্রাঙ্গণের মন্তব্য করেছেন অনেক।

প্রসঙ্গত বাংলা শব্দ "ভালো" থেকেই এসেছে ইঐঅখঙ নামটি। ইধহমষধফবংযর ঐঁসধহরঃধৎরধহ অরফ ধহফ খবধফবৎংযরঢ় ঙঁঃৎবধপয (ইঐঅখঙ) নিউ ইয়র্কে একটি ৫০১(প)(৩) নন-প্রফিট সংগঠন, যার মূল লক্ষ্য মানুষের কল্যাণে কাজ করা। সাংস্কৃতিক ও ভাষাগত প্রতিবন্ধকতা দূর করা, প্রয়োজনীয় তথ্য ও সেবা মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া, নাগরিক সচেতনতা বৃদ্ধি এবং নতুন নেতৃত্ব গড়ে তোলার মতো গুরুত্বপূর্ণ কাজের মাধ্যমে ভালো কমিউনিটিকে আরও শক্তিশালী করার চেষ্টা করে যাচ্ছে।

"ইঐঅখঙ" বিশ্বাস করে, একটি উন্নত ও শক্তিশালী কমিউনিটি গড়ে ওঠে সমান সুযোগ, মানবিকতা, সহযোগিতা এবং পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধের ভিত্তিতে। তাদের বিভিন্ন সামাজিক, শিক্ষামূলক ও মানবিক উদ্যোগ সেই লক্ষ্য পূরণেই নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

নিউইয়র্কের স্কচটাউনে ১শ ২৬ একর জমিতে কবরস্থানের উদ্বোধন, কমিউনিটির কল্যাণে গ্রেটার নোয়াখালী সোসাইটির বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন

পরিচয় ডেস্ক: নিউইয়র্কে ১শ ২৬ একর জমিতে এক লক্ষ কবরস্থানের প্রথম পর্যায়ের উদ্বোধন, কমিউনিটির কল্যাণে গ্রেটার নোয়াখালী সোসাইটির বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন।

গত ২০ জুন (শনিবার) দুপুরে যুক্তরাষ্ট্র সর্ব বৃহৎ মুসলিম কবরস্থান স্কচটাউন বাংলাদেশ সিমেট্রিতে আনুষ্ঠানিকভাবে কবর দেয়ার ঘোষণা উপলক্ষে সুধী সমাবেশ দোয়া ও মোনাজাত এর আয়োজন করা হয় । ঐদিন সকাল সাড়ে ১১টায় গ্রেটার নোয়াখালী সোসাইটির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ও বর্তমান উপদেষ্টা কমিটির সদস্য মরহুম এসএম আমানতের জানাজা শেষে তাঁকে সর্বপ্রথম এ কবরস্থানে দাফন করা হয়। আগামী ১ জুলাই থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে দাফন কার্যক্রম শুরু হবার কথা থাকলেও মূলত ২০ জুন থেকে কবর দেয়া আরম্ভ হলো ।

বিশাল এ কবরস্থানে লক্ষাধিক মানুষকে দাফন করা যাবে । এটির ব্যবস্হাপনায় রয়েছে গ্রেটার নোয়াখালী সোসাইটি ।

উদ্বোধনী দিনে কবরস্থানে দাঁড়িয়ে উপস্থিত সবাই মহান আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া আদায় জ্ঞাপন সহ দীর্ঘদিনের স্বপ্ন পূরণ হওয়ায় আনন্দে অশ্রু সিক্ত হতে দেখা গেছে অনেক কে।

কবরস্থানে আয়োজিত সুধী সমাবেশে গ্রেটার নোয়াখালী সোসাইটির সম্প্রতি বিদায়ী সভাপতি নাজমুল হাসান মানিকের সভাপতিত্বে এবং বর্তমান সেক্রেটারি এ এস এম মাঈন উদ্দিন পিন্টুর সন্চালনায় পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত ও মোনাজাত করেন মাওলানা মন্জুরুল করিম । বক্তব্য রাখেন প্রকল্পের স্বপ্নদ্রষ্টা ও গ্রেটার নোয়াখালী সোসাইটির বর্তমান সভাপতি জাহিদ মিন্টু। অশ্রুসিক্ত নয়নে তিনি বলেন, “আমরা আজ আমাদের একজন প্রিয় মানুষকে দাফন করেছি এটি সত্যিই বেদনাদায়ক ও শোকাহত ঘটনা। তিনি বলেন দীর্ঘ দিন যাবত একটি মহল নানা ষড়যন্ত্র মিথ্যা ও বানোয়াট গুজব ছড়িয়ে কমিউনিটিতে বিভ্রান্তি করার চেষ্টা করেছেন তাদের সকল ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়েছে । তাদেরকে ক্ষমা করে দিলাম । তারপরও কেউ ষড়যন্ত্রে জড়িত হলে আর ছাড় দেয়া হবেনা।” এ প্রকল্পের যাবতীয় কাগজপত্রাদি দায়িত্বশীল কর্মকর্তাদের তিনি বুঝিয়ে দেন । সমাবেশে আরো বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সাবেক সভাপতি এম এ রব মিয়া, সংগঠনের ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান মফিজুর রহমান, খোকন মোশারফ, তাজু মিয়া, সংগঠনের সাবেক সভাপতি সালামত উল্লাহ ,আনোয়ারুল আজিম সহ বিভিন্ন সংগঠনের সভাপতি/ সম্পাদক বৃন্দ।

সুধী সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন মুলধারার সংগঠন অঝঅঅখ এর প্রেসিডেন্ট এমিরেটাস মাফ মেসবাহ উদ্দিন, বাংলাদেশ সোসাইটি নিউ ইয়র্ক এর প্রেসিডেন্ট আতাউর রহমান সেলিম ও সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মাদ আলী , সাবেক সভাপতি এম আজিজ ও সাবেক সাধারণ সম্পাদক রুহুল আমিন সিদ্দিকী, বাংলাদেশ সোসাইটি নিউ ইয়র্ক এর কার্যকরী সদস্য আলহারুন চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ সোসাইটি নিউ ইয়র্ক এর বোর্ড অব ট্রাস্টিজের এর সদস্য নাঈম টুটুল ও কাজী আজমসহ বিভিন্ন প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিকস মিডিয়ার সাংবাদিক, জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারের ইমাম মির্জা আবু জাফর বেগমসহ বিভিন্ন মসজিদের ইমাম, মসজিদ কমিটির সদস্য , সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ সহ প্রায় ৫ শতাধিক কমিউনিটি নেতৃবৃন্দ।

নিউইয়র্ক এ বাংলাদেশীদের বৃহত্তম সামাজিক ও মানবিক সংগঠন গ্রেটার নোয়াখালী সোসাইটি (বাংলাদেশের ফেনী , নোয়াখালী লক্ষ্মীপুর জেলা থেকে আগত) ব্যবস্হাপনায় ১শ ২৬ একর জমির উপর অবস্থিত কবরস্থানের জন্য ইতিপূর্বে জমি রেজিস্ট্রি ,সরকারি বিভিন্ন প্রশাসনিক দপ্তর থেকে ছাড়পত্র গ্রহণ ,ইন্জিনিয়ারিং প্ল্যান প্রণয়ন, সয়েল টেস্ট এবং পানির

স্তর যাচাই- বাছাইয়ের পর ২০২৩ সালে জমির মালিক পক্ষের সাথে চুক্তি সম্পাদিত হয়।

২০২৪ সালের ২৪ এপ্রিল কুইন্সের গুলশান টেরেসে সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময় সভা করে এ প্রকল্পের বিস্তারিত তথ্য উপস্থাপন করা হয়েছিল। ২০২৪ সালের ১৬ ডিসেম্বর পুরো পাওনা পরিশোধ পূর্বক জমির রেজিস্ট্রি কার্য সম্পাদন করা হয়। তারই ধারাবাহিকতায় ২০২৫ সালের ২৫ জুলাই আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকল্পের কার্যক্রম মিলাদ ও মুনাজাতের মাধ্যমে উদ্বোধন করা হয়েছিল। শুরু হয় এ বিশাল প্রকল্পের রূপরেখা তৈরির কাজ।

ইতোমধ্যে কবরস্থানে থাকা পূর্বেকার সকল গাছপালা উপড়ে ফেলা হয় ।কবরস্থানে রুপান্তরের পর মুসল্লি ও জেয়ারতকারী দের যানবাহন চলাচলের জন্য নতুন রাস্তা নির্মাণের কাজ শেষ করা হয়েছে। প্রস্তুত করা হয়েছে ২০ হাজার কবরের ।পরবর্তীতে পর্যায়ক্রমে ধাপে-ধাপে লাখে উন্নীত করা হবে ।

গ্রেটার নোয়াখালী সোসাইটির সভাপতি জাহিদ মিন্টর নেতৃত্বে প্রকল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল সাব কমিটির সদস্যরা দিনরাত পরিশ্রম করে যাচ্ছেন । তাদের জন্য নামাজ শেষে দোয়া করার অনুরোধ জানিয়েছেন । বাংলাদেশী কেউ ইন্তেকাল করলে তাকে এ কবরস্থানে কবর দেয়া যাবে বলে জানিয়েছেন প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির চেয়ারম্যান জাহিদ মিন্টু ।

তবে কবরস্থানের অবকাঠামোগত অনেক কাজ এখনো বাকি । পুরো প্রকল্প এরিয়ায় সীমানা দেওয়াল নির্মাণ, বৈদ্যুতিক খুঁটি স্থাপন,ফিউনারেল হোম , অফিস, মসজিদ, গোসল ও অজু খানা নির্মাণ সহ সকল কাজ সম্পন্ন করতে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন বলে জানিয়েছেন জাহিদ মিন্টু। তিনি প্রবাসী বিত্তবানদের এ প্রকল্পে সহায়তা করার আহবান জানিয়েছেন । ইতোমধ্যে বিভিন্ন সোসাইটি ও মসজিদের পক্ষ থেকে অনেকে কবরস্থানের জায়গা ক্রয় করেছেন তাদের তিনি ধন্যবাদ জানান । মহান আল্লাহর দরবারে অশেষ শুকরিয়া আদায় করেন।

ইতিপূর্বে নোয়াখালী সোসাইটি কর্তৃক ওয়াশিংটন মেমোরিয়াল সেমিট্রিতে ৪ শ টি কবরের জায়গা ক্রয় করা হয়েছিল সেটি প্রয়োজনের তুলনায় ছিল অপ্রতুল। কোভিড ১৯ মহামারীর সময়ে বহু মানুষকে সমাহিত করায় সেখানে আর কবর দেয়ার জায়গা নেই। শুরু হয় নতুনভাবে কবরস্থান নির্মাণের উদ্যোগ।

নিউইয়র্কের সুন্দর ও নিরিবিলি পরিবেশে কবরস্থান প্রতিষ্ঠার জন্য সাইট সিলেকশন করতে কবরস্থান প্রকল্প কমিটির অক্লান্ত পরিশ্রমে এ জায়গাটি পছন্দ করেন। মনোরম,কোলাহল মুক্ত স্থানে বাংলাদেশী যে সকল প্রবাসীরা আমেরিকায় বসবাস করছেন তাদের কেউ ইহকালীন সফর শেষ করে আলমে বরযখ তথা মৃত্যু বরন করলে তাদেরকে এ কবরস্থানে দাফন বা সমাহিত করা হবে। প্রথম ফেইজে ২০ হাজার কবর বিক্রির টার্গেট পূরণ হয়েছে। দ্বিতীয় ধাপে ৪২হাজার কবর বিক্রি করা হবে। সোমবার থেকে শনিবার প্রতিদিন সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৫ টার মধ্যে লাশ দাফন করা হবে। প্রতিটি লাশের বিপরীতে জমা দিতে হবে ২৫ শ ডলার। শিশু হলে ১২ শ ডলার। হেড স্টোন(নাম পলক) বাবদ দিতে হবে ১২ শ ৫০ ডলার। যাদের কবরের জায়গা ক্রয় করা নেই তারা ২৫ শ ডলার জমা দিয়ে লাশ দাফন করতে পারবেন।

ইতিমধ্যে দাফন কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য স্কেলেভেটর (বেকু)মেশিন ও অন্যান্য সরঞ্জামাদী ক্রয় ও প্রয়োজনীয় কর্মী নিয়োগ দেয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে কবরস্থান ব্যবস্থাপনা কমিটি । তবে তারা আরো জানিয়েছে এটি কোন বিশেষ জেলার বা আন্চলিক কবরস্থান নয়, সকল বাংলাদেশীদের কবরস্থান হিসেবে বিবেচিত হবে । সেজন্যই এটির নাম দেয়া হয়েছে “বাংলাদেশ সিমেট্রি।”

প্রথম আলো উত্তর আমেরিকা ও সিবিএন টিভির প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী

পথচলায় নতুন প্রত্যয়ের অঙ্গীকার

পরিচয় ডেস্ক: নিউ ইয়র্কে বাংলাদেশি গণমাধ্যমের দুটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার ১০ম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী এবং সিবিএন টিভি ইউএসএ-এর তৃতীয় প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে গত শুক্রবার (১৯ জুন) নিউইয়র্কের ফরেস্ট হিলসের আগ্রা প্যালেস রেস্টুরেন্ট অ্যান্ড পার্টি হলে এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

সাংবাদিক, লেখক, কবি, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব, কমিউনিটি নেতা, ব্যবসায়ী এবং বিভিন্ন সামাজিক ও পেশাজীবী সংগঠনের প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠানটি পরিণত হয় নিউ ইয়র্কে বাংলাদেশি গণমাধ্যম পরিবারের এক প্রাণবন্ত মিলনমেলায়।

বিকেল সাড়ে পাঁচটায় অতিথিদের ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানানোর মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। এরপর প্রদর্শিত হয় প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার এক দশকের পথচলা এবং সিবিএন টিভির তিন বছরের কার্যক্রম নিয়ে নির্মিত একটি প্রামাণ্যচিত্র। ভিডিওচিত্রে যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশিদের জীবনসংগ্রাম, সাফল্য, সংস্কৃতি এবং কমিউনিটির বিভিন্ন উদ্যোগের পাশাপাশি দুটি প্রতিষ্ঠানের সাংবাদিকতার অগ্রযাত্রাও তুলে ধরা হয়।

প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার নির্বাহী সম্পাদক মনজুরুল হক স্বাগত বক্তব্যের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন।

তাঁর বক্তব্যের পর কবিতা আবৃত্তির মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানে এক ভিন্ন আবহের সৃষ্টি হয়। দীর্ঘ আনুষ্ঠানিক বক্তৃতার পরিবর্তে অংশগ্রহণমূলক পরিবেশ, সংক্ষিপ্ত উপস্থাপনা এবং আন্তরিক আয়োজন পুরো অনুষ্ঠানকে প্রাণবন্ত করে তোলে।

বক্তারা বলেন, উত্তর আমেরিকায় বাংলাদেশি কমিউনিটির বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে দায়িত্বশীল, নির্ভরযোগ্য ও পেশাদার গণমাধ্যমের গুরুত্বওবহুগুণে বেড়েছে। সেই প্রেক্ষাপটে প্রথম আলো উত্তর আমেরিকা গত এক দশক ধরে সংবাদ, বিশ্লেষণ, সাহিত্য, সংস্কৃতি এবং কমিউনিটির ইতিবাচক কর্মকাণ্ড তুলে ধরে বাংলাদেশী বংশোদ্ভূতদের আস্থার একটি শক্তিশালী প্ল্যাটফর্মে পরিণত হয়েছে। একইভাবে সিবিএন টিভি সংবাদ, টক শো, সাক্ষাৎকার, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং কমিউনিটির বিভিন্ন কার্যক্রম সম্প্রচারের মাধ্যমে স্বল্প সময়েই নিজস্ব পরিচিতি তৈরি করেছে।

অনুষ্ঠানে প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার সম্পাদক ইব্রাহীম চৌধুরী এবং তাঁর সহকর্মীদের অভিনন্দন জানিয়ে অতিথিরা বলেন, উত্তর আমেরিকায় বাংলা ভাষা, সংস্কৃতি ও সাংবাদিকতার ধারাবাহিক চর্চায় এই দুটি প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নতুন প্রজন্মের কাছে বাংলাদেশি পরিচয়, ইতিহাস ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রেও প্রতিষ্ঠান দুটির অবদান প্রশংসনীয়।

সম্পাদক ইব্রাহীম চৌধুরী তাঁর বক্তব্যে বলেন, একটি স্বপ্ন, একটি দায়বদ্ধতা এবং একটি কমিউনিটির গল্প নিয়ে প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার যাত্রা শুরু হয়েছিল। গত দশ বছরে পাঠক, লেখক, শুভানুধ্যায়ী, বিজ্ঞাপনদাতা এবং কমিউনিটির মানুষের অকুণ্ঠ সমর্থনই এই পথচলার সবচেয়ে বড় শক্তি। তিনি বলেন, গণমাধ্যমের কাজ শুধু সংবাদ পরিবেশন নয়; সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তনের অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করা, মানুষের মধ্যে সংযোগ গড়ে তোলা এবং কমিউনিটির আস্থা অর্জন করাও একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব।

তিনি আরও বলেন, সিবিএন টিভির যাত্রাওএকই দর্শনকে সামনে রেখে।উত্তর আমেরিকায় বাংলাদেশিদের জীবন, সাফল্য, সম্ভাবনা ও চ্যালেঞ্জকে আরও বিস্তৃত পরিসরে তুলে ধরার লক্ষ্যেই প্রতিষ্ঠানটি কাজ করে যাচ্ছে। ভবিষ্যতেও বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতা, প্রযুক্তিনির্ভর সংবাদ পরিবেশন এবং কমিউনিটির সেবায় আরও কার্যকর ভূমিকা রাখার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন তিনি।

বাংলাদেশ সোসাইটি, নিউ ইয়র্ক এর সাবেক সভাপতি ও নিউইয়র্ক কমিউনিটির প্রবীণ ব্যক্তিত্ব নার্গিস আহমেদ প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার সঙ্গে যুক্ত নারী সাংবাদিক, লেখক ও সাংস্কৃতিক কর্মীদের একটি শক্তিশালী প্ল্যাটফর্মে একত্রিত করার উদ্যোগের প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, প্রবাসে নারীদের সাংবাদিকতা ও সাহিত্যচর্চায় সম্পৃক্ত করার ক্ষেত্রে প্রথম আলো উত্তর আমেরিকা একটি ব্যতিক্রমী ভূমিকা পালন করছে।

প্রবীণ সাংবাদিক ও সাপ্তাহিক পরিচয় সম্পাদক নাজমুল আহসান প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার পেশাদারিত্ব এবং সাংগঠনিক দৃঢ়তার প্রশংসা করে বলেন, প্রবাসের অনেক সংবাদমাধ্যম যা করতে পারেনি, প্রথম আলো উত্তর আমেরিকা তা করে দেখিয়েছে। তিনি প্রতিষ্ঠানটির প্রতি নিজের ভালোবাসা ও আন্তরিকতার কথাও তুলে ধরেন। বাংলা পত্রিকা ও টাইম টিভির প্রধান নির্বাহী আবু তাহের বলেন, উত্তর আমেরিকায় কমিউনিটি সাংবাদিকতার বিকাশে প্রথম আলো উত্তর আমেরিকা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে এবং ভবিষ্যতেও সেই ভুমিকা ধরে রাখবে বলে আশা প্রকাশ করেন।

প্রবীণ সংগঠক নাসির আলী খান পল সম্পাদক ও সহকর্মীদের সঙ্গে তাঁর দীর্ঘদিনের আত্মিক সম্পর্কের কথা স্মরণ করে প্রতিষ্ঠানের উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করেন।

শিল্পপতি গোলাম ফারুক ভূঁইয়া বলেন, মাত্র এক দশকে প্রথম আলো উত্তর আমেরিকা যে বিশ্বাসযোগ্যতা, গ্রহণযোগ্যতা ও প্রাতিষ্ঠানিক শক্তি অর্জন করেছে, তা একদিন উত্তর আমেরিকার বাংলাদেশি কমিউনিটির ইতিহাসের অংশ হয়ে থাকবে। তিনি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত সাংবাদিক ও কর্মীদের পেশাদারিত্ব ও নিষ্ঠার ভূয়সী প্রশংসা করেন।

অনুষ্ঠানে কবিতা আবৃত্তি করেন ডা. ফারুক আজম, সুমন শামসুদ্দিন, কুলসুম আক্তার সুমাইয়া, শামছুন ফৌজিয়া, ফরিদা ইয়াসমীন, জেবুন্নেসা জ্যোৎস্না, মিয়া আসকির, সীমু আফরোজা, সোহানা নাজনীনসহ আরও অনেককবি ও সাহিত্যিক। তাঁদের পরিবেশনায় অনুষ্ঠানে এক সাহিত্যঘন পরিবেশ সৃষ্টি হয়।

অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন নিউইয়র্ক বাংলাদেশ সোসাইটির সভাপতি আতাউর রহমান সেলিম ও সহসভাপতি মহীউদ্দিন দেওয়ান, কমিউনিটি নেতা তোফায়েল চৌধুরী, নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের সভাপতি মনোয়ারুল ইসলাম, সাংবাদিক শামীম শাহেদ, রহমান মাহবুব, আদনান সৈয়দ, শেলী জামান খান, রওশন হক, রুদ্র মাসুদ, রোকেয়া দীপা, ভায়লা সালিনা, শরিফুজ্জামান পল,ডাঃ শোয়েব আহমেদ, জয়নাল আবেদীন, রাশিদা কামাল, ওয়াহিদা শামসুন বাঁধন, রুপা খানম, সাঈদা ইয়াসমিন, সেমু আফরোজা, রাশিদা আখতার, ফারমিস আক্তার, গীতিকার মাহফুজুর রহমান, বৃহত্তর নোয়াখালী সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক এএসএম মাঈনউদ্দিন পিন্টু, সংগঠক মোতাহার হোসেন, অ্যাটর্নি মো. ফারহান, আবুল কাশেম, ঢাকা জেলা অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি দুলাল বেহেদু, আছিয়া আক্তার, সালমা ফেরদৌস, মিরসরাই সমিতির সাধারণ সম্পাদক আরিফুল হাসান, লেখক নুরুল খান, সুখেন গোমেজ, বিপুল গনজালেস প্রমুখ।

শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদানকালে বক্তারা স্বাধীন, দায়িত্বশীল ও জনমুখী প্রবাসী গণমাধ্যম গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্বারোপ করেন এবং আগামী দিনের পথচলার জন্য শুভকামনা জানান।

অনুষ্ঠানে বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও পেশাজীবী সংগঠনের পক্ষ থেকে প্রথম আলো উত্তর আমেরিকা ও সিবিএন টিভিকে শুভেচ্ছা স্মারক প্রদান করা হয়।

শেষ পর্বে জাকির হোসেন, শান্তনু এবং তাঁদেরদলের সুরেলা পরিবেশনায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান দর্শকদের মুগ্ধ করে। এরপর নৈশভোজ ও সৌহার্দ্যপূর্ণ আড্ডায় অংশ নেন অতিথিরা। সাংবাদিক, লেখক, শিল্পী, উদ্যোক্তা ও কমিউনিটি নেতাদের উপস্থিতিতে সন্ধ্যাটি হয়ে ওঠে প্রবাসী বাংলাদেশি সমাজের এক স্মরণীয় মিলনমেলা।

অংশগ্রহণকারীদের মতে, এটি শুধু দুটি গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন নয়; বরং উত্তর আমেরিকায় বাংলাদেশি সাংবাদিকতা, সাহিত্য, সংস্কৃতি এবং কমিউনিটির সম্মিলিত অগ্রযাত্রার এক দশকের অর্জনকে উদযাপনের একটি তাৎপর্যপূর্ণ উপলক্ষ। অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে উচ্চারিত হয়েছে একটি নতুন প্রত্যয়ড়বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতা, প্রযুক্তিনির্ভর গণমাধ্যম, সাংস্কৃতিক বিকাশ এবং প্রবাসী বাংলাদেশিদের স্বার্থে আরও দায়িত্বশীল ও কার্যকর ভূমিকা রাখার অঙ্গীকার।

নৈশভোজ শেষে স্যানম্যান গ্লোবালের সৌজন্যে একজন ভাগ্যবানের হাতে লটারিতে বিজয়ীকে টিভি উপহার দেয়া হয়। লটারিতে উপহারটি পেয়েছেন চিত্রগ্রাহক নুরুল খান।

নিউ ইয়র্কে গ্রেটার খুলনা সোসাইটি অব ইউএসএ ইনক্ এর বার্ষিক বনভোজন আগামী ৪ঠা জুলাই

পরিচয় ডেস্ক: গ্রেটার খুলনা সোসাইটি অব ইউএসএ ইনক্ এর বার্ষিক বনভোজন আগামী ৪ঠা জুলাই ২০২৬, শনিবার যুক্তরাষ্ট্রের ২৫০ তম স্বাধীনতা দিবসের দিনে নিউ ইয়র্কের ওয়েষ্টচেস্টার কাউন্টির ক্রোটন পয়েন্ট পার্কের প্যাভিলিয়ন অ তে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে।
বনভোজন সংক্রান্ত শেষ প্রস্তুতি সভাটি গত ২১ জুন রোববার জ্যাকসন হাইটস নবান্ন পার্টি সেন্টারে অনুষ্ঠিত হয়। এবারের বনভোজন সুন্দর ভাবে সফল করার জন্য সংগঠনের সর্বাধিক সংখ্যক সদস্য/সদস্যাগন সভায় যোগদান করে তাদের মুল্যবান মতামত ব্যক্ত করেন । এ বছরের বনভোজনে সর্বাধিক সংখ্যক খুলনাবাসী, তাদের পরিবারবর্গ এবং আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ এই বৃহৎ আয়োজনের সাথে সম্পৃক্ত থাকবেন বলে আশা করা যাচ্ছে ।

নিউইয়র্কে এমসি কলেজ এলামনাইয়ের কার্যনির্বাহী-ট্রাস্টি সভা অনুষ্ঠিত

পরিচয় ডেস্ক: গত রবিবার, ২১ জুন, নিউইয়র্কের অ্যাস্টোরিয়ার একটি রেস্টুরেন্টে সিলেট এম.সি. এন্ড গভঃ কলেজ এলামনাই অ্যাসোসিয়েশন অব ইউএসএ ইনক.-এর কার্যনির্বাহী পরিষদ ও ট্রাস্টি বোর্ডের প্রথম যৌথ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উভয় কমিটির সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। সভায় সিলেট এম.সি. কলেজ ও সরকারি কলেজে স্কলারশিপ বিতরণ কর্মসূচিকে অগ্রাধিকার দেওয়া এবং আগামী ৬ সেপ্টেম্বর ২০২৬ তারিখে "এম.সি. এন্ড গভঃ কলেজ এলামনাই নাইট" উদযাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
সংগঠনের সভাপতি জনাব আজিমুর রহমান বোরহান সভায় সভাপতিত্ব করেন এবং সাধারণ সম্পাদক জনাব মামুনুর রশীদ শিপু সভা পরিচালনা করেন।
সভায় সংগঠনের আগামী দিনের বিভিন্ন কর্মসূচি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। বিশেষ করে সিলেট এম.সি. কলেজ ও সরকারি কলেজে স্কলারশিপ বিতরণ কর্মসূচিকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এ লক্ষ্যে সকল সদস্যের সক্রিয় অংশগ্রহণ ও সর্বাত্মক সহযোগিতা কামনা করা হয়।
সভায় আগামী ৬ সেপ্টেম্বর ২০২৬ তারিখে "এম.সি. এন্ড গভঃ কলেজ এলামনাই নাইট" উদযাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ট্রাস্টি বোর্ডের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সাবেক সভাপতি বেলাল উদ্দিন, শাহাব উদ্দিন, ময়নুল হক চৌধুরী হেলাল এবং আলতাফ চৌধুরী ইসপা। তাঁরা সংগঠনের উন্নয়ন ও অগ্রগতির লক্ষ্যে গুরুত্বপূর্ণ দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্য প্রদান করেন।
কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সাখাওয়াত আলী, গোলাম কিবরিয়া চৌধুরী, দেওয়ান সাহেদ চৌধুরী, আকমল হোসেন খান, সৈয়দ জিয়াউস সামস, রেজাউল করিম রেজু, কাজী ওদুদ আহমেদ, মোঃ শাহনওয়াজ চৌধুরী, মাহফুজুল বারী চৌধুরী, দিদার শাহীন, আমিনুল হক চুন্নু, আশফাক চৌধুরী, মোঃ মতিউর রহমান এবং সামাদ মিয়া। উপস্থিত সদস্যবৃন্দ আলোচনায় অংশগ্রহণ করে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ মতামত প্রদান করেন।
সভায় সর্বসম্মতিক্রমে আলতাফ চৌধুরী ইসপাকে আহ্বায়ক এবং শাহনওয়াজ চৌধুরীকে সদস্য সচিব করে এলামনাই নাইট উদযাপনের জন্য একটি আহ্বায়ক কমিটি গঠন করা হয়। পাশাপাশি অনুষ্ঠান সফলভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কয়েকটি উপ-কমিটিও গঠন করা হয়।
সভা থেকে সকল এম.সি. ও সরকারি কলেজের প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের আসন্ন এলামনাই নাইটে অংশগ্রহণের জন্য আন্তরিক আহ্বান জানানো হয়।
সভায় উপস্থিত হওয়ার জন্য ট্রাস্টি বোর্ডের সম্মানিত সদস্যবৃন্দ এবং কার্যনির্বাহী কমিটির সকল সদস্যের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয়। পরিশেষে সভাপতি জনাব আজিমুর রহমান বোরহান উপস্থিত সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান এবং তাঁদের সুস্বাস্থ্য ও মঙ্গল কামনা করে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন। প্রেস বিজ্ঞপ্তি অনুসারে

হাবিব রহমানের নতুন বই-রোড ট্রিপ আমেরিকা

পরিচয় ডেস্ক: আমেরিকাড়একটি দেশ, যার পরিচয় শুধু আকাশছোঁয়া অট্টালিকা কিংবা বিশ্ববিখ্যাত শহরেই সীমাবদ্ধ নয়; তার প্রকৃত সৌন্দর্য ছড়িয়ে আছে হাজার হাজার মাইল দীর্ঘ রাস্তায়, পাহাড়ের বাঁকে, সমুদ্রের ধারে, মরুভূমির নীরবতায় এবং ছোট ছোট জনপদের জীবনে।
'রোড ট্রিপ আমেরিকা' সেই সৌন্দর্য আবিষ্কারের এক অনন্য ভ্রমণ-সঙ্গী।
এই গ্রন্থে লেখক হাবিব রহমান পাঠককে নিয়ে গেছেন আমেরিকার ১০টি বিখ্যাত হাইওয়ে ড্রাইভ এবং ১০টি পর্যটক-আকর্ষণী শহরের পথে। কখনো তিনি ছুটেছেন প্রশান্ত মহাসাগরের তীরঘেঁষা আঁকাবাঁকা রাস্তায়, কখনো রকি পর্বতমালার তুষারঢাকা পথ ধরে, কখনো আবার মরুভূমির বুক চিরে চলে যাওয়া দীর্ঘ মহাসড়কে।
এ শুধু স্থান-পরিচয়ের বই নয়; এটি পথের গল্প, মানুষের গল্প, ইতিহাসের গল্প এবং ভ্রমণের আবেগে লেখা এক জীবন্ত আখ্যান। প্রতিটি অধ্যায়ে রয়েছে প্রকৃতির বর্ণনা, স্থানীয় ইতিহাস, সংস্কৃতি, খাবার, মানুষের জীবনযাপন এবং ভ্রমণপিপাসু হৃদয়ের অনুভূতির স্পর্শ।
যারা আমেরিকা ভ্রমণের স্বপ্ন দেখেন, যারা নতুন পথের সন্ধানে বেরিয়ে পড়তে ভালোবাসেন, কিংবা যারা ঘরে বসেই দূর দেশের পথের গল্প পড়ে আনন্দ পানড়তাদের জন্য এই বই এক অনন্য সঙ্গী।
একটি গাড়ি, একটি দীর্ঘ রাস্তা, দিগন্তজোড়া আকাশ আর অজানার আহ্বানড় রোড ট্রিপ আমেরিকা' আপনাকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছে সেই অসাধারণ যাত্রায়। প্রেস বিজ্ঞপ্তি অনুসারে

গ্রিন কার্ড ধারীকে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশাধিকার নাকচ করতে

৬০ পৃষ্ঠার পর

ক্ল্যারেন্স থমাস মতামত লিখে জানিয়েছেন, এ বিষয়ে ইউ.এস. সেকেন্ড সার্কিট কোর্ট অফ আপিল'-এর আগের একটি রায় বাতিল করা হয়েছে। ওই আগের রায়ে বলা হয়েছিল যে, কোনো বৈধ অভিবাসীকে যুক্তরাষ্ট্রে পুনরায় প্রবেশে বাধা দেওয়ার আগে সীমান্ত কর্মকর্তাদের কাছে এমন জোরালো প্রমাণ থাকতে হবে যে তিনি 'নৈতিক স্খলনজনিত' (সড়ৎধষ ঃঁৎঢ়রঃফব) কোনো অপরাধ করেছেন।
মামলার বাদী মুক চই লাউ (গঁশ ঈযড়র খধঁ) একজন চীনা নাগরিক যিনি গ্রিন কার্ড নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে বসবাস করতেন। যুক্তরাষ্ট্র ছাড়ার আগেই তাঁর বিরুদ্ধে নকল পণ্য তৈরির অভিযোগ আনা হয়েছিল এবং দেশে ফিরে প্যারোলে থাকার সময় তিনি দোষী সাব্যস্ত হন। অভিবাসন ও জাতীয়তা আইনে (ওঘঅ) বলা হয়েছে যে, গ্রিন কার্ডধারীরা যুক্তরাষ্ট্র ছেড়ে পুনরায় প্রবেশ করলে সাধারণত তাঁদের যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশের জন্য "আবেদনকারী" হিসেবে গণ্য করা হয় না। তবে 'নৈতিক স্খলনজনিত অপরাধের' ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম রয়েছে; এই ধরনের অপরাধের মধ্যে জালিয়াতি বা চুরির মতো বিষয় অন্তর্ভুক্ত। সংখ্যাগরিষ্ঠ বিচারকদের পক্ষে বিচারক থমাস লেখেন, "সরকার লাউকে যথাযথভাবেই যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশের জন্য "আবেদনকারী" হিসেবে বিবেচনা করেছে এবং সে অনুযায়ী তাঁকে প্রবেশের অযোগ্য (রহধফসরংংরনষব) হিসেবে অভিযুক্ত করেছে। আইএনএ (ওঘঅ)-এর কোনো বিধান অনুযায়ী সীমান্ত কর্মকর্তার কাছে এমন স্পষ্ট ও জোরালো প্রমাণ থাকার প্রয়োজন ছিল না যে লাউ নৈতিক স্খলনজনিত কোনো অপরাধ করেছেন।"
'স্কোটাসব্লগ' (ঝঈঙঞটঝনষড়ম)-এর তথ্য অনুযায়ী, যুক্তরাষ্ট্রে বৈধ স্থায়ী বাসিন্দা লাউয়ের বিরুদ্ধে ২০১২ সালের মে মাসে নিউ জার্সি স্টেটে প্রায় ৩ লাখ ডলার মূল্যের নকল 'কুজি' (ঈড়ড়মর) শর্টস বিক্রির অভিযোগ আনা হয়েছিল। বিচার শুরুর আগেই তিনি যুক্তরাষ্ট্র ত্যাগ করেছিলেন, তবে ঐ বছরের ১২ই জুন ফিরে আসার পর নিউ ইয়র্কের জন এফ. কেনেডি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অভিবাসন কর্মকর্তারা তাঁকে আটকে দেন।
অভিবাসন কর্মকর্তারা সিদ্ধান্ত নেন যে লাউ-এর ক্ষেত্রে 'নৈতিক স্খলনজনিত অপরাধ'-সংক্রান্ত ব্যতিক্রমী বিধানটি প্রযোজ্য হবে এবং তাঁকে প্যারোলে মুক্তি দেন। এর ফলে আইনি প্রক্রিয়ার মুখোমুখি হওয়ার জন্য তিনি সাময়িকভাবে যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থান করার সুযোগ পান, তবে যুক্তরাষ্ট্রে স্থায়ীভাবে বসবাসের যোগ্যতা অর্জনের বিষয়টি স্থগিত রাখা হয়।
এক বছর পর, তিনি ট্রেডমার্ক জালিয়াতির অভিযোগ স্বীকার করে নেন এবং তাঁকে দুই বছরের প্রবেশন (ঢ়ৎড়নধঃরড়হ) বা শর্তসাপেক্ষ নজরদারির সাজা দেওয়া হয়।
২০১৪ সালের মার্চ মাসেড়ওবামা প্রশাসনের আমলেড়ডিপার্টমেন্ট অফ হোমল্যান্ড সিকিউরিটি লাউ-কে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশের অযোগ্য বিবেচনা করে তাঁকে ফেরত পাঠানোর (ডিপোর্টেশন) প্রক্রিয়া শুরু করে।
২০১২ সালের জুন মাসে তাঁকে দেশে প্রবেশের অনুমতি না দিয়ে কেবল প্যারোল (ঢ়ধৎড়ষব)-এ থাকার সুযোগ দেওয়ার যে সিদ্ধান্ত অভিবাসন কর্মকর্তারা নিয়েছিলেন, লাউ তা চ্যালেঞ্জ করেন; তাঁর যুক্তি ছিল যে তাঁকে ভুলভাবে শ্রেণিবদ্ধ করা হয়েছিল।
মামলাটি বর্তমানে 'ব্ল্যাঞ্চ বনাম লাউ' (ইষধহপযব ।. খধঁ) নামে পরিচিত; শুরুতে এটি প্রাক্তন অ্যাটর্নি জেনারেল পাম বন্ডির নামানুসারে 'বন্ডি বনাম লাউ' (ইড়হফর ।. খধঁ) নামে পরিচিত ছিল এবং পরবর্তীতে ভারপ্রাপ্ত অ্যাটর্নি জেনারেল টড ব্ল্যাঞ্চের নামানুসারে এর নামকরণ করা হয়।
হেরিটেজ ফাউন্ডেশনের 'বর্ডার সিকিউরিটি অ্যান্ড ইমিগ্রেশন সেন্টার'-এর পরিচালক লোরা রিস এক বিবৃতিতে বলেন, "সুপ্রিম কোর্ট ৬-৩ ব্যবধানে একটি সংক্ষিপ্ত ও স্পষ্ট রায় দিয়েছে, কারণ অভিবাসন সংক্রান্ত আইনের বিশ্লেষণটি নিজেই বেশ সহজবোধ্য। 'ইমিগ্রেশন অ্যান্ড ন্যাশনালিটি অ্যাক্ট' (ওঘঅ)-এর আওতায় 'কাস্টমস অ্যান্ড বর্ডার প্রোটেকশন'-এর কর্মকর্তাদের জন্য এমন কোনো বাধ্যবাধকতা নেই যে, যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশের চেষ্টাকারী কোনো বিদেশি নাগরিক নৈতিক স্খলনজনিত কোনো অপরাধ করেছেনড়এ বিষয়ে তাদের কাছে 'সুস্পষ্ট ও জোরালো প্রমাণ' থাকতে হবে।
তাছাড়া এ ধরনের শর্ত বাস্তবায়ন করাও বাস্তবসম্মত নয়, কারণ প্রবেশপথে দায়িত্বরত কর্মকর্তাদের হাতে একবারে বিপুল সংখ্যক বিমানযাত্রীকে যাচাই-বাছাই করার জন্য অত্যন্ত সীমিত সময় থাকে।"

আটলান্টিক সিটিতে ডেমোক্র্যাট নেতা সুব্রত চৌধুরীর "এডওয়ার্ড ডেভলিন মেমোরিয়াল অ্যাওয়ার্ড" লাভ

পরিচয় ডেস্ক: নিউ জার্সি স্টেটের ডেমোক্র্যাট নেতা সুব্রত চৌধুরীকে "এডওয়ার্ড ডেভলিন মেমোরিয়াল অ্যাওয়ার্ড" পুরস্কারে ভূষিত করা হয়েছে । গত ২৩ জুন, মংগলবার বিকালে এগ হারবার সিটির টিম স্টারস লোকাল ৩৩১ হলে আটলান্টিক কাউন্টি ডেমোক্র্যাটিক কমিটির পুনর্গঠন অনুষ্ঠানে তাঁকে এই পুরস্কার প্রদান করা হয় ।
আটলান্টিক কাউন্টি ডেমোক্র্যাটিক কমিটির বিদায়ী চেয়ারম্যান মাইক সুলেমান ও নবনির্বাচিত চেয়ারম্যান ড. ওয়ালিদ আব্দরাবুহ সুব্রত চৌধুরীর হাতে এই পুরস্কার তুলে দেন । কমিউনিটির প্রতি অসামান্য সেবা এবং আটলান্টিক কাউন্টি ডেমোক্র্যাটিক পার্টির আদর্শের প্রতি অবিচল অঙ্গীকারের স্বীকৃতি হিসেবে তাঁকে এই পুরস্কার

প্রদান করা হয়েছে। অনুষ্ঠানে আটলান্টিক কাউন্টি ডেমোক্র্যাটিক পার্টির নেতৃবৃন্দ, সদস্য ,আগামী নভেম্বরের মধ্যবর্তী নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী ডেমোক্র্যাট দলের কংগ্রেসম্যান প্রার্থীসহ অন্যান্য প্রার্থীরা ও বিভিন্ন কমিউনিটির গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন ।
উল্লেখ্য, সুব্রত চৌধুরী একটানা চার মেয়াদে আটলান্টিক কাউন্টি ডেমোক্র্যাটিক কমিটি পারসন পদে নির্বাচন করে বিজয়ী হয়েছেন । তিনি দীর্ঘদিন যাবৎ আটলান্টিক সিটি ডেমোক্র্যাটিক পার্টির সদস্য হিসেবে দলের সার্বিক কল্যাণে নিয়োজিত রয়েছেন ।

নিউইয়র্কে সুনামগঞ্জ জেলা সমিতি ইউএস এস এ ইনক এর অভিষেক ও সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা অনুষ্ঠিত

পরিচয় ডেস্ক: নিউইয়র্কে প্রবাসী সুনামগঞ্জ জেলা সমিতি ইউএস এস এ ইনক-এর নবনির্বাচিত কার্যকরী কমিটির অভিষেক অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত রবিবার ২২শে জুন সন্ধ্যায় নিউ ইয়র্ক সিটির ব্রঙ্কসের গোল্ডেন প্যালেস পার্টি হলে জমকালো আয়োজনে এই অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। অনুষ্ঠানে নবনির্বাচিত কমিটির নেতৃবৃন্দকে শুভেচ্ছা জানিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়। সুনামগঞ্জ জেলার নতুন কমিটির নেতৃবৃন্দ প্রবাসে সুনামগঞ্জ জেলাসহ

বাঙালিদের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি ধরে রেখে কমিউনিটির কল্যাণে আরও সক্রিয় ভূমিকা রাখার আশাবাদ ব্যক্ত করেন।
প্রধান অতিথি বাংলাদেশ সোসাইটি নিউ ইয়র্ক এর সভাপতি আতাউর রহমান সেলিম সহ এ সময় আরো উপস্থিত ছিলেন সংগঠনটির নবনির্বাচিত কমিটির সভাপতি তৌফিকুল আম্বিয়া টিপু,সাধারণ সম্পাদক মুন্না মুনতাসির, নতুন অভিশিক্ত সহসভাপতি মানিক আহমেদ,মোহাম্মদ আলী রাজা,মোতাহার রুবেল,শফিকুর রহমান,আব্দুল বারি চপল,সহ সাধারণ সম্পাদক হুমায়ুন কবির সুহেল,কোষাধ্যখ্য কাজিরুল ইসলাম শিপন,সাংগঠনিক সম্পাদক দিদারুল ইসলাম,প্রচার সম্পাদক ইমরুল হাসান সজল,সহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক সাইফুল ইসলাম,এীড়া ও সমাজ কল্যাণ সম্পাদক সোহান আহমেদ রনি,আইন ও আন্তর্জাতিক সম্পাদক ফয়সল আহমেদ,দপ্তর সম্পাদক মোহাম্মদ সাইদ,মহিলা সম্পাদক আসমা বেগম। এ ছাড়া এ আয়োজনে অংশগ্রহণ করেন কমিউনিটি ব্যক্তিত্ব এবং বিপুলসংখ্যক প্রবাসী সুনামগঞ্জবাসী। অনুষ্ঠান শেষে অতিথিদের সম্মানে নৈশভোজের আয়োজন করা হয়। সেইসাথে বর্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপভোগ করেন অতিথিরা। - জলি আহমেদ প্রেরিত

কেন ট্রাম্পের প্রকাশ্য সমালোচনায় ইউরোপীয় মিত্ররা

১৪ পৃষ্ঠার পর

পারতেন। কিন্তু তিনি তা করেননি বরং আরও এক ধাপ এগিয়ে গেছেন।
গত শুক্রবার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে এক ভিডিওবার্তায় মেলোনি বলেন, 'ডোনাল্ড ট্রাম্পের বক্তব্য সম্পূর্ণ বানোয়াট। আমি সত্যিই বিস্মিত। আমি জানি না, যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট কেন তার মিত্রদের সঙ্গে এমন আচরণ করছেন-এটা প্রথম নয়।'
তিনি আরও বলেন, 'এটি অত্যন্ত লজ্জাজনক যে যুক্তরাষ্ট্রের আসল শত্রুদের সামনে এমন দৃঢ়তা দেখাতে পারেন না ট্রাম্প। বরং ওইসব শত্রুভাবাপন্ন রাষ্ট্রনেতাদের সঙ্গে তাকে অনেক বেশি সহনশীল ও নমনীয় দেখা যায়।'
ভিডিওবার্তার পাশাপাশি বাস্তবেও ইতালির প্রতিক্রিয়ার প্রভাব স্পষ্ট হচ্ছে।
আগামী সপ্তাহে যুক্তরাষ্ট্রে নির্ধারিত সফর ইতোমধ্যে বাতিল করেছেন ইতালির পররাষ্ট্রমন্ত্রী আন্তোনিও তাজানি। মায়ামিতে নির্ধারিত যুক্তরাষ্ট্রইতালি ব্যবসায়িক সম্মেলনও বাতিল করা হয়েছে।
এ নিয়ে সংবাদমাধ্যম সিএনএনের প্রতিবেদনে বলা হয়, মেলোনির প্রতিক্রিয়া ইতোমধ্যে বিশ্বরাজনীতিতে তোলপাড় সৃষ্টি করেছে। একসময় যারা ট্রাম্পকে এড়িয়ে চলতেন কিংবা সরাসরি সমালোচনা করতে ভয় পেতেন, তাদের অনেকেই এখন প্রকাশ্যে মুখ খুলতে শুরু করেছেন।
সিএনএন জানায়, একের পর এক উস্কানিমূলক আচরণ এবং ক্রমশ কমতে থাকা রাজনৈতিক গ্রহণযোগ্যতার কারণে অনেক মিত্রদেশের কাছে অসন্তোষের পাত্র হয়ে দাঁড়িয়েছেন ট্রাম্প।
মাখোঁর কড়া জবাব
মেলোনির মতো একই পথ বেছে নিয়েছেন ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট এমানুয়েল মাখোঁ।
চলতি সপ্তাহে জি-৭ শীর্ষ সম্মেলন শেষে ট্রাম্পের সম্মানে ভার্সাই প্রাসাদে এক রাজকীয় নৈশভোজের আয়োজন করেছিলেন তিনি। কিন্তু একটি ব্যক্তিগত বিষয়ে ট্রাম্প আপত্তিকর মন্তব্য করলে কড়া জবাব দেন মাখোঁ।
একটি পুরোনো ভিডিওর সূত্র ধরে ট্রাম্প মন্তব্য করেছিলেন যে, মাখোঁ নাকি তার স্ত্রীর হাতের 'থাপ্পড় খেয়ে এখনও সামলে উঠতে পারেননি।'
জবাবে মাখোঁ বলেন, 'ট্রাম্পের এই মন্তব্য মার্জিত ছিল না এবং রাষ্ট্রপ্রধানসুলভ স্ট্যান্ডার্ডেও পড়ে না।'
শুধু ব্যক্তিগত বিষয়ই নয়, ইরান যুদ্ধ নিয়ে ট্রাম্পের অবস্থানেরও সমালোচনা করেছেন মাখোঁ।

যুক্তরাষ্ট্রে পিএইচডি করতে ৪ লক্ষ ৮০ হাজার ডলার এর বৃত্তি পেলেন চাঁদপুরের সানজিদা

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশের চাঁদপুরের প্রত্যন্ত গ্রামের এক শিক্ষার্থীর অসাধারণ সাফল্যের গল্প এখন অনুপ্রেরণা হয়ে উঠেছে অনেকের কাছে। চাঁদপুর এর মতলব উত্তর উপজেলার ফতেপুর পশ্চিম ইউনিয়নের নবুরকান্দি গ্রামের মেয়ে সানজিদা আক্তার তুলি যুক্তরাষ্ট্রের একটি খ্যাতনামা বিশ্ববিদ্যালয় - লুইজিয়ানার টুলেন বিশ্ববিদ্যালয়ে গণিত বিষয়ে পিএইচডি করার সুযোগ পেয়েছেন। একই সঙ্গে তিনি পেয়েছেন ৪ লক্ষ ৮০ হাজার ডলার (বাংলাদেশের টাকায় প্রায় ছয় কোটি টাকা) এর পূর্ণাঙ্গ বৃত্তি।

ভর্তি ও আর্থিক সহায়তা সংক্রান্ত আনুষ্ঠানিক চিঠি অনুযায়ী, যুক্তরাষ্ট্রের লুইজিয়ানা স্টেটের নিউ অরলিন্সে অবস্থিত টুলেন ইউনিভার্সিটির স্কুল অব সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডক্টরাল প্রোগ্রামে ২০২৬ সালের ফল সেমিস্টার থেকে যোগ দেবেন সানজিদা। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাকে পিএইচডি অধ্যয়নের পুরো সময়জুড়ে আর্থিক সহায়তা দেওয়ার সিদ্ধান্ত জানিয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, প্রতি শিক্ষাবর্ষে তিনি স্টাইপেন্ড ও গ্রীষ্মকালীন গবেষণা সহায়তা বাবদ ৩০ হাজার মার্কিন ডলার পাবেন। এর পাশাপাশি তার সম্পূর্ণ টিউশন ফি মওকুফ করা হবে, যার বার্ষিক মূল্য ৬৫ হাজার ৪ মার্কিন ডলার। এছাড়া শিক্ষার্থী স্বাস্থ্যবিমার শতভাগ ব্যয়ও বহন করবে বিশ্ববিদ্যালয়। পাঁচ বছর মেয়াদি পিএইচডি কর্মসূচিতে স্টাইপেন্ড, গবেষণা সহায়তা, টিউশন ফি মওকুফ এবং স্বাস্থ্যবিমাসহ মোট আর্থিক সুবিধার পরিমাণ বাংলাদেশি মুদ্রায় প্রায় পাঁচ কোটি ৮২ লাখ টাকার সমান। ফলে এটি একজন বাংলাদেশি শিক্ষার্থীর জন্য উল্লেখযোগ্য আন্তর্জাতিক একাডেমিক অর্জন হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

সানজিদার শিক্ষাজীবনের শুরু নবুরকান্দি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। পরে তিনি মান্দারতলী মুজাদ্দেদিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ে সপ্তম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনা করেন। এরপর চাঁদপুরের আল-আমিন একাডেমি থেকে মাধ্যমিক এবং চাঁদপুর সরকারি মহিলা কলেজ থেকে উচ্চমাধ্যমিক সম্পন্ন করেন।

উচ্চশিক্ষার জন্য তিনি জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিত বিভাগে ভর্তি হন। সেখান থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জনের পর গবেষণাভিত্তিক উচ্চশিক্ষার লক্ষ্যে বিদেশে আবেদনের প্রস্তুতি শুরু করেন। দীর্ঘদিনের সেই প্রচেষ্টার ফল হিসেবে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম স্বনামধন্য উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গবেষণার সুযোগ পেলেন।.

সানজিদা আক্তার তুলি মতলব উত্তর উপজেলা কৃষক দলের সাবেক সাধারণ সম্পাদক সাদেকুর রহমান এবং সহকারী স্বাস্থ্য পরিদর্শক অজুফা সরকারের মেয়ে।

নিজের এই অর্জন সম্পর্কে সানজিদা বলেন, প্রত্যন্ত একটি গ্রাম থেকে উঠে এসে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে গবেষণার সুযোগ পাওয়া তার জীবনের অন্যতম বড় স্বপ্নপূরণ। তিনি মনে করেন, পরিবারের সমর্থন, শিক্ষকদের দিকনির্দেশনা এবং ধারাবাহিক পরিশ্রমই তাকে এই অবস্থানে পৌঁছে দিয়েছে।

তিনি আরও বলেন, গ্রামের শিক্ষার্থীরা যেন কখনও নিজেদের সীমাবদ্ধ মনে না করে। বিশেষ করে মেয়েদের উদ্দেশে তিনি বলেন, জন্মস্থান বা পারিপার্শ্বিকতা নয়, বরং স্বপ্ন, যোগ্যতা ও অধ্যবসায়ই একজন মানুষের গন্তব্য নির্ধারণ করে।

সানজিদার এই সাফল্যের খবরে তার পরিবার, শিক্ষক, সহপাঠী এবং এলাকাবাসীর মধ্যে আনন্দের পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। স্থানীয়দের মতে, তার এই অর্জন শুধু ব্যক্তিগত সাফল্য নয়, বরং চাঁদপুরের শিক্ষার্থীদের জন্যও একটি অনুপ্রেরণার উদাহরণ।

শিক্ষাবিদদের মতে, আন্তর্জাতিক মানের বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণার সুযোগ এবং পূর্ণাঙ্গ বৃত্তি অর্জন দেশের মেধাবী শিক্ষার্থীদের জন্য নতুন সম্ভাবনার দুয়ার খুলে দেয়। সানজিদার সাফল্য প্রমাণ করেছে, প্রত্যন্ত অঞ্চলের শিক্ষার্থীরাও সুযোগ ও প্রস্তুতি পেলে বিশ্বমানের শিক্ষাঙ্গনে নিজেদের যোগ্যতার স্বাক্ষর রাখতে পারেন।

ইরানের তেলের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা

২৬ পৃষ্ঠার পর

এদিকে বৈঠক শুরু হওয়ামাত্রই মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প তার সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম ট্রুথ সোশ্যাল ও ফক্স নিউজকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে ইরানকে বেশ কয়েকটি হুমকি দেন।

প্রকাশ্যে ট্রাম্পের এই হুমকিকে প্রত্যাখ্যান করেন ইরানি কর্মকর্তারা, তবে রুদ্ধদ্বার বৈঠকেও তারা বিষয়টি

তোলেন। তারা বলেন, ট্রাম্পের এই আচরণ যুক্তরাষ্ট্র-ইরান সমঝোতা স্মারকের ১ নম্বর অনুচ্ছেদের স্পষ্ট লঙ্ঘন। ওই অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, আলোচনা চলাকালীন কোনো পক্ষই একে অপরকে সামরিক শক্তি প্রয়োগের হুমকি দিতে পারবে না।

ইরানের কর্মকর্তারা সফরে থাকা সাংবাদিকদের বলেছিলেন, ট্রাম্পের ওই প্রকাশ্য হুমকির প্রতিবাদে তারা বৈঠক থেকে ওয়াকআউট করছেন। তবে মধ্যস্থতাকারী একটি দেশের সূত্র ও একজন মার্কিন কূটনীতিক জানান, বাস্তবে তা ঘটেনি; সারা দিনজুড়েই আলোচনা পুরোদমে চলেছে।

বঙ্গবন্ধু পরিষদ নিউইয়র্ক চ্যাপ্টারের ৫১ সদস্য বিশিষ্ট পূর্ণাঙ্গ কমিটি ঘোষণা

পরিচয় ডেস্ক: সম্প্রতি বঙ্গবন্ধু পরিষদ নিউইয়র্ক চ্যাপ্টারের ৫১ সদস্য বিশিষ্ট পূর্ণাঙ্গ কমিটি ঘোষণা করা হয়েছে।

সভাপতি : সাখাওয়াত আলী।
সহ-সভাপতি: সিরাজ উদ্দিন আহমদ সোহাগ।
সহ-সভাপতি: ডক্টর আব্দুল ওহাব জোয়ারদার।
সহ-সভাপতি: অধ্যাপক রেজাউল করিম।
সহ-সভাপতি :দিদার শাহীন।
সহ-সভাপতি : আব্দুল গাফফার চৌধুরী খসরু।
সহ-সভাপতি:অধ্যাপক আব্দুল খালিক।
সহ-সভাপতি:অ্যাডভোকেট মোঃ সাইদুর রহমান।
সহ-সভাপতি: অধ্যাপিকা সঞ্চিতা ঠাকুর।
সহ-সভাপতি : আব্দুল মতিন পারভেজ।
সহ-সভাপতি: মাহমুদুল হাসান।
সাধারণ সম্পাদক:সুব্রত তালুকদার।
যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক: বাপ্পী সোম।
যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক: রেজা আব্দুল্লাহ
যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক: মোহাম্মদ আজিজ চৌধুরী।
যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক: নুরুল ইসলাম মিলন।
যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক: সমিরুল ইসলাম বাবলু।
সাংগঠনিক সম্পাদক: নুরুল তালুকদার
সাংগঠনিক সম্পাদক: মইনুর রহমান শোয়েব
সাংগঠনিক সম্পাদক: মতিউর চৌধুরী
সাংগঠনিক সম্পাদক: বিপ্লব পাল
শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক: অধ্যাপক আমিনুল হক চুন্নু।
আইন বিষয়ক সম্পাদক: এডভোকেট জয়জিৎ আচার্য্য।
আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক: শামীম আহমদ
তথ্য ও গবেষণা সম্পাদক: ইঞ্জিনিয়ার উত্তম কুমার সেন।
অর্থ সম্পাদক: মোহাম্মদ নূর উদ্দিন।
প্রচার সম্পাদক: কাজিরুল ইসলাম শিপন
মহিলা বিষয়ক সম্পাদিকা: শিক্ষিকা ফয়জিয়া জাহান।
দপ্তর সম্পাদক: কবি ছালেহা ইসলাম।
মানবাধিকার বিষয়ক সম্পাদক: প্রভাষক আফাজুর রহমান চৌধুরী।
সমাজকল্যাণ বিষয়ক সম্পাদক:বাবুল শীল।
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সম্পাদক: রাশেদ উদ্দিন হীরা
ত্রাণ ও দুর্যোগ বিষয়ক সম্পাদক: এস.এম.সাইমুম হোসেন।
যুব ও ক্রীড়া বিষয়ক সম্পাদক: সুব্রত শীল
কার্যনির্বাহী সদস্য:বিজয় কৃষ্ণ সাহা, মোঃ আবু তাহের চৌধুরী,ডাঃ মিতা চৌধুরী, কবি ফারহানা ইলিয়াস তুলি,রুহেল চৌধুরী, আক্তার হোসেন,হেলাল আহমেদ, মিনহাজ শরীফ রাসেল, সোহান আহমদ টুটুল, তজমুল হোসেন, হাবিবা কোরেশী,নুসরাত কবীর এলিন, রুহুল আলম চৌধুরী উজ্জ্বল, শ্যামল কান্তি চন্দ, আশফাকুল হক চৌধুরী,সৈয়দ ফয়েজ,শেখ অলি আহমদ, সৈয়দ রুহুল আলী
উপদেষ্টা পরিষদ:ডক্টর নুরুন নবী, ইঞ্জিনিয়ার ফরাশত আলী, কমান্ডার মঞ্জুর আহমদ,তোফায়েল চৌধুরী, ফজলুর রহমান,আব্দুর রহিম বাদশা, জাকারিয়া চৌধুরী, ইঞ্জিনিয়ার রানা হাসান মাহমুদ, কবি ফকির ইলিয়াস, নুরুল আমিন বাবু, অধ্যাপিকা হোসনেয়ারা বেগম, অধ্যাপক সঞ্জয় কুমার বিশ্বাস,মঈনুজ্জামান চৌধুরী,লুৎফুন নাহার লতা, অ্যানি ফেরদৌস, মহিউদ্দিন দেওয়ান, ডক্টর দিলীপ নাথ, রেফায়েত চৌধুরী,এডভোকেট শাহ বখতিয়ার,খোরশেদ খন্দকার, হেলাল মাহমুদ, দেওয়ান বজলু চৌধুরী, ডা: খোকন সাহা, আমিনুল ইসলাম কলিন্স, শফিকুল আলম, স্বীকৃতি বড়ুয়া, কাজী শহিদুল ইসলাম। প্রেস বিজ্ঞপ্তি অনুসারে

যুক্তরাষ্ট্রে নাগরিকত্ব লাভের ফি বাড়ানোর প্রস্তাব

৬০ পৃষ্ঠার পর

নতুন প্রস্তাব অনুযায়ী এই ফি বাড়িয়ে কাগজে আবেদন করলে ১,৩৩০ ডলার ও অনলাইনে আবেদন করলে ১,২৮০ ডলার করার পরিকল্পনা রয়েছে।

একই সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকত্ব লাভের আবেদন প্রত্যাখ্যাত হলে পুনর্বিবেচনার জন্য ব্যবহৃত ফরম এন-৩৩৬-এর ফিও বাড়ানোরও প্রস্তাব করা হয়েছে। বর্তমানে কাগজে আবেদন করলে এন-৩৩৬ এর ফি ৮৩০ ডলার এবং অনলাইনে আবেদনকারীর এন-৩৩৬ এর ফি ৭৮০ ডলার। নতুন প্রস্তাব অনুযায়ী তা বেড়ে কাগজে আবেদনকারীর জন্য ১,৪৭৫ ডলার এবং অনলাইনে ১,৪২৫ ডলারে পৌঁছাতে পারে।

এর অর্থ হলো, কিছু ক্ষেত্রে আবেদনকারীদের ব্যয় বর্তমানের তুলনায় ৮০ শতাংশেরও বেশি বৃদ্ধি পেতে পারে।

ডিএইচএস আরও জানিয়েছে, বর্তমানে যেসব আবেদনকারীর পারিবারিক আয় ফেডারেল দারিদ্র্যসীমার ৪০০ শতাংশ বা তার কম, তারা নাগরিকত্ব আবেদনে কম ফি দেওয়ার সুযোগ পান। নতুন প্রস্তাব কার্যকর হলে সেই সুবিধা পুরোপুরি তুলে দেওয়া হবে।

শুধু তাই নয়, নাগরিকত্ব আবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আপিল প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে ফি মওকুফের সুযোগও বাতিল করার পরিকল্পনা রয়েছে। ফলে আর্থিক অসচ্ছলতার কারণে আবেদনকারীরা ভবিষ্যতে বিশেষ ছাড় পাবেন না।

তবে যুক্তরাষ্ট্রের সশস্ত্র বাহিনীর বর্তমান ও সাবেক সদস্যদের জন্য বিদ্যমান ফি ছাড় বহাল থাকবে বলে জানিয়েছে ডিএইচএস। নতুন ফি বৃদ্ধির যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বিভাগটি বলেছে, যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকত্ব ও অভিবাসন সেবা সংস্থা (ইউএসসিআইএস) আবেদন প্রক্রিয়া পরিচালনা করতে যে ব্যয় বহন করে, নতুন ফি সেই ব্যয়ের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে। পাশাপাশি সংস্থাটির আর্থিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখতেও এই পদক্ষেপ প্রয়োজন বলে মনে করছে কর্তৃপক্ষ।

অভিবাসন বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের মতে, ইউএসসিআইএস মূলত আবেদনকারীদের দেওয়া ফি থেকেই পরিচালিত হয়। ফলে কার্যক্রমের ব্যয় বৃদ্ধি পেলে সংস্থাটি প্রায়ই ফি পুনর্নির্ধারণের উদ্যোগ নেয়। তবে নাগরিকত্ব আবেদন ফি উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়ে গেলে অনেক অভিবাসী আবেদন করতে নিরুৎসাহিত হতে পারেন।

বিশেষ করে দীর্ঘদিন ধরে যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসকারী নিম্ন ও মধ্যম আয়ের অভিবাসীদের জন্য এটি বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে উঠতে পারে। কারণ নাগরিকত্ব অর্জনের পাশাপাশি আবেদন, নথিপত্র সংগ্রহ, ভাষা ও নাগরিকত্ব পরীক্ষার প্রস্তুতিসহ অন্যান্য খরচও বহন করতে হয়।

প্রস্তাবিত পরিবর্তনগুলো এখনও চূড়ান্ত হয়নি। সংশ্লিষ্ট প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার পরই নতুন ফি কাঠামো কার্যকর হবে কি না, সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

তবে প্রস্তাবটি ইতোমধ্যেই অভিবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্যাপক আলোচনা তৈরি করেছে। অনেকেই আশঙ্কা করছেন, নাগরিকত্ব অর্জনের পথ আরও ব্যয়বহুল হয়ে উঠলে যুক্তরাষ্ট্রে স্থায়ীভাবে বসবাসকারী বহু অভিবাসীর জন্য নাগরিকত্ব পাওয়ার সুযোগ সীমিত হয়ে যেতে পারে।

নিউ ইয়র্কে ‘বঙ্গবন্ধু গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট’ সম্পন্ন: চ্যাম্পিয়ন শেখ কামাল ফুটবল ক্লাব

উৎসবমুখর ও জাঁকজমকপূর্ণ পরিবেশের মধ্য দিয়ে নিউইয়র্কে সম্পন্ন হয়েছে ‘বঙ্গবন্ধু গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট ২০২৬’। মঙ্গলবার (১৬ জুন) যুক্তরাষ্ট্র ছাত্রলীগের উদ্যোগে আয়োজিত এই টুর্নামেন্টের ফাইনাল ম্যাচ ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

এবারের টুর্নামেন্টে মোট চারটি দল অংশ নেয়। দলগুলো হলোড় শেখ কামাল, শেখ রাসেল, ধানমন্ডি ৩২ এবং জয়বাংলা টাইগার্স। নিউইয়র্কের রেন্ডেল আইল্যান্ড ৭৪ নম্বর মাঠে টুর্নামেন্টের ম্যাচগুলো অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ মাঠের লড়াই শেষে ফাইনালে শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে ‘শেখ কামাল’ দল। অন্যদিকে রানার্সআপ হয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হয় ‘ধানমন্ডি ৩২’-কে।

খেলা শেষে নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটসের ওনবান্ন পার্টি হল্ল-এ জমকালো পুরস্কার বিতরণী ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে ভার্চুয়ালি প্রধান অতিথি হিসেবে যুক্ত ছিলেন সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি দেশে গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনতে ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা করতে যুক্তরাষ্ট্র ছাত্রলীগকে সম্মিলিতভাবে কাজ করার জন্য পরামর্শ দেন।

যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের সভাপতি ড. সিদ্দিকুর রহমানের উদ্বোধনের মাধ্যমে শুরু হওয়া এই অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের ত্রাণ ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক আমিনুল ইসলাম আমিন, বাংলাদেশ ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি লিয়াকত সিকদার, সাবেক সাধারণ সম্পাদক নজরুল ইসলাম বাবু এবং সাবেক যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী জাহিদ আহসান রাসেল।

যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ ও এর সহযোগী সংগঠনের শীর্ষ নেতাদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনটির সাধারণ সম্পাদক আব্দুস সামাদ আজাদ, বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের (বিএফইউজে) সাবেক মহাসচিব শাবান মাহমুদ, নিউইয়র্ক স্টেট আওয়ামী লীগের সভাপতি মুজিবুর রহমান মিয়া, সাধারণ সম্পাদক শাহীন আজমল, নিউইয়র্ক মহানগর আওয়ামী লীগের সভাপতি মো. রফিকুর রহমান রফিক, সাধারণ সম্পাদক ইমদাদ চৌধুরী, যুক্তরাষ্ট্র যুবলীগের সভাপতি মো. সেবুল মিয়া, সাধারণ সম্পাদক মিজানুর রহমান চৌধুরী, যুক্তরাষ্ট্র স্বেচ্ছাসেবক লীগের সভাপতি এইচ এম ইকবাল এবং সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ কিবরিয়া জামান।

আরও উপস্থিত ছিলেন এলিট স্পন্সর নুরুল আমিন ভূঁইয়া বাবু, প্ল্যাটিনাম স্পন্সর মহিন উদ্দিন দুলাল, ডায়মন্ড স্পন্সর সাইফুল ইসলাম এবং গোল্ডেন স্পন্সর সোহাগ পাটওয়ারী। অতিথিরা বিজয়ীদের হাতে ট্রফি তুলে দেন।

যুক্তরাষ্ট্র ছাত্রলীগের সভাপতি মাহমুদুল হাসানের সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক হৃদয় মিয়ার সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানটির সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক নুরুল আমিন বাবু।

যুক্তরাষ্ট্র ছাত্রলীগের নেতৃবৃন্দ বলেন, সংগঠনের গতিশীলতা ত্বরান্বিত করতে ও নতুন কমিটির সবাইকে একত্র করতে এই টুর্ণামেন্টের আয়োজন করা হয়। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে আমাদের নেত্রী ভার্চুয়ালি অংশ নিয়ে আমাদের বিভিন্ন দিকনির্দেশনা দিয়েছেন। অনুষ্ঠানে আমরা একটি ওয়েবসাইট উদ্বোধন করেছি।

পরিচয় PARICHOY
PUBLISHED FROM NEW YORK
শেষের পাতা
Issue 1686
Saturday, June 20, 2026

ফেডারেল আপীল আদালত আইস (ICE)- কে যুক্তরাষ্ট্র জুড়ে দ্রুত বহিষ্কার প্রক্রিয়া সম্প্রসারণের অনুমতি দিয়েছে

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রে অবৈধ অভিবাসনের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপের অংশ হিসেবে গত ১৬ জুন মঙ্গলবার একটি ফেডারেল আপিল আদালত ট্রাম্প প্রশাসনকে পুরো যুক্তরাষ্ট্রজুড়ে দ্রুত বহিষ্কার বা ফাস্ট-ট্র্যাক ডিপোর্টেশন প্রক্রিয়া সম্প্রসারণের অনুমতি দিয়েছে। এটি প্রেসিডেন্টের জন্য একটি আইনি জয়। ডিস্ট্রিক্ট অফ কলম্বিয়া সার্কিট-এর ইউএস সার্কিট কোর্টের বিচারকদের একটি প্যানেল ২-১ ভোটে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এর ফলে ডিপার্টমেন্ট অফ হোমল্যান্ড সিকিউরিটি দ্রুত বহিষ্কার প্রক্রিয়াটি সম্প্রসারণ করতে পারবে; এই প্রক্রিয়ার আওতায় ফেডারেল অভিবাসন কর্মকর্তারা আদালতের শুনানি ছাড়াই নির্দিষ্ট কিছু আটক ব্যক্তিকে দেশ থেকে বহিষ্কার করার ক্ষমতা পান। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের দ্বিতীয় মেয়াদের আগে, দ্রুত বহিষ্কারের এই নীতিটি *বাকি অংশ ৫০ পৃষ্ঠায়*

ক্যালিফোর্নিয়ায় মসজিদে আবারও হামলার বড় চেষ্টা ব্যর্থ

অস্ত্রসহ চালক গ্রেফতার

পরিচয় ডেস্ক: ক্যালিফোর্নিয়ার সান ডিয়েগো সিটির একটি বিশিষ্ট মসজিদে ভয়াবহ এক গণগুলিবর্ষণের ঘটনার ঠিক এক মাস পূর্তির দিনে আবারও হামলার চেষ্টা চালানো হয়েছে। তবে সেখানে নিয়োজিত *বাকি অংশ ৫১ পৃষ্ঠায়*

যুক্তরাষ্ট্র-ইরান যুদ্ধবিরতির আভাসে কমল যুক্তরাষ্ট্রে বাড়ির ঋণের সুদ

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যে চলমান ভূ-রাজনৈতিক উত্তেজনা প্রশমনে একটি প্রাথমিক সমঝোতা চুক্তি (মেমোরেন্ডাম অফ আন্ডারস্ট্যান্ডিং) হওয়ার পর বিশ্ব অর্থনৈতিক বাজারে স্বস্তি ফিরতে শুরু করেছে।

এর প্রত্যক্ষ প্রভাবে যুক্তরাষ্ট্রে বাড়ি কেনার ঋণের সুদের হার বা 'মর্টগেজ রেট' গত এক মাসের মধ্যে সর্বনিম্ন স্তরে নেমে এসেছে বলে জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রে বাড়ী ক্রয়ে ঋণ প্রদানের বড় প্রতিষ্ঠান 'ফ্রেডি ম্যাক'। গত সোমবার (২২ জুন) সংবাদমাধ্যম ফক্স ফাইভ আটলান্টার এক বিশেষ অর্থনৈতিক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধ *বাকি অংশ ৫০ পৃষ্ঠায়*

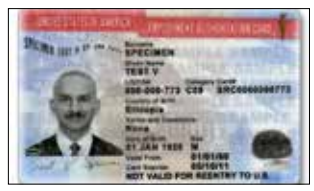

যুক্তরাষ্ট্রে কাজের অনুমতির স্বয়ংক্রিয় নবায়ন বাতিলের নিয়ম এগিয়ে নিচ্ছে ডিএইচএস

পরিচয় ডেস্ক: হোয়াইট হাউসের 'অফিস অফ ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড বাজেট' বিদেশি কর্মীদের কর্মসংস্থানের অনুমোদনের নথিপত্র স্বয়ংক্রিয়ভাবে নবায়ন (Auto Renewal) করার প্রক্রিয়া বন্ধের লক্ষ্যে একটি *বাকি অংশ ৫০ পৃষ্ঠায়*

গ্রিন কার্ড ধারীকে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশাধিকার নাকচ করতে সুস্পষ্ট প্রমাণের প্রয়োজন নেই

সুপ্রিম কোর্টের রায়

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্র সুপ্রিম কোর্ট রায় দিয়েছে যে, কোনো গ্রিন কার্ডধারীকে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশের জন্য আবেদনকারী হিসেবে গণ্য করার আগে অভিবাসন আইনের অধীনে সরকারকে এমন কোনো স্পষ্ট ও জোরালো প্রমাণ উপস্থাপন করতে হবে না যে তিনি কোনো অপরাধ করেছেন। মামলাটি ছিল যুক্তরাষ্ট্রে বৈধভাবে বসবাসকারী এক অভিবাসীর বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র থেকে বহিষ্কারের প্রক্রিয়া সংক্রান্ত, যার বিরুদ্ধে নকল পণ্য বিক্রির অভিযোগ আনা হয়েছিল।

এই মামলায় আপীল কোর্টের রায় 'কাস্টমস অ্যান্ড বর্ডার প্রোটেকশন', 'ইমিগ্রেশন অ্যান্ড কাস্টমস এনফোর্সমেন্ট' এবং অভিবাসন আদালতগুলোর কার্যক্রমের ওপর প্রভাব ফেলার ক্ষমতা রাখত। বিচারকদের ৬-৩ ভোটে দেওয়া এই রায়েড়যেখানে আদালতের পক্ষে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি *বাকি অংশ ৫৬ পৃষ্ঠায়*

যুক্তরাষ্ট্রে নাগরিকত্ব লাভের ফি বাড়ানোর প্রস্তাব ডিপার্টমেন্ট অফ হোমল্যান্ড সিকিউরিটির

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকত্ব অর্জনের প্রক্রিয়া শিগগিরই আরও ব্যয়বহুল হয়ে উঠতে পারে। ডিপার্টমেন্ট অফ হোমল্যান্ড সিকিউরিটি (ডিএইচএস) যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকত্ব আবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আপিল প্রক্রিয়ার ফি উল্লেখযোগ্য হারে বাড়ানোর প্রস্তাব করেছে।

পাশাপাশি নিম্ন আয়ের আবেদনকারীদের জন্য বিদ্যমান ফি প্রদানে ছাড় ও ফি মওকুফের সুবিধা বাতিলেরও পরিকল্পনা করা হয়েছে। প্রস্তাবটি কার্যকর হলে যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকত্বের জন্য আবেদন করতে আগ্রহীদের অতিরিক্ত কয়েকশ ডলার ব্যয় করতে হবে। বিশেষ করে নিম্ন আয়ের অভিবাসীদের জন্য এটি বড় আর্থিক চাপ তৈরি করতে পারে বলে মনে করছেন অভিবাসন অধিকারকর্মীরা।

বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকত্বের আবেদনপত্র বা ফরম এন-৪০০ জমা দিতে কাগজে আবেদন করলে ৭৬০ ডলার এবং অনলাইনে আবেদন করলে ৭১০ ডলার ফি দিতে হয়। *বাকি অংশ ৫৮ পৃষ্ঠায়*

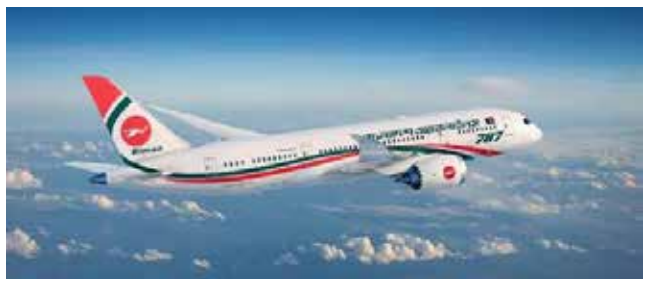

২০২৮ সালের আগে বাংলাদেশ বিমানের নিউইয়র্ক ফ্লাইট চালুর সম্ভাবনা কম করলেন বেবিচক চেয়ারম্যান

পরিচয় ডেস্ক : আন্তর্জাতিক এভিয়েশন সেফটি অ্যাসেসমেন্ট সম্পন্ন করা এবং যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে উচ্চতর নিরাপত্তা মান অর্জন না করা পর্যন্ত ২০২৮ সালের আগে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের নিউইয়র্ক রুটে সরাসরি ফ্লাইট শুরু হওয়ার সম্ভাবনা নেই। বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের (বেবিচক) চেয়ারম্যান এয়ার ভাইস মার্শাল মো. মোস্তফা মাহমুদ সিদ্দিক রবিবার (২১ জুন) এই তথ্য জানিয়েছেন।

ঢাকার একটি *বাকি অংশ ৪২ পৃষ্ঠায়*

প্রবাসীদের জন্য 'কনভার্টিবল টাকা অ্যাকাউন্ট' খোলার সুযোগ দিল বাংলাদেশ ব্যাংক

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশ ব্যাংক নতুন নির্দেশনার উদ্দেশ্য হিসেবে জানিয়েছেড় প্রবাসীদের অর্থ আনুষ্ঠানিক চ্যানেলে নিয়ে আসা, বিনিয়োগ জোরদার এবং তফসিলি ব্যাংকগুলোর অফশোর বা বৈদেশিক ব্যাংকিং কার্যক্রম সম্প্রসারণের লক্ষ্যে নতুন হিসাব খোলার সুযোগ দেওয়া হয়েছে।

প্রবাসী বাংলাদেশিদের জন্য কনভার্টিবল টাকা অ্যাকাউন্ট বা রূপান্তরযোগ্য টাকা হিসাব খোলার সুবিধা দিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক। মূলত রেমিট্যান্স প্রবাহ বাড়ার কারণে এ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। কোনো প্রবাসী চাইলে এ হিসাবে জমা করা অর্থ সুদ বা বিনিয়োগের মুনাফাসহ ফেরত নিতে পারবেন। আবার বিশেষায়িত অঞ্চলের শতভাগ বিদেশি মালিকানার শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোকে টাকায় ঋণ দেওয়াসহ-স্থানীয়ভাবেও বিভিন্ন কাজে *বাকি অংশ ৫১ পৃষ্ঠায়*